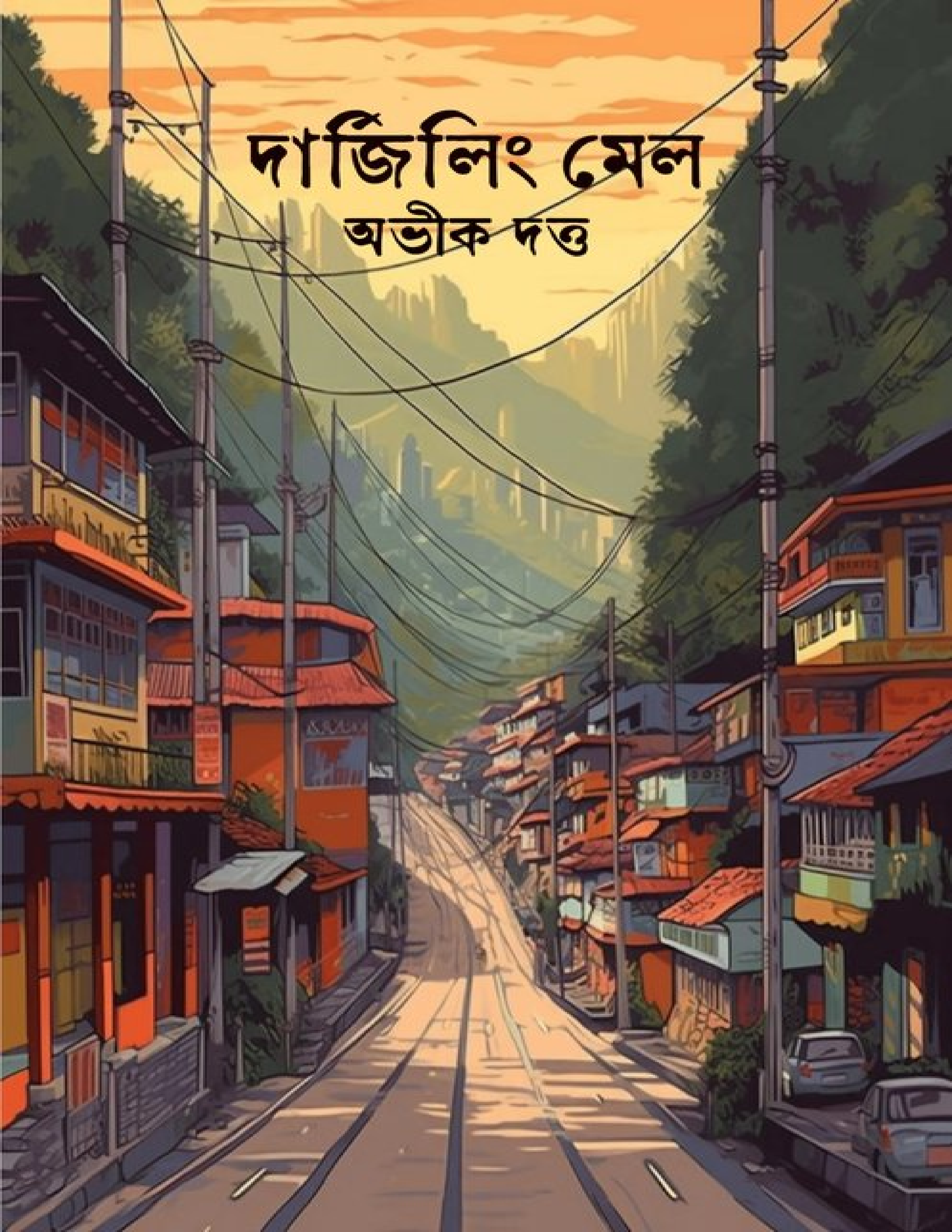
দার্জিলিং মেল

অভীক দত্ত



দার্জিলিং মেল

পাহাড়ের পটভূমিতে লেখা একটি নভেলা ও একটি গল্প

অভীক দত্ত

আদরের নৌকা

https ://iwrite.app

সূচীপত্র

আনন্দ বসন্ত সমাগমে

১

“এই হোমস্টেটা নতুন হয়েছে বলছিল। ভূত থাকতে পারে?”

সন্ধ্যে নেমেছে পাহাড়ের বুকে।

বৃষ্টিও।

অনিয়ন পকোড়া, যাকে কলকাতায় পেঁয়াজি বলে , তা স্ন্যাক্সে দিয়ে গেছে। গরম কফি।

বিদিশা কফিতে চুমুক দিয়ে সমরের উদ্দেশ্যে প্রশ্নটা করল।

এই প্রশ্নটাই হয়ত তাদের বিবাহ পরবর্তী জীবনে বিদিশার করা প্রথম একটা ঠিক ঠাক প্রশ্ন। সমর কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বলল, “আমি ভূত বিশ্বাস করি না। ওসব নেই”।

বিদিশা বলল, “আমার চেনাশোনা অনেকেই দেখেছে নাকি”।

সমর বিদিশার দিকে তাকাল। খুব বিশ্বাসের সঙ্গে কথাগুলো বলল বিদিশা। সমর বলল, “হতে পারে। আমি দেখিনি। কোন কালে দেখবও না হয়ত”।

বিদিশা বলল, “না দেখাই ভাল”।

দুজনেই আবার চুপ করে গেল। অ্যারেঞ্জড ম্যারেজে হানিমুনে এসে কীই বা বলবে দুজনে? কারো কিছু বলার নেই। বিদিশা তো একবারেই কিছু বলে না। সমর যাও বা একটা দুটো কথা বলে।

পাশাপাশি শোয়া, এক বাথরুম শেয়ার করা, কখন শরীর জেগে ওঠে... কে জানে।

ফুলসজ্জায় সমর জোর করে নি। খানিকটা কুণ্ঠার সঙ্গেই শুয়ে পড়েছিল বিদিশা। ভেবেছিল সমর হয়ত জোর করবে। সেসব করে নি। সমর জোর করার ছেলেও না। টিকেট কেটে দেওয়া, হানিমুনের হোম স্টে বুকিং, সবই দাদারা করে দিয়েছে। এই পাহাড়ে ঘেরা জায়গা, তুমুল মেঘ আর কুয়াশা ঘেরা পরিবেশ তাদের উপর কী আশা করতে পারে? যাতে তারা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শারীরিকভাবে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতে পারে? তাদের দুজনের মধ্যে সেরকম কোন ইচ্ছা আছে বলে তো মনে হয় না। দুজনেই লাজুক। দুপুরে এসে পৌঁছেছে। হোমস্টেতে খাবার বলে দেওয়া ছিল। সেবকের কাছেই খিদে পেটে লাঞ্চ করে এসেছে বলে এখানে আর খেতে পারল না। সমর বলে দিয়েছে রাতে দুপুরের খাবারই গরম করে দেবে। দুপুরে ডিম হয়েছিল। সেটাই খেয়ে নেবে। ওরা অবশ্য বলেছে চিকেন হলে চিকেনও দেবে। ডিম আর চিকেন দুটোই খাওয়া যাবে।দশটা কটেজ আছে এখানে। সন্ধ্যে অবধি তারা ছাড়া কেউ আসে নি। নিজেদের মুখ দেখতে দেখতে কথোপকথন এগোতে হবে, এমনটাই বন্ধুরা বলে দিয়েছে। সমর এখনও বুঝে উঠতে পারে নি কী বলবে। সে কীই বা বলতে পারে? কোনদিন মেয়েদের সঙ্গে সেভাবে কথা বলে নি। হানিমুন মানে বিরাট ব্যাপার। রোম্যান্টিক গল্পেই পড়ে এসেছে এসব। তারও বিয়ে হয়ে গেল!

এখনও পুরোপুরি বিশ্বাস হয় না।

বিদিশা চুপ করে বসেছিল। সমর বলল, “পেঁয়াজি নাও। ঠান্ডা হয়ে যাবে তো”।

বিদিশা একটা পেঁয়াজি নিল। সমর বলল, “এখানে ঠাণ্ডা আছে। তুমি মাথা ঢাকো।পরে ঠাণ্ডা লেগে যাবে”।

বিদিশা বলল, “ঠিক আছে। ঢেকে নেবো”।

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ। সমর বাথরুম থেকে ঘুরে এসে বিরক্ত গলায় বলল, "এতগুলো টাকা নিচ্ছে, এদিকে গিজার নেই। মহা জ্বালা হল তো!"

বিদিশা বলল, "চাইলে গরম জল দেবে বলল"।

সমর বলল, "তাও। স্নানের সময় ওভাবে মিশিয়ে মিশিয়ে জল নেওয়া যায় নাকি?"

বিদিশা বলল, "এখানে আর কেউ আসবে না? রাতে ভয় লাগবে তো। কেমন নির্জন একটা জায়গা'!

সমর বলল, "ভয় লাগলে ডেকে নিও। আমি তো আছিই"।

বিদিশা বলল, "সত্যিই ভূত নেই?"

সমর বলল, "নাহ। ভূত জিনিসটা অতো সোজা নাকি? তাহলে তো এখানেও ভূত ট্যুরিজম শুরু হয়ে যেত। ভাল টাকা পয়সা পাওয়া যায়"।

বিদিশা বলল, "এরকম কোন জায়গা আছে?"

সমর বলল, "আছে তো। অনেক জায়গা আছে। রীতিমত টাকা দিয়ে লোকে থাকতে যায়। পায় অবশ্য লবডঙ্কা। লোকজন তো জানোই, হুজুগ পেলেই হল"।

বিদিশা বলল, "আমার ভূতে ভয় লাগে"।

সমর কিছু বলল না। বিয়ের আগেও তারা এরকমই ছাড়া ছাড়া কথা বলত। বাড়ির কথায় বিয়ে করেছে। কথা জমাতে তারা কেউ পারে না। তিন মাসের কথায় বিয়ে হয়েছে, সব মিলিয়ে তিরিশ মিনিটও এই তিন মাসে কথা বলে নি তারা।

বিদিশার কম্বলটা জড়িয়ে নিল।

বাইরে একটা গাড়ির শব্দ পাওয়া গেল। সমর বলল, "যাক। আমাদের সঙ্গী আছে তার মানে। আমরা একা না"।

সমর দরজা খুলে বাইরের দিকে তাকাল।

২

"বাবু, বাবু"।

বাইরে একজন মহিলা রীতিমত চিৎকার করে তার বাচ্চাকে ডাকছে।

কটেজের বাইরেই কৃত্রিম ঘাসের বাগিচা রাখা আছে। বাচ্চাদের খেলার অনেকগুলো জায়গাও আছে। বাচ্চাদের ভাল লাগারই কথা।

সমর বেরিয়েছিল যারা এসেছে তাদের দেখার জন্য। দুটো পরিবার। গাড়িতে করে এসেই কটেজে ঢুকে গেল। দুটো পরিবারেই ছোট বাচ্চা আছে। এদেরই কোন একটা বাচ্চা বাইরে বেরিয়ে গেছে।

বিদিশা কেমন অপ্রস্তুত হয়ে বসে আছে। সমর সেটা লক্ষ্য করে বলল, "তুমি ফ্রি হতে পারছো না, তাই না?"

বিদিশা বলল, "না ঠিক আছে"।

সমর বলল, "এটা তো হয়। একবারেই অপরিচিত কারো সঙ্গে একঘরে থাকতে হলে এই সমস্যাগুলো আসতেই পারে। তুমি স্বাভাবিক হও"।

বিদিশা বলল, "হু"।

সমর বলল, "হু কী? তোমার কি কোন অস্বস্তি হচ্ছে?"

বিদিশা জোরে জোরে দুপাশে মাথা নাড়ল, "না না। আচ্ছা, একটা কথা"।
সমর বলল, "বল"।

বিদিশা বলল, "আমি শুনেছিলাম হোম স্টে মানে কিছু কম্প্রোমাইজ করতেই হয়। সব ফেসিলিটি পাওয়া যায় না"।

সমর বলল, "ঠিকই শুনেছিলে। কোন কোন জায়গায় হোম স্টে মানে সেটাই বোঝায়। তবে হোমস্টের কনসেপ্ট কোত্থেকে আসছে বল তো? হোম স্টে মানে তো কারো বাড়ির একটা ঘরে অতিথির মত থাকা। বেশি এক্সপেক্ট করাই উচিত না। কিন্তু এই জায়গাটাকে কি কোন দিক থেকে তোমার হোম স্টে বলে মনে হয়? আমার তো হচ্ছে না। রিসোর্ট বানিয়েছে, নাম দিয়েছে হোম স্টে। হোম স্টের নামে পাতি লোকজনদের মাথায় টুপি পরানো চলছে"।

বিদিশা বলল, "হু"।

সমর বিরক্ত হল। কেউ যদি হুট করে কোন কথোপকথন থেকে পালিয়ে যায়, তাহলে তো ভারি বিপদ হয়। কথা শুরু করে এখন হু?
তার বন্ধুরা তাকে কতরকম টিপস দিয়েছিল। একা থাকলে বউয়ের কাছে গিয়ে বসতে হবে। হাতে হাত রেখে ভাল ভাল কথা বলতে হবে। তারপরই সেক্স করা যাবে। অদ্ভুত ব্যাপার। অচেনা অজানা কারো সঙ্গে সে কীভাবে সেক্স করবে? ঠিক কতটা কথা বলার পর একজন অপরিচিতার শরীর ছোঁয়ার লাইসেন্স পাওয়া যায়? বউ মানেই তো জোর করা যায় না। সেটাকে ম্যারিট্যাল রেপ বলে। ওসবের কথা তার মাথাতেই আসবে না। যে যে লোকগুলো অ্যারেঞ্জড ম্যারেজে বিয়ের পর ফুলসজ্জাতেই সব কিছু করে ফেলতে পারে, তার মধ্যে ঠিক কতজন রেপ করে না?

দরজা জানলা বন্ধ করে রাখতে হচ্ছে। প্রবল মাছির উপদ্রব এখানে। বিকেলে দরজা খোলা ছিল। একটার পর একটা মাছি ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। এখনও একটা মাছি কানের কাছে বোঁ বোঁ করে যাচ্ছে। মশার মত মাছি মারা সোজা না। আগে জানলে একটা টেনিস র‍্যাকেট নিয়ে আসত। মাছিটাকে ওসব দিয়েই শায়েস্তা করা যেত। হোম স্টের মালিক বলেছে এখানে সাপের উপদ্রব নেই, এটাই যা সান্ত্বনার।দরজা জানলা বন্ধ করার আরেকটা কারণ হল মেঘ। খোলা পেলেই ঘরের ভেতর মেঘ ঢুকে বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ার ইচ্ছে জাহির করছে। এই জায়গাটা যেন মেঘেদেরই পাড়া। যাওয়ার নামটুকুও নেয় না। সারাক্ষণ মেঘ। খবরে বলেছে বর্ষাকাল এসে গেছে। অথচ এত সহজে তো বর্ষাকাল আসে না কোন বছর। এ বছর অহেতুক কৃপাদৃষ্টির কারণ কী? অবশ্য পাহাড় থেকে নামলেই দেখা যাবে বর্ষার নামগন্ধ নেই, মারাত্মক রোদে সব কিছু পুড়িয়ে দেবে, আর স্বর্গ হইতে পতনের মত পাহাড় থেকে সমতলে নেমে সে গরমে পাগল হয়ে যাবে। এই পাহাড়ে সে অজানা মেয়েটার সঙ্গে কী করে সময় কাটাবে? মেয়েটার যেন কথা বলতেও প্রবল অনীহা। বিয়ের আগে যখন নাম্বার পেয়েছিল, ফোন করেছিল, মেয়েটা অদ্ভুত ঠাণ্ডা গলায় বলেছিল, "আমার সামনে পরীক্ষা আছে। কোন ফোন থেকেই ফোন না করলে খুশি হব। বিয়ে তো হবেই। সারাজীবন পড়ে আছে কথা বলার জন্য। বিয়ের পর বলবেন"।

বিয়েটা তো হয়ে গেল, বিদিশার মধ্যে কথা বলার সেরকম আগ্রহ তো কিছু বুঝল না সে!

শুধু পাহাড় কেন, এই মেয়েটার সঙ্গে তাকে বাকি জীবনটাও কাটাতে হবে।ভাবা যায়?

৩

পাশের কোন কটেজ থেকে এক মহিলার তুমুল চিৎকার শোনা যাচ্ছে। বাচ্চাকে খাওয়াচ্ছে বোধ হয়। সমর দীর্ঘশ্বাস ফেলল। এভাবে কেউ চিৎকার করলে যে নির্জনতা খুঁজতে এসেছিল, তার বারোটা বেজে যায়।বিয়ে করার খুব ইচ্ছে তার ছিল না, তাও এভাবে সম্পূর্ণ অপরিচিত কাউকে। মা এতবার করে বলায় করতে বাধ্য

হল। যতদিন বিয়েবাড়ির লোকজন থাকে, বিয়েটা একরকম থাকে। তারপরেই ব্যাপারটা লিগালাইজড সেক্সের আওতায় চলে আসে। সেক্স করতে হবে। অনেকক্ষেত্রে ব্যাপারটা লিগালাইজড রেপও হয়। বিয়ে হয়ে গেছে, অমতে সেক্স করলেও অসুবিধে নেই। সমর সে গোত্রীয় নয়। অপরপক্ষের মত ছাড়া সে কী করে সেক্স করবে ভাবলে অস্বস্তি হয়। বিদিশার সঙ্গে কী ধরণের কথা বললে সে স্বাভাবিক হয়? সমর তো কোনকালেই বেশি কথাবার্তা বলে না।

টিভিও নেই যে সময় কাটাবে। হোমস্টের এটা একটা সমস্যা।

বেশিরভাগগুলোতেই টিভি থাকবে না। হোম স্টে কালচার মানে স্থানীয় জায়গার সঙ্গে একাত্ম হতে হবে। অন্তর্মুখী মানুষজনের ভারি সমস্যা। তারা এমনিতেই একা থাকতে ভালবাসে, তাদের যদি কোন জায়গায় গিয়ে বলা হয় যাও, স্থানীয় মানুষজনের সঙ্গে কথা বল, এখানে মিশে যাও, সে নাও যেতে পারে। সমর এদের মধ্যে পড়ে।

বাইরে গিয়ে দাঁড়াতেই প্রশ্ন ভেসে এল, "আপনারা আজকে এলেন?"

লোকটা লম্বা, কণ্ঠস্বর ভারিক্কি। তারই বয়সী হবে। এ হয়ত সেই বহির্মুখী লোকেদের মতন। লোকের সঙ্গে আলাপ করতে ভালবাসে। এর বউই চিৎকার করছিল? সমর বলল, "হ্যাঁ। আজকেই"।

লোকটা বলল, "ভাল জায়গা। শুধু খাওয়া দাওয়া একটু কেমন কেমন। এখানের লোকেরা কী একটা মশলা দেয় সব রান্নায়, আমার পোষায় না ঠিক। বাঙালি রান্না ঠিক পছন্দ না আমার। তবে এই মশলাটাও পছন্দ না। ভাবি জিজ্ঞেস করব কী দিচ্ছে, তারপরেই মনে হয় থাক, যা পারে করুক। অত চিন্তা করে কী লাভ?"

সমর বলল, "দেখি, রাতে খেয়ে বুঝতে পারব"।

লোকটা বলল, "মাথায় হালকা কিছু পরে নিন। মেঘ এসে চুল ভিজিয়ে ঠান্ডা লাগিয়ে দেয়। অদ্ভুত জায়গা। আপনি কোত্থেকে খবর পেলেন?"

সমর বলল, "এক বন্ধু ঠিক করে দিয়েছিল"।

লোকটা বলল, "আমার ট্রাভেল এজেন্ট। এখন তো হোম স্টে হুজুক মশাই। ফেসবুকে পেজের পর পেজ। লোক হুজুগ বুঝে বেরিয়ে পড়ছে"।লোকটার কটেজের ভিতর থেকে চিৎকারের শব্দ এল। লোকটা বলল, "এই দেখো, বাচ্চাটা আবার জ্বালাতন করছে। দূর দূর, আগে জানলে এখানে আসতাম না। লোক নেই, জন নেই, বাজার নেই, কিসসু নেই। বউ তো আমার মাথা খেয়ে নিল। আচ্ছা, পরে কথা হবে"। লোকটা তার কটেজের ভিতর ঢুকে গেল। সমর হাঁটতে গিয়ে কটেজের বাইরে খানিকটা গিয়ে বুঝল গিয়ে লাভ নেই। বৃষ্টি নেই, কিন্তু আছে। মেঘ এসে ভিজিয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছে। আবার কটেজে ফিরে দেখল বিদিশা জল খাচ্ছে। সমর খাটে বসে বলল, "তোমার সম্পর্কে কিছু বল। আমি জানি কথাগুলো শুনতে বোকা বোকা লাগছে, কিন্তু এখানে কেউ তো নেই। আমরাই কথা বলি"।

বিদিশা বলল, "আমার সম্পর্কে সবই তো জানো। নতুন করে কী বলব?"

সমর বলল, "সেভাবে তো কথা হয় নি। সবটাই ইনফরমেশন দেওয়া নেওয়া হয়েছে। এর বাইরে কি কিছুই নেই?"

বিদিশা বলল, "না। আমার সাধারণ জীবন। এর বাইরে আলাদা করে কিছুই স্পেশাল না। তুমি বলতে পারো তোমার ব্যাপারে"।

সমর বলল, "আমার তো আরো কিছু বলার নেই। যা যা দেখেছো, সেটাই সব কিছু। এর বাইরে কিছু নেই। তুমি কি ভার্জিন?"

হঠাৎ এই প্রশ্ন শুনে বিদিশা অবাক হয়ে তার দিকে তাকাল। সমর বলল, "না মানে কী বলব বুঝতে পারছিলাম না। কিছু মনে কোর না। বলার দরকার নেই"।

বিদিশা বলল, "হ্যাঁ, ভার্জিন"।

সমর দাঁত বের করল, “আমিও”।

৪

ডিনার ঘরে দেবে না। ডাইনিং টেবিলে যাওয়া বাধ্যতামূলক। মোরগের ঝোল, একটা তরকারি, ডাল, ভাত। সব খাবারই গরম।

তবে খাবারের কোয়ালিটি খুব একটা ভাল না। মাংস হলেও অতো ভাল লাগল না সমরের। চারপাশ ভীষণ নির্জন। কোথাও কেউ নেই। রাত নেমেছে।

ঘরে এসে বিদিশা বাথরুমে ঢুকে গেল।

সমর দরজা বন্ধ করল। হৃদস্পন্দন ক্রমাগত বেড়ে যাচ্ছে তার। এই সময়গুলোর কথা সেভাবে ভাবে নি আগে।

বিদিশা বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে বলল, “তুমি ভেতরের দিকে শোবে? আমার আবার কেমন দমবন্ধ হয়ে আসছে”।

সমর খাটের ভেতরের দিকে চলে গেল।

বিদিশা পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল। সমর অন্য পাশ ফিরল। কাল একটা গাড়ি বলা হয়েছে। লোলেগাও নিয়ে যাবে বলেছে। বন্ধুরা বলছিল অতো ঘুরে কী করবি, সারাদিন ঘরে থাকলেই ভাল। তার মনে হচ্ছে, ব্যাপারটা উলটো হলেই ঠিক হয়। ঘরে থাকলে সর্বক্ষণ বিদিশাকে বুঝতেই কেটে যাচ্ছে। এভাবে কি হয়?

মহিলা কণ্ঠের একটা আর্তনাদ শোনা গেল পাশের ঘর থেকে। বিদিশা বলল, “কী হল আবার?”

সমর বলল, “গিয়ে দেখে আসি। ওরা কোন সমস্যায় পড়েছেন হয়ত”।

বিদিশা ভীত গলায় বলল, “তুমি যাবে? ওরে বাবা”।

সমর বলল, “দেখি না”।

বিদিশা বলল, “আমি একা থাকব?”

সমর বলল, “তুমিও এসো তবে”।

বিদিশা বলল, “ঠিক আছে”।

দুজনে বেরোল। সমরের হাত বিদিশা শক্ত করে ধরেছে। এই পরিবেশেও সমরের উত্তেজনা হল।

পাশের ঘরের দরজা ঢাকিয়ে খোলার পর জানা গেল আরশোলা। ভদ্রলোক দাঁত বের করলেন, “কলকাতায় জ্বালায়, এখানেও জ্বালাতে চলে এসেছে বুঝলেন? আপনারা চিন্তা করবেন না। সেরকম হলে ডাকব”।

সমর বলল, “ঠিক আছে”।

ঘরে ফিরে বিদিশা বলল, “আমার এসবে অতো ভয় নেই। যাদের রাতে নাম নিতে নেই, আমি তাদের একটু ভয় পাই আর কী”।

সমর অবাক হয়ে বলল, “রাতে কাদের নাম নিতে নেই”।

বিদিশা হাত দিয়ে সাপ বোঝাল। সমর বলল, “শীতের জায়গায় থাকবে না বোধ হয়”।

বিদিশা বলল, “থাকতেই পারে। এসব জায়গা স্যাঁতস্যাঁতে”।

সমর বলল, “ঠিক আছে। থাকলে ওরা বলে দিত। তুমি শুয়ে পড়”।

বিদিশা বলল, “তুমি কী করবে?”

সমর বলল, “আমি একটু বাইরে বসি। এত শান্ত পরিবেশ তো কলকাতায় পাব না”।

বিদিশা বলল, “না না। তুমি ঘরে থাকো। এখন যেতে হবে না”।

সমর মাথা নাড়ল, “ঠিক আছে”।

সমর খাটের ভেতরের দিকে অর্থাৎ দেওয়ালের দিকে ঢুকতে গেলে বিদিশা আটকাল, "আমি ওদিকে যাচ্ছি। তুমি এদিকেই শোও। আমার ভয় লাগছে"।

সমর বলল, "আচ্ছা, যাও তুমি"।

বিদিশা দেওয়াল ঘেঁষে শুল। সমর শুয়ে কম্বলটা টেনে দিল। কম্বলের নিচে বিদিশার শরীরের উষ্ণতা তাকে স্পর্শ করছে। সমর বলল, "তোমার কি এখনও ভয় লাগছে?"

বিদিশা বলল, "আমি কোন দিন এত নির্জন জায়গায় থাকি নি। ভয় তো হবেই। কত আজে বাজে চিন্তা মাথায় আসছে। আমি তোমার হাত ধরি?"

সমর বলল, "ধর"।

বিদিশা সমরের হাত ধরল।

না চাইতেও সমরের শরীরের ভেতরটা তোলপাড় হতে শুরু করল। বিদিশার হাতটা ঠাণ্ডা হয়ে আছে।

বিদিশা বলল, "তুমি তখন জিজ্ঞেস করলে কেন আমি ভার্জিন কি না"?

সমর বলল, "এমনি মনে হল। কথা খুঁজে পাচ্ছিলাম না"।

বিদিশা বলল, "আমাদের বাড়িতে কত লোক দেখেছো? আর খুব রেস্ট্রিকশন। ওসব কোন দিন ভাবাই যায় নি"।

সমর বলল, "অতো লোকের মধ্যে থেকেছ বলেই এখন অস্বস্তি হচ্ছে তোমার"।

বিদিশা বলল, "হ্যাঁ"।

বিদিশার বুকে হাত লাগল হঠাৎ করে। কী অমোঘ আকর্ষণ! সমরের শরীর জেগে উঠল। প্রাণপণে সে নিজেকে সামলাতে চেষ্টা করল।

তাকে খানিকটা অবাক করেই বিদিশা তার কাছে এগিয়ে এসে বলল, "আমার খুব ভয় লাগছে"।

সমর ক্ষীণস্বরে বলল, "আমি আছি তো"।

বিদিশার শরীর তাকে জাগিয়ে দিল। সমর বিদিশার গলায় চুমু খেল। বিদিশা শিউরে উঠে বলল, "আহ"।

সমর বলল, "তোমার ভয় লাগছে না তো?"

বিদিশা বলল, "না। যেটা করছ, কর, আমার ভাল লাগছে"।

সমর বিদিশাকে জাপটে ধরে উদ্দেশ্যহীনভাবে আদর করতে শুরু করল।

বাইরে তুমুল বৃষ্টি নেমেছে। কটেজের চালে ভারি বৃষ্টির শব্দ, তুমুল নির্জনতা আর বিদিশার শরীর সমরকে পাগল করে তুলছিল।

তার প্রথমবার। বিদিশাকে আদর করতে করতে সে উত্তেজনার শিখরে পৌঁছল। কিছুক্ষণ পর দুজনের হাঁফ ধরল। নগ্ন শরীরে বিদিশার পাশে শুয়ে পড়ল সমর।

বিদিশা বলল, "আলো নিভিয়ে দিলে ভাল হত না?"

সমর বলল, "একটু পর নিভাচ্ছি। পাশ ফিরে শোব? লজ্জা লাগছে?"

বিদিশা বলল, "তাই কর"।

সমর পাশ ফিরল। জোরে নিঃশ্বাস ফেলছিল সে। বন্ধুরা জানলে খুশি হবে? সব করে ফেলল তো সে। ওরা যেভাবে বলে, "কোর্স কমপ্লিট"!

বৃষ্টির জন্যই হয়ত, শীত বাড়ছে। সমর কম্বলটা টেনে নিল। বিদিশার পা লাগছে তার গায়ে।

দুজনে চুপ করে শুয়ে আছে। এটা তো হবারই ছিল? আইনসিদ্ধভাবে তারা বিয়ে করেছে, মেয়েটাও বারণ করে নি। হয়ত প্রস্তুতি নিয়েই এসেছিল সব কিছুর জন্য। হবারই ছিল, হয়ে গেছে।

বিদিশা বলল, "প্রোটেকশন নিলে ভাল হত। এখনই যদি সব কিছু হয়ে যায়?"

সমর বুঝল না, "সব হওয়া মানে কী?"

বিদিশা বলল, “বাচ্চা। এখনই হলে ভাল হবে না। ক’দিন পর হলে ভাল হয়”।

যাহ! এতটা তো ভেবে দেখে নি সে! ঠিকই তো। এসবের পরিণতি তো বাচ্চা অবধিই যায়!

নারী পুরুষ, পরস্পরকে আদর করবে, পুরুষ প্রবেশ করবে নারীর শরীরে, তারপর তো বাচ্চাই হয়!

বিদিশা বলছে এত তাড়াতাড়ি? এসব কিছুই তো সে ভেবে দেখে নি। বলল, “আমি এগুলো কিছু জানি না। কী করে ওসব হওয়া আটকানো যায়?”

বিদিশা বলল, “তুমি কি কিছুই আনো নি?”

সমর মাথা নাড়ল, “না”।

শীত আরো জাঁকিয়ে পড়ছে। বিদিশার শ্বাস তার পিঠে এসে লাগছে। সমর বুঝতে পারল তার শরীর আবার উত্তেজিত হচ্ছে। সে বিদিশার দিকে ফিরে শুল। বিদিশা বলল, “কী হল?”

সমর বিদিশার গলায় চুমু খেল। বিদিশা এবার তার সঙ্গে ভেসে গেল না। বলল, “এখনই?”

সমর বিদিশার চোখে চোখ রাখল, “হ্যাঁ। অসুবিধা হবে?”

বিদিশা বলল, “একটু ঘুমোই?”

সমর সঙ্কুচিত হয়ে সরে এল।

খানিকটা লজ্জা পেল সে। কেমন সরিয়ে দিল তাকে!

বিদিশা বলল, “এখনই বাচ্চা হলে সমস্যা হবে। কাল বরং কন্ডোম কেনা যাক”।

সমরের জানতে ইচ্ছে হচ্ছিল বিদিশাকে এসব কথা কে শিখিয়ে দিয়েছে। সে কিছু জিজ্ঞেস করল না। জিজ্ঞেস করতেও কেমন লজ্জা লাগে। কিন্তু নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করাটাই তো কঠিন, বিদিশা নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করছে কী করে? কেমন একটা নেশার মত ব্যাপারটা বার বার করতে ইচ্ছে করছে। শরীর জেগে ওঠার পর তাকে নিয়ন্ত্রণ করে কী করে?

দুজনে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল।

তারপর বিদিশাই নীরবতা ভঙ্গ করল, “আচ্ছা, তোমার যদি ইচ্ছে হয়...”

সমর বলল, “না না থাক”।

বিদিশা এবার এগোল। সমরকে জড়িয়ে ধরল। দুজনের ভেসে যেতে কয়েক সেকেন্ড লাগল শুধু। এবার উত্তেজনা প্রথমবারের মত ছিল না। অনেক হিসেবী হয়ে আদর করল তারা। উত্তেজনা প্রশমনের পর দুজন দুজনকে ছাড়ল না। জড়িয়ে ধরে রইল।

বিদিশা ফিসফিস করে বলল, “ব্যাপারটা অতটা ভয়েরও না। আমি ভয় পেতাম খুব”।

বৃষ্টির সঙ্গে প্রবল হাওয়ার শব্দ আসছে। বিদিশা সমরকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে বলল, “সব ভেঙে পড়বে না তো? কী শব্দ! ভয় লাগছে তো এবার”!

সমর বলল, “না না, কিছু ভেঙে পড়বে না। আমি আছি তো”।

বিদিশা বলল, “কেমন পাহাড়ের উপর একটা নির্জন জায়গা। এখানে এখন যদি ভূমিকম্প হয়? আমার সেই থেকে কেমন ভয় লাগছে”।

সমর বলল, “কিছু হবে না। ভয় পেও না”।

বিদিশা বলল, “আমার বন্ধু পিউকে দেখেছো তো? ওর তিন মাস আগে বিয়ে হয়েছে। পিউ কী বলছিল জানো? ওর বর নাকি বরফ দিয়ে ওকে ছোঁয়। ঈশ, এই শীতে যদি বরফ দিত...”

সমর বলল, “তোমরা এসব গল্প কর?”

বিদিশা লজ্জা পেল, “হ্যাঁ। আমি না শুনতে চাইলেও জোর করে শোনায়। ও আমাকে কত কিছু শিখিয়ে দিয়েছে। তোমার বন্ধুরা তোমাকে কিছু শেখায় নি? আচ্ছা তোমার মা বলে নি মেয়ে ভার্জিন কি না, কী করে ফুলসজ্জায় দেখতে হয়?”

সমর অবাক হয়ে বলল, “না। আমাদের বাড়ি থেকে তো কেউ কিছু শেখায় নি”।

বিদিশা বলল, “ভাল”।

সমর অবাক হল। সে বুঝল না হঠাৎ এই কথাটা বিদিশা কেন বলল।

সমরের ঘুম ভাঙল সকাল ছ’টা নাগাদ। রাতে যে কখন দুজন দুজনকে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়েছিল বুঝতে পারে নি।

দুজনের শরীরে একটা কাপড়ও নেই। খুব সন্তর্পণে বিদিশাকে সরিয়ে সমর খাট থেকে নেমে জামা পরল। শাল গায়ে দিয়ে দরজা বন্ধ করে বাইরে গিয়ে চেয়ারে বসল।

চারদিক কুয়াশায় ঢেকে আছে। কটেজগুলো শুধু জেগে আছে।

অবশ্য এই বস্তুগুলো কুয়াশা না মেঘ, আলাদা করা যাচ্ছে না। মাথা ঢেকে না রাখলে ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে।

গত রাতের কথা ভাবতে উত্তেজনা আসছিল। খানিকটা কষ্ট করেই উত্তেজনা দমন করছিল সে। আশে পাশে সবাই ঘুমোচ্ছে। এখানকার বাসিন্দারা খুব কষ্ট করে দিন যাপন করে। বাজার ঘাট কোন কিছুই কাছে নেই। কতখানি হাঁটতে হয়! এদের এটা অভ্যাস। দু চার দিনের জন্য ঘুরে যাওয়ার ক্ষেত্রে ঠিক আছে। এসব জায়গায় থাকতে গেলেই সমস্যা। পাহাড়ের মানুষের সমতলে গিয়ে মানিয়ে নিতে সমস্যা হয়। ব্যাপারটা উলটো দিক থেকেও একই। সমতলের মানুষেরও পাহাড়ে থাকতে গেলে সমস্যা হয়।

অবশ্য রাতের ঠাণ্ডায় বিদিশাকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে থাকতে খুব ভাল লাগছিল। এখানকার মানুষজনও কি তাই করে? রোজ রাতে নিজের বউকে জড়িয়ে ধরে শোয়?

মা বলছিল, বিয়ে হয়ে যাওয়া মানে তোর নিজের একজন মানুষ হওয়া। তোর বন্ধু, মনের কথা খুলে বলার মানুষ, আরো অনেক কিছু।

তখন অতোটা বোঝে নি। এখন সমর বুঝতে পারছিল, তার বাইরে থাকতে ইচ্ছে করছে না।

সে উঠে আবার কটেজের ভিতরে গিয়ে দরজায় ছিটকিনি দিয়ে জামা খুলে বিদিশার পাশে গিয়ে শুল। বিদিশার হাত তার বুকের উপরে। তার গায়ে বিদিশার শ্বাস পড়ছে। সমর বিদিশাকে নিজের দিকে টেনে নিল।

বিদিশার ঘুম ভেঙে গেল। তার দিকে কেমন বিস্ময় মিশ্রিত চোখে তাকিয়ে বলল, “ক’টা বাজে?”

বিদিশার মুখে বাসী গন্ধ। ঘুম থেকে উঠলে এরকম গন্ধ তার মুখেও থাকে। সমর বলল, “ছ’টা”। কথাটা বলে সে বিদিশার নাকে চুমু খেল।

বিদিশা তাকে জড়িয়ে ধরল।

সমর এইটুকুর অপেক্ষাতেই ছিল। বিদিশাকে আদর করতে শুরু করল। বিদিশা আত্মসমর্পণ করল। এবার সমর বেশি উত্তেজিত ছিল। বেশিক্ষণ সামলাতে পারল না। মিনিট দুয়েক পর সে শান্ত হয়ে গেল। বিদিশা হল না। তাকে শরীরময় আঁচড়াতে শুরু করল।

সমর অনেক চেষ্টা করেও কিছু করতে পারল না। মিনিটখানেক পর বিদিশা সামলে নিল। শুয়ে পড়ল। সমর উঠে বসে বলল, “তুমি চা খাবে?”

বিদিশা বলল, “না। আরেকটু ঘুমিয়ে নি”।

সমরের গাল জ্বলছিল। উঠে আয়নার সামনে গিয়ে দেখল গালে কেটে গেছে। বিদিশার নখে? এবার কি টিটেনাস দিতে হবে? সে বলল, “বোরোলীন আছে?”

বিদিশা বলল, “কেন?”

সমর বলল, “গালের কাছটা একটু ছড়েছে”।

বিদিশা বলল, “আমার ব্যাগটা দাও”।

বিদিশার ব্যাগটা দিল সমর। ব্যাগ হাতড়ে বোরোলিন পেল বিদিশা। তাকে দিল। সমর গালে ক্রিমটা দিয়ে বলল, "আমি একটু হেঁটে আসি। তুমি দরজাটা দিয়ে দাও"।

বিদিশা বলল, "এখন উঠব না। তুমি বাইরে থেকে তালা দিয়ে যাও"।

সমর বলল, "যদি দেরী হয়?"

বিদিশা বলল, "আমি ন'টার আগে উঠব না"।

সমর বলল, "ঠিক আছে"।

সে জামা প্যান্ট পরে নিয়ে দরজাটা বাইরে থেকে লক করে বেরোল। মেঘ এসে ছুঁয়ে যাচ্ছে, তবে বৃষ্টি পড়ছে না।

কটেজগুলো পাহাড়ের উপরে। সিঁড়ি বেয়ে নিচের রাস্তায় পৌঁছনোর জন্য হাঁটতে লাগল। কুয়াশায় কিছুই দেখা যাচ্ছে না। সে সাবধানে রাস্তার কাছে পৌঁছে দেখল বাস স্ট্যান্ডে একটা লোক মোটা জ্যাকেট আর মাফলার পরে বসে আছে। লোকটার চোখ মুখ দেখে ট্যুরিস্ট বলেই মনে হল। সমর বলল, "বাঙালি?"

লোকটা বলল, "হ্যাঁ"।

সমর বলল, "আপনি কি এই কটেজেই উঠেছেন? কাছাকাছি আর কিছু তো নেই"।

লোকটা বলল, "নিচে একটা বাড়িতে হোম স্টে আছে। ওখানেই উঠেছি। কটেজের রেট খুব বেশি। আমি অ্যাফোরড করতে পারব না। তা দাদা, আমার গার্ল ফ্রেন্ডকে নিয়ে কেমন হানিমুন করছেন?"

সমর চমকে লোকটার দিকে তাকাল।

৫

লোকটা তার বয়সীই হবে। কিংবা তার থেকে দুয়েক বছরের বড়।

বাতাসে মেঘ ভাসছে, কুয়াশাচ্ছন্ন সকাল, সবকিছু ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়ার মত একটা আবহাওয়া। লোকটার চোখ মিথ্যে বলছে না বুঝতে পারছিল সমর। বলল, "আপনার গার্লফ্রেন্ড?"

লোকটা বলল, "তিন বছরের প্রেম। তবু বিয়েটা আপনার সঙ্গেই হল"।

সমর কী বলবে বুঝতে পারল না। গতকাল দেখা হলেও বউ সম্প্রদানের কথা ভাবত, কিন্তু সে তো বিদিশার সঙ্গে গতরাত থেকে...

রাগ হওয়া উচিত তার? সত্যিটা লুকিয়ে বিয়ে করেছে বলে? এখনই বিদিশার সামনে গিয়ে চিৎকার চ্যাঁচামেচি করবে? কৈফিয়ত চাইবে? ওকে ঠগ বলবে? কী করবে সে?

সমরের সমস্যা হল তার অনুভূতিগুলো বড্ড ভোঁতা। তাৎক্ষণিক ব্যাপারটাও একেবারে অনুপস্থিত। এই সময় কী করতে হবে কিছুই বুঝতে না পেরে বলল, "আপনার নাম?"

লোকটা বলল, "অনিকেত"।

সমর বলল, "আপনি বিদিশার সঙ্গে কি এখনও সম্পর্কে আছেন?"

অনিকেত হাসল। বলল, "না। ও আমাকে বলে দিয়েছিল, ওর বিয়ে হচ্ছে। সম্পর্কটা ও নিজেই শেষ করে দিয়েছিল। আমিই ওকে ভুলতে পারি নি। বিয়েতেও গেছি ছদ্মবেশে। ওখানেই খোঁজ নিয়েছি আপনারা কোথায় হানিমুনে যাবেন। সেখানেও চলে এসেছি"।

সমর বলল, "কেন এসেছেন?"

খাদের সামনে একটা বসার জায়গা আছে। জল, মেঘ, কুয়াশায় ভিজে আছে। অনিকেত সেখানেই বসে পড়ে বলল, "জানি না। আমি ঠিক কী করতে এখানে এসেছি নিজেও জানি না"।

সমর ভাবার চেষ্টা করল কী বলবে। তিরিশ সেকেন্ড কেটে গেল কী বলবে কিছুই বুঝতে না পেরে বলল, "আপনার হোম স্টেতে কাল ডিনারে কী দিয়েছিল?"

অনিকেত তার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে বলল, "কেন?"

সমর বলল, "এখানের রান্নায় কী একটা মশলা দেয়। আমার এই মশলাটা ঠিক ভাল লাগছে না। আপনাকেও পাহাড়ি মোরগ দিয়েছিল?"

অনিকেত বলল, "ওরকমই কিছু একটা হবে। আমি আপনাদের হোম স্টের কাছে গেছিলাম। এত কুয়াশা, থাকতে পারি নি। চলে এসেছি"।

সমর বলল, "হ্যাঁ। খুব কুয়াশা। আপনারা প্রেম করতে গিয়ে কোথায় কোথায় যেতেন?"

অনিকেত বলল, "পার্কে গেছি, গঙ্গার তীরে গেছি। কেন বলুন তো?"

সমর বলল, "সিনেমা হলে কর্নার সিটে বসেন নি?"

অনিকেত বলল, "হ্যাঁ, বসেছি"।

সমর বলল, "আমি একবার সিনেমা দেখতে গেছিলাম। আমার পাশে এক কাপল বসেছিল। ওরা সিনেমাই দেখল না"।

একটা গাড়ি আসছে। এখানে বেশির ভাগ গাড়িকেই কম গিয়ারে যেতে হয় বলে একটা গোঁ গোঁ শব্দ হয়। নির্জনতা আর বাতাসে জলীয়বাষ্প বেশি থাকার কারণে সেটা একটু দূর থেকেও শোনা যায়। স্থানীয় লোকেদের নিয়ে একটা জিপ যাচ্ছে। এখানে এই জিপগুলোই ভরসা। বাসের খুব একটা পাত্তা পাওয়া যায় না।

জিপের ভেতর দিয়ে স্থানীয় লোকেরা তাদের দেখতে দেখতে গেল। এরা কী ভাবল? তারা বন্ধু? কী অদ্ভুত! বাইরে থেকে দেখলে কত ভুল ভাবা যায়!

অনিকেত বলল, "আমরাও অনেকবার সিনেমায় গেছি। আমরাও সিনেমা দেখতাম না"।

সমর বলল, "হোটেলে?"

অনিকেত বলল, "আপনি এগুলো জেনে কী করবেন?"

সমর বলল, "কৌতূহল। জানতে ইচ্ছে হল"।

অনিকেত বলল, "আমি একটা ছোট ব্যবসা করি। চাকরি বাকরি পাই নি। বিদিশা আমাকে বলেছিল এত কম টাকা রোজগারে ও থাকতে পারছে না। শুরুতে শুরুতে অনেক স্বপ্ন দেখেছি। পরের দিকে দেখলাম ও খুব বাস্তববাদী হয়ে গেল। মেয়েটা শুরুতে বাস্তববাদী হলে সমস্যাটা তৈরিই হত না"।

সমর বলল, "হোটেলে যান নি তবে"?

অনিকেত বলল, "সব না জানাই ভাল। জানলে সমস্যা তৈরি হবে"।

হাওয়া দিতে শুরু করেছে প্রবল জোরে। কোত্থেকে একটা ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে। এত সকালে ঝড় হতে পারে হয়ত।

সমর বলল, "ঠিক আছে, জানব না তবে। আপনি কি এখানেই থাকবেন?"

অনিকেত বলল, "আমি জানি না আমি কী করব। আপনারা কোথায় যাবেন?"

সমর বলল, "কালিম্পং যেতে পারি। ফিরে আসব দুপুরের দিকে। যদি এরকম ওয়েদার থাকে তাহলে যাব না। আপনি কি গাড়ি পেয়েছেন? এখানে গাড়ির আকাল আছে। না পেলে চলে আসবেন। একসঙ্গেই ঘুরে আসব না হয়!"

অনিকেত অবাক হয়ে তার দিকে তাকাল, "আপনি সিরিয়াস?"

সমর বলল, "হ্যাঁ। কেন?"

অনিকেত উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আপনার মাথায় সমস্যা আছে। বিদিশা জানে না ও কাকে বিয়ে করেছে"।

অনিকেত হঠাৎ হন হন করে হাঁটতে হাঁটতে কুয়াশায় হারিয়ে গেল।

সমর অবাক হয়ে সেদিকে তাকিয়ে বলল, "স্ট্রেঞ্জ!"

তার কি রাগ করা উচিত? তার বউ অন্য একজনের প্রেমিকা ছিল। সে প্রেমিক আবার খুঁজতে খুঁজতে এখানেও চলে এসেছে।

অবশ্য অনিকেতের কথা অনুযায়ী বিদিশা তাকে বিয়ের আগে বিদেয় নিয়ে বলে দিয়েছিল এটাও ঠিক। অনেক মেয়েরই প্রেমিক থাকে এবং মেয়েরা যদি দেখে সে প্রেমিক বিশেষ কিছু করে উঠতে পারে নি, তখন সে প্রেমিক ভাগিয়েও দেয়। এক্ষেত্রে সেটাই হয়েছে। বিদিশা অনিকেতকে কাটিয়ে দিয়েছে।

রাগ করবে না করবে না, সেটা নিয়ে বেশি ভেবে মাথা খারাপ করবে না ভেবে সে আবার তাদের কটেজের কাছে ফিরে এল।

৬

মেঘ হালকা সরেছে। নিচে একটা রাস্তা এঁকে বেঁকে গেছে সেটা দেখা যাচ্ছে।

রাস্তা ফাঁকা। বেশ কিছুটা দূরে কয়েকটা হোম স্টে আছে। সম্ভবত ওখানেই কোন একটা বাড়িতে অনিকেত থাকছে।

প্রেমিকা না দাঁড়াতে পারলে প্রেমিকারা ছেড়ে দেয় কেন? সম্পর্কে ঢোকার সময় কি তারা বোকা থাকে? পরে জ্ঞানচক্ষু গজায়? নাকি বাড়ির লোকজন উস্কাতে থাকে? বার বার বোঝাতে থাকে, "দেখ তোর ওই মাসতুতো দিদির কত ভাল বিয়ে হয়েছে আর তুই কিনা একটা বেকার ছেলেকে বিয়ে করবি? এরপরে অভাব অনটন হবে, টাকা থাকবে না। তখন কী করবি? মেয়েটা ওই সময় ছাড়ে? এই নিয়ে একটা সার্ভে হওয়া দরকার। খুব সিরিয়াস সার্ভে।

অনিকেতই বা এলো কেন? আদৌ ভালোবেসে এলো নাকি পুরোটাই ইগো? আরেকটা অবস্থাপন্ন ছেলের জন্য মেয়েটা তাকে ছেড়ে দিয়েছে। সেই কমপ্লেক্স অনিকেতকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে? নাকি হিংসা? এতটাই হিংসা করছে ছেলেটা যে চাইছে বিদিশার জীবনটা নষ্ট হয়ে যাক। ইচ্ছা করে তাই সমরকে বলে দিল। পাই চার্ট বানালে এই জায়গাটা বেশি আসবে। ছেলেটা হিংসে থেকেই সমরকে বলেছে। সমর চিন্তিত হয়ে পড়ল। ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে হবে। এটা একটা ভাল বিষয়। যত বেশি ভাববে, তত বেশি করে চিন্তার নতুন নতুন দিগন্ত খুলে যেতে পারে।

"একী আপনি এত সকালে উঠে পড়েছেন"?

পাশের কটেজের লোকটা।

সমর সামান্য বিরক্ত হল। নিজের সঙ্গে সময় কাটানোর সময় অন্য কেউ এলে ভারি বিরক্ত লাগে। সে বলল, "ঘুম ভেঙে গেল"।

লোকটা বলল, "এখন তো আমাদের মত মানুষদের ওঠার সময় মশাই। আপনি হানিমুনে এসেছেন। কোথায় সারাদিন কটেজের ভেতর থাকবেন। অদ্ভুত"।

সমর এবার বিরক্ত হল। লোকটা আরো ভেতরে ঢুকতে চাইছে। কিছু কিছু লোক থাকে, সুযোগ পেলেই অন্য লোকের হাড়ির খবর জানতে চেষ্টা করে, সেটা অন্য লোক না চাইলেও এরা করে যায়। এই লোকটা সেরকম। সে বলল, "আপনার নামটা জানা হয় নি"।

লোকটা বলল, "অলক অধিকারী। আপনি?"

সমর তার নাম বলল।

কটেজের সামনে হোম স্টের মেয়েটা এসে চা দিয়ে গেল। এখানে এরা একটা জায়গায় চা দিয়ে যায়। সবাইকে এসে সেখান থেকে নিয়ে যেতে হবে। অলক বলল, "যাই, গিন্নিকে তুলে দি। কত শখ ছিল মশাই বউয়ের হাতে বেড টি খাবো, এখন উল্টোটা করি। এই তো জীবন"।

সমর চা নিয়ে কটেজের দরজা খুলল। বিদিশা ঘুমোচ্ছে। সমর বলল, "চা খাবে?" বিদিশা চোখ খুলল। ঘুম চোখে তার দিকে তাকিয়ে বলল, "টেবিলে রাখো"।

সমর চা নিয়ে খাটের উপর বসল। বিদিশার নগ্ন। এই মেয়ে এদ্দিন প্রেম ট্রেম করে এসে তার সঙ্গে হানিমুনে এসে শুয়ে পড়ল। কত মেয়েই তাই করে। এটাই স্বাভাবিক। ভালোবাসা মুছে ফেলা এত সহজ? তার প্রেমিকা তার সঙ্গে এরকম করলে সে কী করত? সমর চায়ে চুমুক দিয়ে মুখ কুঁচকে ফেলল। চায়ের জায়গার চা এত খারাপ হয় কেন কে জানে? নাকি সেই চা চেনে না। চা ব্যাপারটাই খুব কঠিন একটা ব্যাপার। তার এক মাসীর এক বন্ধু আছেন, টি টেস্টার। প্রচুর মাইনে পান।

চা টেস্ট করে বলে দেন কেমন চা। বিয়ের আগে বর বা বউ টেস্টার থাকলে কেমন হত? সব বলে দিতে পারত। সমর অবশ্য বিদিশাকে দোষ দিতে পারছে না। নিরাপত্তার জন্য যদি কেউ বিয়ে করে, তাকে দোষ দিয়ে কী হবে? একটা সম্পর্ক ছেড়ে আরেকটা সম্পর্কে যাওয়া নিয়ে কীই বা বলার থাকতে পারে? সে দিক দিয়ে দেখতে গেলে সে সুযোগ পায় নি বলে কিছু করতে পারে নি। তারও প্রেমিকা থাকতেই পারত। তারপর কোন কারণে সে প্রেমিকা কেটেও যেতে পারত। এতে আর কি হয়?

বিদিশা শুয়ে শুয়েই বলল, "আমায় একটা টাওয়েল দাও"।

সমর টাওয়েল দিল। বিদিশা সেটা জড়িয়ে উঠে বসে চা নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে হাসল।

কী সুন্দর হাসি! সব ভুলে যাওয়া যায় এই হাসি দেখলে।

৭

পুরি, সবজি, কলা, ডিমসেদ্ধ।

ডাইনিং হলের জায়গাটা সুন্দর। পাশে খাদ। মেঘ এসে কাঁচের জানলায় জমছে। প্রথম প্রথম এ সবই ভাল লাগে। তারপর অভ্যাস হয়ে যায়। বিদিশা ধীরে সুস্থে খাচ্ছে। সমর বলল, "ওয়েদার এরকমই থাকবে। কী করবে? কালিম্পং যাবে?"

বিদিশা তার দিকে তাকিয়ে হাসল। বলল, "তোমার কী ইচ্ছে?"

সমর বলল, "সারাদিন এখানেই থাকবে?"

বিদিশা বলল, "ওরা যে বলছিল এখান থেকে লোলেগাও কাছে। দুপুরের মধ্যে চলেও আসা যাবে। ওখানে গেলে হত না?"

সমর মাথা নাড়ল, "ঠিক আছে"।

খেয়ে কটেজে ফিরে দরজা বন্ধ করে বিদিশা বলল, "সকালে তুমি কেমন ভাল হয়ে গেলে"?

কথাটায় শ্লেষ ছিল। সমর বুঝল না। বলল, "ভাল মানে?"

বিদিশা তার কাছে এসে বুক ঘেঁষে দাঁড়াল। তার গালের কাছে মুখ নিয়ে এসে বলল, "তোমার কি কিছু ইচ্ছে করছে না?"

বিদিশার ঠোঁটটা তার ঠোঁটকে চুম্বকের মত টেনে নিল। চুমু খেতে খেতে সমর টের পেল বিদিশার মুখে পেস্টের সঙ্গে সবজি, পুরি, ডিম মিলে একটা ককটেল গন্ধ তৈরি হয়েছে। মাথার মধ্যে থাকা অনিকেত কোথায় হারিয়ে গেল। তড়িঘড়ি জামা খুলে বিদিশাকে নিয়ে কম্বলের তলায় ঢুকে পড়ল সে। মিনিট দশেক পর উত্তেজনা প্রশমন হলে বিদিশা তাকে জড়িয়ে ধরে বুকে চুমু খেতে শুরু করল। স্খলন হয়ে গেছে। এই সময় বিদিশার চুমু তাকে উত্তেজিত করতে পারছিল না। সে শুধু বলল, "স্নান করে নাও। বেরিয়ে আসি"।

বিদিশা বলল, "তুমি তো খুব বেরসিক"।

সমর কিছু বলল না। এখন অনিকেতের কথা তুললে কী হতে পারে? বিদিশার এই রোম্যান্টিক ব্যাপারটা কর্পূরের মত উবে যেতে পারে। থাক। সেসবের কোন দরকার নেই। বিদিশা আরো কয়েক মিনিট তার সঙ্গে

শুয়ে থেকে নগ্ন অবস্থাতেই বাথরুমে গেল এবং কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে বলল, "গিজার নেই তো। এই ঠান্ডাজলে স্নান করব কী করে"?

অগত্যা সমরকে আবার বেরোতে হল। ওদের বলাতে এক বালতি গরম জল দিয়ে গেল। বিদিশা বলল, "জল কম আছে। একসঙ্গে স্নান করবে?"

সমর এসব সিকোয়েন্স স্বপ্নেও কল্পনা করে নি। সে বিদিশার সঙ্গে জড়াজড়ি করে স্নান করল। স্নান থেকে বেরিয়ে বিদিশা তার গা মুছে দিল। কোন জামা পরে যাবে সেটা বিদিশাই ঠিক করে দিল। গাড়ি চলে এসেছিল।

দুজনে গাড়িতে উঠে বসলে বিদিশা সমরের হাত জড়িয়ে ধরে তাতে মাথা রাখল।

একেই বোধ হয় হানিমুন বলে? এরকমই বন্ধুরা বর্ণনা করেছিল বটে!

রাস্তায় মাঝে মাঝেই ধ্বস নেমেছে। তার উপর খাদের ভয়। সমরের খাদে ভয় লাগে। সে সিঁটিয়ে বসে রইল।

অনিকেতের সঙ্গে না দেখা হলে হয়ত সেও বিদিশাকে জড়িয়ে ধরেই বসে থাকত। স্খলনের পর অনিকেত আবার চলে এসেছে। যেন হাত জোড় করে বলছে বিদিশার সঙ্গে কিছু না করতে। সমস্যা হল, শরীর উত্তেজিত হয়ে থাকলে অনিকেত চলে যায়। শরীর ঠাণ্ডা হলেই অনিকেত চলে আসে।

মেঘ, বৃষ্টি আর কুয়াশা ভেজা রাস্তা দিয়ে তাদের গাড়ি চলতে শুরু করল। কুয়াশা এতটাই বেশি যে সামনের দৃশ্যমানতা খুবই কম। ড্রাইভার পাহাড়ে গাড়ি চালিয়ে অভ্যস্ত বলে তার অসুবিধা হচ্ছিল না। সমরের ভয় লাগছিল।

বিদিশা বলল, "কী সুন্দর না জায়গাটা?"

সমর বলল, "হ্যাঁ। খুব সুন্দর"।

বিদিশার নিঃশ্বাসের শব্দ তার গায়ে এসে পড়ছে। সদ্যবিবাহিত তারা। একজনের প্রাক্তন কত তাড়াতাড়ি আরেকজনকে জড়িয়ে ধরে ঘুরতে বেরিয়ে পড়েছে। প্রকৃতিও ভালবাসছে। অনিকেতকে ছেড়ে দিয়ে বিদিশা কি বিন্দুমাত্র মনঃকষ্টে থাকে নি? কী অদ্ভুত! এ মেয়ের মন কি পাথর দিয়ে তৈরি হয়? কাল সে সর্বস্বান্ত হয়ে গেলে কি বিদিশা তাকে ছেড়েও চলে যাবে?

অস্বস্তিগুলো আবার ঘিরে ধরতে শুরু করল সমরকে।

লোলেগাওতে গাড়ি একটা দোকানের সামনে দাঁড়াতেই অনিকেতকে চোখে পড়ল তার। লাল রঙের মাফলার। কেমন অদ্ভুত লাগছে ওকে। দোকান থেকে সিগারেট কিনছে। বিদিশা সেটা দেখা মাত্র তাকে ছেড়ে একটু সরে বসল। তার মুখ সামান্য ফ্যাকাসেও হল কি? সমর বোঝার চেষ্টা করল।

বিদিশা তড়িঘড়ি কাঁচ তুলে দিয়ে বলল, "কী ঠাণ্ডা লাগছে! শোন না। ড্রাইভারকে গাড়ি ঘোরাতে বল। আমার ঘুরতে ইচ্ছে করছে না। ফিরে যাই চল"।

সমর বুঝল অনিকেতকে হঠাৎ এখানে দেখে বিদিশা ঘাবড়ে গেছে।

সে ড্রাইভারকে গাড়ি ঘোরাতে বলল।

৮

গাড়ি স্টার্ট হতে বিদিশা বলল, "আর বেরোব না কেমন? আমার এই ওয়েদার স্যুট করছে না"।

সমর কিছু বলল না। বিদিশা এখন তাকে জড়িয়ে নেই। একটা দূরত্বে বসেছে।

"স্যার, বিয়ে করছেন। মেয়েটার সম্পর্কে খবর নিয়েছেন তো?"

বসাক বলেছিল।

চিটফান্ড কেসের রিপোর্ট তৈরির দিন ছিল সেটা। সমর ব্যস্ত ছিল। বসাকের কথা শুনে ভ্রূ কুঁচকে বলেছিল, "মানে? কী খবর নিতে হবে?"

বসাক বলল, “ব্যাকগ্রাউন্ড চেক। প্রেম ট্রেম ছিল নাকি”?

সমর বলেছিল, “প্রেম থাকলে কী আর হবে? অতো চিন্তার কী আছে?”

বসাক বলেছিল, “চিন্তা নেই বলছেন? একটা মেয়ে একটা সংসারকে নষ্ট করে দিতে পারে। কত ক্ষমতা বলুন তো একটা মেয়ের?”

সমর বলল, “অতো ভাবতে পারছি না বসাক। এই দেখো, মানস বসুর একটা ট্রানজাকশন হয়েছে সাউথ দিল্লিতে। সাতাশি লাখ টাকার। এই অ্যাড্রেসটার ডিটেলসটা এসেছে?”

বসাক মাথা নেড়েছিল, “স্যার এত কাজ পাগলা আপনি। নিজের দিকে না দেখলে পরে সমস্যায় পড়বেন”।

সমর বিরক্ত হয়ে বলেছিল, “তুমি তোমার কাজ কর তো। পরে দেখা যাবে”।

বসাক আর কিছু বলে নি।

লোলেগাঁও থেকে সামথারের দিকের রাস্তাটায় কাজ হচ্ছে। রাস্তা পুরো খুঁড়ে দিয়েছে। গাড়িতে ঝাঁকুনি হচ্ছে। সমর বিদিশার দিকে তাকাল। বিদিশা কেমন সিঁটিয়ে বসে আছে।

সমর বলল, “শরীর ঠিক আছে তো? কোন সমস্যা?”

বিদিশা মাথা নেড়ে জানলার বাইরে তাকাল।

বৃষ্টি পড়ছে, কিন্তু পড়ছে না। মেঘ জমে আছে। ভিজিয়ে রেখেছে। এটাকেই বৃষ্টি বলা যেতে পারে। সমতলের বৃষ্টি আর পাহাড়ের বৃষ্টি এক না। কখন যে মেঘ ঘিরে ধরে ভিজিয়ে দিয়ে যায়, বোঝা সম্ভব নয়।

ফোন বাজছে। সমর দেখল বসাক ফোন করছে। ধরল সে।

বসাক বলল, “স্যার, ফোনেই তো পাচ্ছি না আপনাকে”।

সমর বলল, “টাওয়ার নেই”।

বসাক বলল, “সেটা বুঝেছি। ঠিক আছেন তো?”

সমর বলল, “হ্যাঁ। ঠিক আছি”।

বসাক হানিমুনের ব্যাপারেই জানতে চাইছে। সংকোচে সবটা বলতে পারছে না।

বসাক বলল, “ঠিক আছে স্যার। টেক কেয়ার। গাঙ্গুলি স্যার বলছিলেন আপনার খোঁজ নিতে”।

সমর বলল, “ঠিক আছে। আমি কলকাতা গিয়ে ফোন করছি”।

বসাক বলল, “ওকে স্যার”।

ফোন কেটে সমর ফোনটা সুইচ অফ করে দিল। এই সময়ে অফিসের কথা ভাল লাগছে না। সারাক্ষণই তো অফিস করে গেছে এতদিন। এবার অফিসটা দূরে থাকুক।

কটেজে গাড়ি ফিরে এল। বিদিশা ধীর পায়ে নামল। চাবি দিয়ে যাওয়া হয়েছিল ঘর পরিষ্কার করার জন্য। ওদের থেকে চাবি নিয়ে সমর দরজা খুলল। বিদিশা বাথরুমে ঢুকে গেল।

সমর জামা পালটে দরজা বন্ধ করে বসল। বিদিশা বাথরুম থেকে বেরিয়ে বলল, “মাথাটা ধরেছে”।

সমর বলল, “ঘুমনোর চেষ্টা কর। ঘুমোলে ঠিক হয়ে যেতে পারো”।

বিদিশা বলল, “ঠিক আছে”।

সমর বলল, “তুমি শোবে? আমি বেরোই তবে। হেঁটে আসি”।

বিদিশা মাথা নাড়ল।

সমর বলল, “দরজা বন্ধ করে দাও”।

বিদিশা বলল, “ঠিক আছে”।

অলক অধিকারীর পরিবার নেই। বেরিয়েছে হয়ত। একটা কটেজেও কেউ নেই। মেঘের বাড়িতে সে ছাড়া কোথাও কেউ নেই। সমর হাঁটতে হাঁটতে আবার রাস্তায় নামল। রাস্তার ধারের বসার জায়গায় অনিকেত বসে

বসে সিগারেট টানছে।

সমর বলল, "আমি আপনাকে লোলেগাঁও যাওয়ার কথা বলি নি। আপনি কীভাবে ওদিকে গেলেন?"

অনিকেত বলল, "আমি ভাবলাম ওদিকটা ঘুরে আসি। আপনারাও যে ওদিকেই যাবেন, আমি কী করে বুঝব? আপনার বউ আমাকে দেখতে পেয়েছে?"

সমর মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ। চিনতে পেরেছে। ঘাবড়ে গেছে। মাথা ধরেছে বলে শুয়ে পড়ল"।

অনিকেত বলল, "মাইগ্রেন আছে। গোছা গোছা স্যারিডন খায়। ওসব না খাওয়াই ভাল। দেখুন যদি কিছু করতে পারেন"।

সমর বলল, "আপনি কি আমাকে আপনার প্রেমিকাকে হ্যান্ড ওভার করতে এসেছেন? আমাদের অফিসে কেউ জয়েন করলে আমরা যেমন কাজ বুঝিয়ে দিই, আপনি কি সেসব করবেন?"

অনিকেত তার দিকে তাকিয়ে সিগারেট টানতে থাকল।

সমর বলল, "আপনি আমার সঙ্গে চলুন। ওর সঙ্গে কথা বলুন। এভাবে মাঝে মাঝে দেখা দিয়ে শক দেওয়া ভাল না"।

অনিকেত বলল, "খুব প্রেম আসছে না নতুন বউয়ের উপর? সেক্স হল?"

সমর অনিকেতের দিকে তাকিয়ে রইল। কিছু বলল না।

৯

মেঘ সামান্য কমেছে। সামনের পাহাড়টা দেখা যাচ্ছে। সমর কৃত্রিম ঘাসের বাগিচার উপর চেয়ার নিয়ে বসে গায়ে রোদ মাখছিল। কলকাতায় এখন তুমুল গরম। গায়ে রোদ মাখার কথা ভাবাও পাপ। আর এখানে রোদ না মাখলেই বরং অস্বস্তি হচ্ছে। কটেজগুলো সম্ভবত পাহাড়ের বন কেটে বানানো। একগাদা পোকা মাকড়। কিছু কিছু পোকা আছে যা এখানেই প্রথম দেখছে সে। একটা গাড়ি এল। দুটো পরিবার। দুটো পরিবারেই ছোট বাচ্চা। অলক অধিকারীর পরিবারের মত।

শ্বাস ছাড়ল সমর। আরো নির্জন কোন জায়গায় গেলে ভাল হত। সেখানেও হয়ত ঠিকই অনিকেত তাদের খুঁজে বের করত। অনিকেতের মত ছেলেরা ভাল গোয়েন্দার চাকরি পেতে পারত। কী সুন্দর খুঁজে সামথারে চলে এল। এভাবেই কত গোয়েন্দার অপচয় হয়। আর কত পাবলিক চাকরি পেয়ে গোয়েন্দা হয়, অথচ একটা কেস সামলাতে পারে না। চোখের সামনে অপরাধী ঘুরে বেড়ায় আর এরা সেটা দেখেও দেখতে পারে না। শুধুমাত্র নাম্বারের ভিত্তিতে চাকরি হয় বলেই দেশ উন্নতি করতে পারছে না। কোন কোন চাকরির জন্য নাম্বারের বাইরেও অনেক কিছু দেখা উচিত।

আর তার মত গোয়েন্দারা, যারা জীবনের সবটা অপরাধী মনস্তত্ত্ব বুঝতেই কাটিয়ে দেয়, তাদের বিয়ে করাই উচিত না। বিয়ে করলে দ্বিধায় পড়ে যেতে হয়। ব্যাপারটা ঠিক হল না ভুল হল? বিদিশাকে কি এখনই অনিকেতের কথা বলে দেবে, না কোন দিনই বলবে না? না বলাই ভাল হয়ত। একবারে অপ্রস্তুত অবস্থায় পড়ে যাবে। কিছু না বলাই ভাল।

অনেক ছেলে মেয়েই প্রেম করার পর সেটা সফল না হলে বিয়ে করে অন্য কাউকে। সবাই যদি আগের প্রেম নিয়েই বসে থাকত, তাহলে সমস্যা বেড়ে যেত। অতীতকে বুকে চেপে বসে থাকার কোন মানে হয় না। খানিকটা মনস্থির করে সমর কটেজে ফিরল। বিদিশা শুয়ে আছে। সে বলল, "ঘুমাচ্ছো"?

বিদিশা বলল, "না না। শুয়ে আছি"।

সমর বলল, "মাথা ব্যথা কমেছে?"

বিদিশা বলল, "না"।

সমর বলল, "স্যারিডন খাবে?"

বিদিশা সামান্য চমকে তার দিকে ফিরে উঠে বসে বলল, "আনিনি"।
সমর বলল, "ওটা শুনেছিলাম ডাক্তারবাবুরা খেতে বারণ করেন। না খাওয়াই ভাল"।
বিদিশা বলল, "হুউ। সবাই তাই বলে। কিন্তু ওটা না খেলে আমার হয় না। কিছুতেই কমে না"।
সমর বলল, "একটু ভাল লাগলে বাইরে গিয়ে বসতে পারো"।
বিদিশা বলল, "না না। বসতে হবে না। আরেকটু শুই"।
সমর বলল, "ঠিক আছে। শুয়ে থাকো। চিপস খাবে?"
বিদিশা মাথা নাড়ল, "না। কিছু খাবো না"।
সমর বলল, "আচ্ছা"।
বিদিশা আবার পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল।
সমর ঘড়ি দেখল। বিকেল চারটে বাজছে। এর পরে ঝুপ করে সন্ধ্যে নামবে। এখানে সন্ধ্যে মানেই রাত। সময় কেটে যাচ্ছে।
সে বিদিশার পাশে শুয়ে পড়ল। বিদিশা ও পাশ ফিরে শুয়ে আছে। জেগে থাকলে শুয়ে শুয়ে ভাবছে। একজনের অতীত থাকলে সেটা লুকোতে গেলে ভীষণ অস্বস্তি হওয়া উচিত। বিদিশার কি সেই অস্বস্তিটাই হচ্ছে? অনিকেতের ব্যাপারে চিন্তা করতে গিয়ে মাথা ধরে যাচ্ছে। সমরের খারাপ লাগছিল এবার। এর থেকে না লুকনোই ভাল হত। অবশ্য বলে ফেলা মানেও অনেক ঝামেলা। অপর পক্ষ সেটাকে গ্রহণ নাও করতে পারে। গ্রহণ না করে দেখা গেল এই বিষয় নিয়েই সম্পর্কটা ভেঙে দিল। বাড়ি থেকে অনেক টাকা ইনভেস্ট করে একটা বিয়ে দেওয়া হয়। বিয়েটা ভেঙে যাবার ঝুঁকি নিতে পারে না অনেকেই। এভাবেই কিছু না বলে মুখ বুজে অন্য কাউকে নিয়ে সারাজীবন কাটিয়ে দিতে হয়।
ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছিল সমর। ঘুম ভাঙল দরজা ধাক্কানোর শব্দে। উঠে দেখল বিদিশাও ঘুমোচ্ছে। সে উঠে দরজা খুলে দেখল চা এসেছে। সকালে শুনেছিল চা দিয়ে যাবে না। এখন চলে এসেছে। এদের কথার কোন ঠিক নেই। অবশ্য নতুন হোম স্টে বলে এগুলো ঠিক করতে দেরী হচ্ছে হয়ত।
সমর চা নিয়ে আবার বাইরে গেল। একবারে অন্ধকার হয়ে গেছে। কী অদ্ভুত নিস্তব্ধ নির্জন জায়গা!
মাংস পুড়ছে। বারবিকিউর ব্যবস্থা হয়েছে কটেজের লনে। গরম কফি দিয়ে গেছে চিকেন পকোড়ার সঙ্গে। কিছুক্ষণ পরে আবার চিকেন বারবিকিউ আসবে। কটেজের বাইরের চেয়ারে বসে লনের উপর বাচ্চাদের দৌড় দেখছিল সমর। এই জায়গাটা বাচ্চাদের পছন্দ হবে। এত প্রশস্ত জায়গা, খেলার জন্যেও খুব ভাল।
ঘড়ি দেখল সে। সন্ধ্যে সাতটা বাজে। কলকাতায় এই সময়টাকে বিকেলের এক্সটেন্ডেড ভারসান বলা যায়। এখানে সন্ধ্যে মানে রাত। তবে খুব বেশি শীত নেই। মেঘ এলে গা ভিজে যায়। বিদিশা একটা চাদর জড়িয়ে বাইরে এল। সমর বলল, "বস"।
বিদিশা বলল, "কফির গন্ধ পাচ্ছি"।
সমর বলল, "হ্যাঁ। কফিই দিয়েছে। দাঁড়াও, দিচ্ছি"।
কাপে কফি ঢেলে বিদিশাকে দিল সময়। বিদিশা কফি নিয়ে বসল। বিয়ের আগে বিদিশার সঙ্গে সেভাবে কথা হয় নি তার। শরীর মেশার আগেও সেভাবে আর কথা হল কোথায়?
সমর বলল, "মাথা ব্যথাটা কমেছে?"
বিদিশা বলল, "হ্যাঁ। একটু"।
সমর বলল, "পকোড়া নাও"।
বিদিশা বলল, "এখন ভাল লাগছে না"।
সমর বলল, "আরে অনিয়ন পকোড়া না। চিকেন পকোড়া"।
বিদিশা বলল, "তাহলে ঠিক আছে। একটা নেওয়া যেতে পারে"।

সমর বলল, "তুমি লাস্ট কবে পাহাড়ে এসেছো?"

বিদিশা বলল, "চার বছর আগে। গ্যাংটক গেছিলাম। বাবা মা ছিল। এরকম নির্জন জায়গায় আমি কখনো থাকি নি"।

সমর বলল, "ভাল লাগছে?"

বিদিশা অন্যমনস্কভাবে বলল, "হু"।

সমর বলল, "কাল মর্নিং ওয়াক করবে? ভাল লাগে"।

বিদিশা বলল, "সে তো অনেক ভোরে"।

সমর বলল, "তুমি আটটায় উঠলে তখনই বেরোব। এখানে তখনও তো ঠিক করে সূর্য ওঠে না"।

বিদিশা বলল, "ঠিক আছে। বেরোব না হয়। ওই যে আলো দেখা যাচ্ছে, ওটা কি কোন গ্রামের আলো?"

সমর বলল, "হ্যাঁ। মেঘ নেই বলেই আলো দেখা যাচ্ছে। ভাল লাগছে না?" বিদিশা বলল, "হ্যাঁ"।

দুজনে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল। পকোড়া নিতে যাচ্ছিল সমর। বিদিশার হাতে হাত লাগল। তাদের চোখাচুখি হল। সমর বলল, "ঘরে যাবে? মেঘ করেছে?"

বিদিশা বলল, "চল"।

দুজনে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দুজনের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। দুজনে ঠোঁটে পকোড়ার গন্ধ মেখে খাটে শুয়ে পড়ে একে অপরের পোশাক খুলে দিল। বিদিশার শরীরের প্রতিটা অংশে চুমু খেতে শুরু করল সমর। বিদিশা সমরের মাথাটা বুকে চেপে ধরল। আদরে মিশে যেতে যেতে একসময় দুজনেই শিথিল হল। বিদিশাকে জড়িয়ে ধরে সমর শ্বাস নিচ্ছিল। বিদিশা কোন কথা বলল না। সমর অস্ফূটে বলল, "দুপুরটা নষ্ট হল আজ"।

বিদিশা বলল, "হ্যাঁ"।

সমর বলল, "কাল কোথায় যাবে?"

বিদিশা বলল, "তোমার কি ঘুরতে ইচ্ছে করছে?"

সমর বলল, "না। তুমি যা বলবে"।

বিদিশা বলল, "তাহলে এখানেই থাকি?"

সমর বলল, "ঠিক আছে"।

উত্তেজনায় দুজনে দুজনের জামা কাপড় দূরে দূরে ফেলে দিয়েছিল। এখন দুজনেরই উঠতে ইচ্ছে করছিল না। সমর কম্বল টেনে নিল। বিদিশা সমরকে জড়িয়ে ধরল।

সমরের হঠাৎ করে মনে হল, বিদিশা ঠিক এভাবেই অনিকেতের সঙ্গে শুয়েছিল? নাকি শোয় নি? অনিকেত তো এই নিয়ে কিছু বলে নি তাকে। এমনভাবে ইঙ্গিত করেছে যেন ওরা শুয়েছে। বিদিশা সমরের বুকে মাথা রেখে বলল, "আমি তোমাকে খুব রাগী ভাবছিলাম"।

সমর বলল, "কেন? আমি কম কথা বলি বলে?"

বিদিশা বলল, "ওরকমই"।

সমর বলল, "তুমিও তো সেভাবে কথা বলছিলে না"।

বিদিশা বলল, "আমার লজ্জা লাগছিল"।

সমর বলল, "এখন লজ্জা করছে?"

বিদিশা হাসল। বিদিশা এত কাছে যে ওর হাসিটাও সে শরীর দিয়ে অনুভব করতে পারল। বিদিশা বলল, "না। করছে না"।

সমর বলল, "আমার বন্ধুরা বলেছিল হানিমুনে গেলে হোটেল রুম ছাড়া বেরোতেই হয় না। আমি বুঝি নি। এখন দেখছি ঠিকই বলেছিল। আমার সত্যিই অন্য কোথাও বেরোতে ইচ্ছে করছে না। আচ্ছা তুমি

কখনো প্রেম করেছিলে?”
হঠাৎ এই প্রশ্নটা করায় বিদিশা সামান্য চমকে সরে গেল, “মানে?”
সমর বলল, “এমনিই জিজ্ঞেস করলাম”।
বিদিশা বলল, “না। করি নি”।
সমর বলল, “আচ্ছা”।
বিদিশা উঠে বসে পোশাক কুড়িয়ে বাথরুমে ঢুকে গেল।

১০

প্রবল বেগে বৃষ্টি নেমেছে।
বাচ্চাগুলো লনে খেলছিল। বৃষ্টি হতেই দৌড়ে ঘরে ফিরেছে। তবু মনে হয় ভিজেছে। মায়েরা বাচ্চাদের তুমুল বকা ঝকা করছে।
কটেজের বারান্দায় বসে বৃষ্টি দেখছিল সমর। অদ্ভুত একটা পরিবেশ। গায়ে খুব অল্প বৃষ্টির ছাঁট আসছে। হয়ত জ্বরও আসতে পারে। তবু ঘরের ভেতরে যেতে ইচ্ছে করছিল না তার। বিদিশা একটু গম্ভীর হয়ে গেছে। প্রেমিকের কথা জিজ্ঞেস করেছে বলেই হয়ত।
বৃষ্টির বেগ বাড়ছে। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে জল নামবে। রাস্তায় জল নামতে থাকবে। আলো নেই কোথাও। রাস্তায় ধ্বস নামলেও তো দেখার উপায় নেই। এই রাস্তায় রীতিমত প্রাণ হাতে করে এখানকার লোকেরা থাকে। বাইরে থেকে এসে দু-একদিন থেকে “আহা উঁহু” করে চলে যাওয়া আর থাকার মধ্যে বেশ ভাল তফাৎ আছে।
বৃষ্টি যেমন এসেছিল, তেমন চলেও গেল। সমরের কী মনে হল, সে অন্ধকারেই হাঁটতে হাঁটতে হোম স্টে থেকে বেরিয়ে নিচের দিকে চলে গেল।
কুয়াশামাখা অন্ধকার চিরে একটা সিগারেটের আগুন চোখে পড়ল। সে বলল, “ভিজে গেছেন?”
অনিকেত বলল, “না। আমার ছাতা আছে। আমি আপনার কথা ভাবছিলাম। এই ওয়েদারটা তো আপনাদের জন্য পারফেক্ট”।
সমর বলল, “হু। তা ঠিক। আপনি বাড়ি ফিরবেন না?”
অনিকেত বলল, “দেখি। ঠিক নেই কিছুই”।
সমর বলল, “একটু আগে ও আপনার কথা স্বীকার করল”।
অনিকেত চমকে উঠে বলল, “সেকি? সত্যি?”
সমর বলল, “হ্যাঁ। বলল ও আপনাকে এখনও ভালবাসে। আপনার কাছেই ফিরে যেতে চায়”।
অনিকেত সিগারেটটা ফেলে দিল। বলল, “আমি জানতাম বিদিশা আমাকে এখনও ভালবাসে। আমি জানতাম”।
সমর বলল, “ও বলল আপনাকে ও আজকে দেখেছে। আপনাকে যেখানে পাবে, পেলেই জড়িয়ে ধরবে”।
অনিকেত বলল, “আর আপনি? আপনি কিছু বললেন না?”
সমর বলল, “আমি কী বলব? আমাকে তো ও মানতেই চাইল না। হয়ত কলকাতায় ফিরে আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে। ও আপনার জন্য খুব কাঁদছে। আমিই তো হতাশ হয়ে বেরিয়ে গেলাম এখন”।
অনিকেত উশখুশ করে উঠল, “ও রাগ করলে আমি গান করে ওরা রাগ ভাঙাতাম”।
সমর বলল, “তিন নাম্বার কটেজ। আপনি যান। ওকে সামলান। আর পারছি না”।
অনিকেত বলল, “সত্যি?”

সমর বলল, “হ্যাঁ। সত্যি। এখানে তো কেউ নেই। লোক লজ্জারও কিছু নেই। ও এত ভায়োলেন্ট হয়ে গেছে যে কী বলব। যান। দরজা খোলাই আছে। ওকে সামলান”।

অনিকেত সমরের হাত ধরে ঝাঁকুনি দিল, “থ্যাঙ্ক ইউ, মেনি থ্যাংকস। আমিও আর পারছি না বিশ্বাস করুন। আমি ওর সঙ্গে দেখা করব? আপনি সত্যি বলছেন তো?”

সমর বলল, “হ্যাঁ। বলছি। আপনি যান”।

অনিকেত অন্ধকারের মধ্যেই দৌড়তে শুরু করল।

সমর দৌড়ল না। তবে জোরে হাঁটতে হাঁটতে অনিকেতের পেছন পেছন গেল।

প্রতিটা মিথ্যে সে ইচ্ছে করে বলেছে। সে দেখতে চেয়েছে বিদিশা অনিকেতের সামনে কী করে।

চড়াই এর পথে দুটো বাঁকের পর কটেজগুলো শুরু।

দ্বিতীয় বাঁকটা পেরিয়ে অনিকেত হাঁফাতে হাঁফাতে তাদের কটেজে নক করল। সমর দূরে, অন্ধকারে দাঁড়াল। বিদিশা দরজা খুলল। অনিকেতকে দেখে তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। অনিকেত বিদিশাকে জড়িয়ে ধরতে গেল, বিদিশা অনিকেতকে চড় মারল। অনিকেত অবিশ্বাসী চোখে বিদিশার দিকে তাকিয়ে আছে।

সমর অন্ধকার থেকে বেরিয়ে ওদের সামনে গেল। বিদিশা তার দিকে তাকিয়ে ভয়ার্ত গলায় বলল, “এই লোকটা আমাকে ভয় দেখাচ্ছে। দেখো”।

সমর বলল, “তুমি ঘরের ভিতরে যাও। আমি দেখছি”।

বিদিশা কটেজের ভেতর গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল।

অনিকেত সমরের দিকে বিস্মিতভাবে তাকিয়ে রইল। সমর যেন তাকে চেনেই না, এমনভাবে বলল, “কী চাই ভাই আপনার? এখানের সিকিউরিটি কিন্তু ভীষণ কড়া। এখানে পুলিশ ধরলে মারাত্মক শাস্তি দেবে। যান যান। এখানে থাকবেন না”। হোম স্টের সিকিউরিটি চলে এসেছিল। অনিকেত অবিশ্বাসী এবং অবাক চোখে সমরের দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে বলল, “আমার আগেই মনে হয়েছিল এ লোকটা পাগল”।

সমর হাসি হাসি মুখে অনিকেতের দিকে তাকিয়ে রইল।

১১

অনিকেতকে বের করে দেওয়া হল। সমর কটেজের দরজায় নক করতে বিদিশা দরজা খুলে দিল। তার চোখ মুখে আতঙ্কের ছাপ স্পষ্ট। সমর ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে খাটে বসল। বলল, “লোকটা মনে হয় পাগল। কী বলছিল?”

বিদিশা বলল, “জানি না কী বলছিল। আমি আর এখানে থাকতে পারবো না। হয় বাড়ি চল, নয় অন্য কোথাও নিয়ে চল”।

আবার বৃষ্টির শব্দ শোনা যাচ্ছে কটেজের ছাদ থেকে। সমর বলল, “আর আসবে না। সিকিইরিটিকে বলা থাকবে তো। ভয় পেও না”।

বিদিশা বলল, “তবু। ওই তো সিকিউরিটির অবস্থা। একজন লোক, তাও না চিৎকার করলে আসত না। কাছাকাছি কেউ থাকেও না। এভাবে হয় নাকি?”

সমর বলল, “ঠিক আছে। চিন্তা কোর না। আমি দেখছি কী করা যায়”।

বিদিশা বলল, “লোকটা যদি ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিত, তাহলে কী হত?”

সমর অবাক হল। বিদিশা এই কথাটা কেন বলল? অনিকেতকে চেনে না? নাকি সে যে চেনে না সেটাই প্রিটেন্ড করার জন্য এ কথা বলল? তার আবার খেই হারিয়ে গেল। এই জন্যই সে বিয়ে করতে চায় নি। ব্যক্তিগত জীবনের ঘটনার পারম্পর্য মাথায় থাকে না তার।

বিদিশা বলল, "রাতে আর ঘুমোতে পারব না। সারাক্ষণ মনে হবে লোকটা যদি আসে?"

সমর বলল, "আমি আছি তো"।

বিদিশা বলল, "তুমি আর বেরিও না। বেরোলেও এই প্রেমিসেসেই থেকো। বেশি দূর যেও না"।

সমর বলল, "আচ্ছা তাই করব। লোকটাকে তুমি কোন দিন দেখো নি"?

বিদিশা মাথা নাড়ল, "না। দেখি নি। হঠাৎ করে দরজা খুলে চলে এল! এদিকে তো কোন হোটেল নেই। কোথায় থাকে কে জানে। বাঙালি! এখানে তো কোন বাঙালি থাকে না"!

সমর বলল, "না। তা থাকে না। এখানে না থাকলেও একটু দূরে কয়েকটা হোম স্টে আছে। সেগুলোর কোন একটাতে উঠতে পারে"।

বিদিশা বলল, "এই টাইপের লোকগুলো ক্রিমিনাল হয়। কী করতে এসেছিল কে জানে"।

সমর অবাক হল। প্রাক্তনকে এভাবে বলছে? অনিকেতের উপর বিদিশার বিন্দুমাত্রকোন অনুভূতি নেই তবে। অনিকেত কী করতে এত কষ্ট করে এখানে এসেছে? আজকের পর তো ওর থাকা উচিত না। চলে না যাওয়াটাই বোকামো হয়।

সে বলল, "মাথা থেকে এসব বের কর। তুমি অন্য কিছু নিয়ে ভাবো। মাথাকে কাজ করাও। পারবে সেটা করতে?"

বিদিশা বলল, "চেষ্টা করব"।

সমর বলল, "চোখ বন্ধ করে শোও। দেখো ভাল লাগবে হয়ত"।

বিদিশা শুল। সমর বুঝতে পারল বিদিশা বেশ ভয় পেয়ে গেছে। ঠিক কী কারণে ভয় পেয়েছে? অনিকেতকে নিয়ে ভয় পেয়েছে? ভাবছে অনিকেত যদি সমরকে সব কথাই বলে দেয়? বিদিশা হয়তো ভাবতেই পারে নি অনিকেত এত দূর ঠেঙিয়ে চলে আসতে পারে। ও কল্পনাও করে নি। সমরের গা ঘেঁষে এল বিদিশা। এটাই বিরক্তিকর। শরীর কোন কিছু মানে না।

যৌনাঙ্গের মগজ থাকে না। সে খারাপ ভাল, আগু পিছু না ভেবে প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে পড়ে। এই মুহূর্তে বিদিশার শরীর তার মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা নষ্ট করে দিল। বিদিশার ঘাড়ে চুমু খেল সে। বিদিশা শিউরে উঠল। বিদিশাকে জড়িয়ে ধরে আবার আগের স্টেপ গুলোর পুনরাবৃত্তি করতে শুরু করে দিল। বিদিশার ঠোঁটে দীর্ঘ চুমু খেলো। বিদিশা নিচু স্বরে কাতরাতে শুরু করল আবার। সমর নয়, তার শরীরের ভিতরে বসে থাকা যুক্তিহীন, চিন্তা ভাবনাহীন যৌনতা প্রিয় মানুষটা বিদিশার সঙ্গে মেতে উঠল। কিছুক্ষণ পর আবার শান্ত হল তারা। বিদিশা এবার শুয়ে রইল না। উঠে বাথরুমে গেল।

যুক্তিহীন লোকটা বিদায় নিয়েছে। মাথার মধ্যে ভাবনাগুলো আবার ফিরে এলো। মাথায় অনিকেতের মুখটা ফিরে এল। সমর উঠে বসল। বিদিশা হয়ত ঠিকই বলছে। ওর যদি এখানে থাকতে অস্বস্তি হয়, তবে বাস পাল্টানোই ভাল। এবার কোথায় যাওয়া যায়? অনিকেতকে না জানিয়ে?

মেঘ কেটে গাড়ি এগিয়ে চলেছে পাহাড়ের খাদ বাঁচিয়ে। সমর ভাবছিল, পাহাড়ের সঙ্গে জীবনের খুব মিল। সব ক্ষেত্রেই খাদ বাঁচিয়ে এগিয়ে যাওয়া। সকালে উঠেই তারা বেরিয়ে গেছে। তাকে কিছু করতে হয় নি। বিদিশা সব গোছ গাছ করে নিয়েছে। গাড়ির ছাদে লাগেজ রাখা।

অনিকেত জানবে না। তার সঙ্গে অনিকেতের আর দেখা হল না। কলকাতায় গিয়ে হবে হয়ত। অনিকেত জিজ্ঞেস করতে আসবে সমরকে, কেন সমর তাকে মিথ্যে কথা বলেছিল। উত্তরে সমর কী বলবে? অবশ্য কাছে আসতে পারবে না। এখানের মত কলকাতায় তার কাছে আসা অতো সোজা না। প্রথমত, তাদের অফিসে ঢুকতেই দেবে না অনিকেতের মত কাউকে। দ্বিতীয়ত, সমর পাবলিক ট্রান্সপোর্ট একবারে ব্যবহার করে না। রাস্তা ঘাটে দেখা হবার চান্স একবারেই নেই।

১২

বিদিশা তার হাত জড়িয়ে বসে আছে। বলল, "ছোটবেলায় প্রথম যখন এসেছিলাম, বমি করেছিলাম। এখনও মনে আছে, কী ভয় পাচ্ছি। বাবাকে জড়িয়ে ধরে ছিলাম"।

সমর বলল, "এখন ভয় নেই তো?"

বিদিশা বলল, "না। আচ্ছা, শোন, দার্জিলিং এ ওই পাগলটা যাবে না তো?"

প্রাক্তন হয়ে গেল পাগল! তার সঙ্গে বিদিশার ডিভোর্স হলে তাকেও এরকমভাবে পাগল বলে দেবে? অদ্ভুত!

সে বলল, "গেলেই বা কী হবে? আমি আছি তো"।

বিদিশা চুপ করে গেল। কয়েক মিনিট পর বলল, "গাড়ি দাঁড় করাও। বমি পাচ্ছে"।

সমর গাড়ি দাঁড় করাল। বমি করতে শুরু করল বিদিশা। সমর জলের বোতল দিল। বিদিশা গাড়িতে এসে বসে বলল, "বমির গল্প করলাম, বমি চলে এল। হোমস্টের পাউরুটি হজম হয় নি"।

সমর বলল, "ঘুমোতে চেষ্টা কর"।

বিদিশা চোখ বুজল।

সমর জেগে রইল। কালিম্পং অঞ্চল পেরিয়ে গাড়ি দার্জিলিং এর রাস্তায় ঢুকল। চা বাগান শুরু হয়ে গেল। খানিকটা ওঠার পর আবার বৃষ্টি শুরু হল। এখানে ঠাণ্ডাও বেশি।

ঘুম পেরোতে ভয়াবহ জ্যাম শুরু হল। বিদিশা ঘুম ভেঙে বলল, "ওরে বাবা, পৃথিবীর সবাই এখন দার্জিলিঙে আসছে নাকি?"

সমর বলল, "হ্যাঁ। না আসাটাই আশ্চর্যের"। ড্রাইভার জানাল এরকম জ্যাম এখন রোজকার ঘটনা। একটু একটু করে গাড়ি এগোতে লাগল। যারা ফিরছে, তারা কেমন ম্রিয়মাণ হয়ে ফিরছে। ছুটি শেষ হয়ে যাওয়ার দুঃখ, টাকা খরচ হয়ে যাওয়ার দুঃখ মিলে মিশে এক হয়ে যাচ্ছে। দার্জিলিং এর হোটেল খরচ চারগুণ হয়ে গেছে। যে যা পারছে টাকা নিচ্ছে। সামথারের হোম স্টের মালিক একটা হোটেলের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। তারা সেখানেই উঠবেন।

সমর ভাবছিল, বেড়ানো একটা অদ্ভুত জিনিস। মধ্যবিত্ত বাঙালি সারাবছর ধরে টাকা জমায় বেড়াতে যাবে বলে। ওই ক'টা দিন আর পুজোর ক'টা দিনের জন্য সারাবছর চাতক পাখির মত বসে থাকা। তার এক জ্যেঠু আছেন, রিটায়ারমেন্টের পর চরকির মত ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আজ উত্তরাখণ্ড যাচ্ছেন, সেখান থেকে ফিরেই চলে গেলেন কেরল।

রিটায়ারমেন্টের পর সমর কী করবে? নাকি বাঁচবেই না এতদিন।

দার্জিলিঙে ঢুকে মন খারাপ হয়ে গেল সমরের। না এলেই ভাল হত। যতদূর চোখ যাচ্ছে, চারদিকে শুধু মানুষ আর মানুষ। সামথারে কেউ ছিল না, শুধু অনিকেত ছিল। দেখা হত, অনিকেতের কথা শোনা হত, সেটাই ভাল ছিল। এখানে এত লোক দিয়ে কী হবে?

বিদিশার মুখ দেখে সমর বুঝল বিদিশা খুশি হয়েছে।

দীর্ঘশ্বাস ফেললো সে। বিদিশার পছন্দ আর তার পছন্দ আলাদা। তার এক বন্ধু বলে দিয়েছিল, অ্যারেঞ্জড ম্যারেজে স্বামী স্ত্রী শুধু একে অপরের পছন্দ বোঝার চেষ্টা করে যায়। একজনের পছন্দ যখন অন্য জনের উপর চেপে বসে, তখনই গড়বড় হয়। ক বাবুর পাহাড় পছন্দ, খ বিবির পছন্দ সমুদ্র। ক বাবু বলে ফেলেছিল তার পাহাড় পছন্দ, খ বিবি বরের মন রাখতে বলে দিল তারও। বাকি জীবনটা সেই বরের পছন্দটাই বুকে নিয়ে কাটিয়ে দিতে হল।

চেক ইন করল তারা। হোটেলের অন্য একটা ঘর থেকে খুব জোরে শীৎকারের শব্দ ভেসে আসছে। বিদিশা হেসে দিল, "একী, এরকম চ্যাচাচ্ছে কেন?"

সমর বলল, “হয়ত ভেবেছে হোটেলের রুম সাউন্ড প্রুফ”।

বিদিশা হাসতে লাগল। সমরের একটু ভাল লাগল এবারে। জীবনে হাসিরও দরকার আছে।

দার্জিলিং একটা অদ্ভুত জায়গা। এলে মনে হয় না এলেই ভাল হত। ফিরে আসার পরে মনে হয় আবার কবে যাবো। ভিড় গিজগিজ করছে, একজন বাঙালি আরেকজন বাঙালির কাঁধে উঠে বনগাঁ লোকাল লেভেলের তুমুল ঝগড়া করছে, কেভেন্টার-গ্লেনারিজে ফটো তুলবে বলে বুঝে না বুঝে ভিড় করছে, আর অবশ্য এবং অতি অবশ্যই এলাকার কারো না কারো সঙ্গে দেখা করিয়ে দিচ্ছে।

তার যেমন হল, পাড়ার বিল্টুকাকুদের সঙ্গে। সমরের যখন বারো তেরো বছর বয়স ছিল, সমর পাড়ার কাকুদের তাসের আড্ডায় গিয়ে বসত। বাবা মা দুজনেই চাকরি করত। যার কাছে থাকত, সে আড্ডা দিতে যেত। সমর স্কুল যেত না বেশি। সে ওদের আড্ডা শুনত। কম বয়সেই তাস খেলা শিখে গেছিল সে। কল ব্রিজ খেলত বিল্টুকাকুরা। সেই বিল্টুকাকু তার থেকে অন্তত কুড়ি বছরের বড়। বুড়ো বয়সে বিয়ে করেছে।

অনিকেতের ভয়েই হয়ত বিদিশা বেরোয় নি। সমর বেরিয়েছিল ম্যালে ঘুরবে বলে। সেখানেই দেখা হয়ে গেল। তাকে দেখে বলল, “কী রে, একা একা ঘুরিস কেন? তোর না সেইদিন বিয়া হইল? বউ কই?”

সমর বলল, “হোটেলে। আমি হাঁটতে বেরোলাম”।

বিল্টুকাকু বলল, “আইসক্রিম খাবি?”

সমর বলল, “না না”।

বিল্টুকাকু বলল, “বউমারে নিয়া আইবি। স্নোমুনে উঠসি। দুদিন আছি। ঠিক আছে?”

সমর মাথা নাড়ল। বিল্টুকাকু চলে যেতে সে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। একেই বলে স্বর্গ হইতে পতন। কী ভাল ছিল সামথারে! লোকের মধ্যে ছিল অনিকেত, ভিড়ের মধ্যে ছিল তার বিদিশাকে নিয়ে আকুলতা। আর এ তো শহর। চারদিকে শুধু লোক আর লোক। অনুভূতি, থমকে গিয়ে কিছু চিন্তা করার ক্ষমতা - সব নিয়ে চলে যাবে। তাকে শুধু ভাবতে হবে কী করে একটু আলাদা থাকা যায়। এখন মনে হচ্ছে এখানে দুজনের জন্য দুটো ঘর নিলেই ভাল হত। তাহলে অন্তত একা একা চুপ করে বসে থাকা যেত। বিদিশা যতক্ষণ কথা বলছিল না, ঠিক ছিল। এখন কথা বলছে। তারমানে তাকেও কথা বলতে হবে। ব্যাপারটা তো এরকম না যে সব সময় কথা বলতেই হবে। কথা না বলে থাকতে পারাটাই মাঝে মাঝে ভাল লাগে। কোন বিষয় নিয়ে ভাবতে পারবে, অন্য কোন কিছু এসে চিন্তার মাঝখানে বাধা হয়ে দাঁড়াবে না।

১৩

উদ্দেশ্যহীনভাবে কিছুক্ষণ ম্যালে ঘুরে সে হোটেলের দিকে রওনা দিল। মেঘ আছে। রোদ নেই। যে কোন সময় বৃষ্টি শুরু হবে। ফোন বাজতে শুরু করল। এটা আরেকটা সমস্যা। আগের হোম স্টেতে ফোনের টাওয়ার ছিল না। এখানে ফুল টাওয়ার আছে। ফোন আসাও শুরু হয়ে গেছে।

মা ফোন করছে। তার মনে পড়ল মাকে ফোন করা হয় নি। নিশ্চয়ই রেগে আছে। ধরল সে, “বল”।

“কী রে, তোদের খবর কী? ফোন করিস না কেন? আমাদের চিন্তা হয় না বুঝি?”

সমর বলল, “টাওয়ার ছিল না তো। কী করে ফোন করব?”

“ঠিক আছে। তোরা ঠিক আছিস তো? বউমা কেমন আছে? কথা বললি?”

সমর একটু চুপ করে বলল, “হ্যাঁ, ঠিক আছে”।

“দে তো ওকে। কথা বলি”।

সমর বলল, “ও হোটেলে আছে। আমি বেরিয়েছি একটু”।

মা রেগে গেল, "একা একা বেরিয়েছিস? তোর কি বুদ্ধিশুদ্ধি হবে না আর? বউকে হোটেলে রেখে একা বেরিয়েছিস?"

সমর বলল, "আমি এমনি বেরিয়েছি। ও রেস্ট করছে"।

মা গজ গজ করতে করতে ফোন রেখে দিল। সমর দীর্ঘশ্বাস ফেলল। আরেকটা সমস্যা শুরু হল। এবার মাঝে মাঝেই বাড়ি থেকে ফোন আসবে।

পুরো কথা না বলে ঠারে ঠোরে বোঝানোর চেষ্টা শুরু হবে বিয়ে দিয়েছি। এবার নাতি ডাউনলোডের পালা। তাড়াতাড়ি ডাউনলোড করে ফেলো। দেরি কোর না।

রুমে ফিরে দেখা গেল বিদিশা টিভি দেখছে। তাকে দেখে বলল, "খুব ভিড়?"

সমর বলল, "হ্যাঁ। খুব ভিড়"।

বিদিশা টিভি বন্ধ করে বলল, "তোমাকে একটা কথা বলার আছে"।

সমর বিদিশার দিকে তাকাল।

এবার কি অনিকেতের কথা বলবে?

মেঘ জমেছে জানলার কাঁচে। বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ছে। জানলা খোলা থাকলে ঘরে ঢুকে যাচ্ছে। সব ভিজিয়ে চলে যাচ্ছে।

ছোটবেলার দার্জিলিং এর স্মৃতি এটুকুই ছিল।

বড়বেলায় সে হানিমুনে এসেছে। তার বউ টিভি বন্ধ করে বলছে কিছু বলার আছে।

সমর বিদিশার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে বসল। বলল, "বল। কী বলবে"।

বিদিশা বলল, "আমরা কিন্তু এখনই বাচ্চা নেবো না। জানি তোমার বাড়ি থেকে চাপ আসবে। আমাদের বাড়ি থেকেও একই চাপ আসবে। কিন্তু আমরা বাচ্চা নেবো না। ঠিক আছে?"

সমর অন্য কথা আশা করেছিল। ভেবেছিল, বিদিশা অনিকেতের কথা তুলবে। তুলল না। সে বলল, "তুমি যেমন বলবে। আমার দিক থেকে কোন অসুবিধা নেই"।

বিদিশা বলল, "আমাদের মধ্যে তো কিছু থাকা উচিত বল? আচ্ছা, তোমার কতদিন চাকরি হল?"

সমর বলল, "এগারো বছর"।

বিদিশা বলল, "ফিক্সড ডিপোজিট আছে? তুমি এস আই পি কর? সেভিংসে কত আছে?"

সমর ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। বলল, "দেখতে হবে। অতো মনে রাখি না"।

বিদিশা চোখ কপালে তুলল, "মানে? ভাল ছেলের মত সব মাইনে বাড়িতে দিয়ে দাও নাকি? তাহলে তো সমস্যা? নিজেদের জন্য কিছু তো রাখা দরকার, তাই না"?

কী অদ্ভুত। এতো আবার অফিসেই এসে পড়ল সমর। বিদিশা তার সামনে একটা এক্সেল শিট খুলে দিল যেন। সে বলল, "আছে কিছু। দেখতে হবে"।

বিদিশা বলল, "শোন না, আমার জন্য একটা ডেবিট কার্ড করে দেবে? মানে ধর আমার তো কিছু খরচ থাকে। বার বার তোমার ডেবিট কার্ড ধরে টানাটানি করাটা ভাল দেখাবে না। কী বল?"

সমর বলল, "দেবো"।

বিদিশা বলল, "হিসেব রাখো। হিসেব না রাখলে সমস্যায় পড়ে যাবে। অতো আলাভোলা থাকাও ভাল না। টাকাটা তো দরকার। তোমাদের যা চাকরি, মাইনের বাইরেও তো কিছু আসে, তাই না"?

সমর অবাক হল, "এসব কথা কে বলল তোমাকে?"

বিদিশা বলল, "বাড়িতে আলোচনা হয়েছিল। এসব চাকরিতে নাকি না চাইতেই লোকে হাতে টাকা গুঁজে দেয়"।

সমর বলল, "জানি না কারা পায়। আমি ওসব নিই না"।

বিদিশা সামান্য নিভল। পর মুহূর্তে দ্বিগুণ উৎসাহে শুরু করল, “তারমানে তুমি অনেস্ট। সেটাও ভাল। ঠিকই তো, মাইনে ভাল থাকলে উপরির চিন্তা করার দরকারই বা কী?”

সমর জানলার বাইরে দেখল। বৃষ্টি শুরু হয়েছে।

বিদিশা তার সঙ্গে দূরত্ব রাখছিল, তাদের কথা হচ্ছিল না, সেটাই বরং ভাল ছিল। কী অদ্ভুতভাবে বৈষয়িক ব্যাপারে কথা বলা শুরু করে দিল। যে জিনিসটাকে সে পছন্দই করে না, সে জিনিস নিয়ে কথা বলার কী আছে? মাঝে মাঝে মনে হত চাকরি বাকরি ছেড়ে দেবে। বিয়ে করে সে রাস্তাটাই বন্ধ করে দিল। চাকরি মানে হাজার ঝামেলা। উপরমহলের লোকেরা একটা কাঁধ খোঁজে, যার ঘাড়ে সব দায় ঝেড়ে ফেলা যায়। সে হল সেরকম একটা কাঁধ। না বলতে পারে না। কাজের পর কাজ এসে জোটে। চাকরিতে ঢোকার দু বছরের মধ্যেই প্রেশার ধরা পড়ল। তখন থেকে হাই প্রেশারের ওষুধ খেতে হয়।

চাকরি খুব অদ্ভুত এক জিনিস। বাড়ির কাউকে না কাউকে করতেই হবে। না করলে অন্ন সংস্থান হবে না। আরেকটা মজার জিনিস হল “ডাবল ইঞ্জিন”। অফিসে প্রায়ই শোনা যায় “ডাবল ইঞ্জিন” এর কথা। স্বামী স্ত্রী দুজনেই চাকরি করলে তাদের ডাবল ইঞ্জিন বলে। তার কলিগ বোস বলে যাদের যত বেশি টাকা, তারা তত বেশি শুকোয়। কিছুতেই টাকা থাকে না তাদের। সমর কোন কালেই এসব নিয়ে ভাবে নি। বিদিশার কথা শুনে তার আরেকটা ব্যাপার মাথায় এল। বোসদা নিজেই বলে, “ভাই রে, ডাবল ইঞ্জিন করে কোন লাভ হয় নি। বউয়ের টাকা আমার না, এদিকে আমার টাকা বউয়ের”।

বিদিশা চাকরি করে না। বিয়ের পর কি তার টাকায় অধিকার ফলাতে চাইছে? কী জ্বালা! আবার এসব নিয়ে অশান্তি হবে নাকি?

বিদিশা তার কাছে ঘেঁষে এল। তার ঘাড়ে চুমু খেয়ে বলল, “আমাকে আদর কর”।

সমরের এবারে আগের মত উত্থান হল না। বরং প্রবল সুড়সুড়ি পেল।

সন্ধ্যে নেমেছে।

সমর ব্যালকনিতে বসে ছিল। বিদিশা শুয়ে আছে। অফিস টাইমে চুপ করে ব্যালকনিতে বসে থাকার বিলাসিতাটাকেই বোধ হয় ছুটি বলে। ছুটিটার দরকার ছিল। অফিস করে করে জীবনটাই যেন অন্যরকম হয়ে গেছে। কাজ পাগল লোকেদেরও তো ছুটি চাই। কাজের প্রয়োজনেই ছুটি চাই। সেটাই উপরতলার লোকেরা বুঝতে চায় না। বিয়ে বলেই লম্বা ছুটি দিল। নইলে তাও দিত না।

সমর ঘরের ভেতর ঢুকল। বিদিশার পাশে শুল। ঘুমন্ত অবস্থতেই বিদিশা তাকে জড়িয়ে ধরল। সমর বলল, “আমি একটু বেরোচ্ছি। তুমি বেরোবে?”

বিদিশা বলল, “না”।

সমর উঠে পড়ল। অদ্ভুত একটা সমস্যা হচ্ছে তার মধ্যে। বাইরে থাকলে মনে হচ্ছে কখন হোটেলে ফিরবে। হোটেলে থাকলে ঠিক উলটোটা মনে হচ্ছে। অবচেতনে কি সে বিদিশাকে সহ্য করতে পারছে না আর?

রিসেপশনে একদল চেক ইন করছে, আরেকদল বেরোচ্ছে। বাইরে বেরোতেই শীতল বাতাস ঝাপটা মারল।

পেছন পাকার সময়ে বলিউডি সিনেমা দেখার সময় সে ঠিক করেছিল হানিমুনে সুইজারল্যান্ডে যাবে। গিজগিজে ভিড় আর রাস্তায় হোটেলের বাসী ভাত পড়ে থাকা দার্জিলিঙে এসেছে। জীবন হয়ত এরকমই। আবার হয়ত নয়ও। সে চাইলে যেতেই পারতো সুইজারল্যান্ডে। গেল না কেন? বিয়ের ব্যাপারটাই প্ল্যানের বাইরে হয়েছে বলে। বিদিশা বিয়ের আগে ঠিক করে কথাও বলে নি। তখন প্ল্যান হতে পারত। কিচ্ছু হয় নি।

অফিস টাইমের শেয়ালদা স্টেশনের উচ্চতা বাড়িয়ে যেন পাহাড়ে নিয়ে আসা হয়েছে। ভিড়ের কোন সীমা পরিসীমা নেই।

কেভেন্টারের সামনে নোংরা লাইন পড়েছে। সমর অবাক চোখে লাইন দেখতে গিয়ে অনিকেতের সামনে পড়ে গেল।

এক মুখ অভিমান নিয়ে অনিকেত বলল, "আপনি এটা করতে পারলেন?"

অনিকেতের মুখে রাগ, কষ্ট, দুঃখ সব একসঙ্গে জোট সরকার করে বসে আছে। রেগে আছে, নাকি রেগে নেই? অদ্ভুত একটা চিত্র। ম্যালে একটা ছেলে ছবি আঁকছিল সকালে। সে ছেলেটা অনিকেতকে দেখলে হয়তো বিনামূল্যেই ছবি এঁকে দিতো। এই অদ্ভুত এক্সপ্রেশন কোন আর্টিস্ট ছেড়ে দিতে পারে না।

ছেলেটা যেন ভেঙে পড়েছে একদিনেই। চোখ মুখ বসে গেছে। রাতে ঘুমোয়নি দেখেই বোঝা যাচ্ছে।

সে বলল, "আমি দেখতে চেয়েছিলাম বিদিশা আপনাকে দেখলে কী করে। "

অনিকেত তীব্র ঘৃণা, রাগ, হতাশা মিশ্রিত চোখে তার দিকে তাকিয়ে বলল, "এতো বড় চাকরি করেন। আপনি নিজে জানেন আপনি পাগল?"

সমর বলল, "আর আপনি? প্রেমিকা ছেড়ে দিয়েছে, তার বিয়ে হয়ে গেছে, তার পিছন পিছন ঘুরে বেড়াচ্ছেন, আপনি কী তবে?"

অনিকেত ম্লান হয়ে গেল। বড় বড় চোখ করে তার দিকে তাকিয়ে বলল, "হু। আমি নিজেই জানি না আমি কী"।

সমর বলল, "কিছু খেয়েছেন? না পেটে কিছু পড়ে নি?"

অনিকেত বলল, "আরে সে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে এখানের ঠিকানা পেলাম মশাই। আপনার হোটেলের মালিক তো বলবে না। আমি পরশুর ড্রাইভারকে কাজে লাগালাম। সেই বের করল আপনারা কোথায় এসেছেন। পাঁচশো খসে গেল। আর কী জ্যাম। মানুষে আসে এখানে?"

সমর বলল, "চলুন, কিছু খাওয়া যাক"।

অনিকেত বলল, "আমি আপনার থেকে খাবো কেন?"

সমর বলল, "আমার খিদে পেয়েছে। আপনি আমার সঙ্গে খাবেন। কোন সমস্যা নেই। আসুন"।

কেভেন্টারস থেকে একটু এগোতে কলকাতার এক বাঙালি ভাতের হোটেল। দোতলায় উঠে লুচি মাংস নেওয়া হল।

খাবার দিতে অনিকেত ক্ষুধার্তের মত খেতে শুরু করল।

সমর বলল, "ভাত পাওয়া যায় না এখন। নইলে ভাত খেলে ভাল হত আপনার"।

অনিকেত গোগ্রাসে খেতে খেতে বলল, "আমি খাবার কথা ভুলেই গেছিলাম"।

সমর ধীরে ধীরে খেল। লুচি ভালোবাসে সে। এখানে এলে তিব্বতি বা ইউরোপিয়ান ব্রেড ইত্যাদি খায় সবাই।

লুচির কাছে সবাই হেরে যায়। পাহাড়ে এত তেল খাওয়া উচিত নয় হয়ত, কিন্তু লুচি পেলে কি আর ওসব মনে থাকে?

খেয়ে দেয়ে বিল মিটিয়ে সমর বলল, "চলুন, ম্যালে গিয়ে আইসক্রিম খাবো"।

অনিকেত এবার সন্দিগ্ধ গলায় বলল, "আপনি আবার আমাকে ফাঁসিয়ে দেবেন না তো? আপনাকে ঠিক ভরসা লাগে না আমার"।

সমর হাসল, "না না চলুন। আমি দুপুরে এসেছিলাম ম্যালে। একা একা পোষাচ্ছিল না। ভালোই হয়েছে আপনি এসেছেন। গল্প করা যাবে"।

অনিকেত ভিড় ঠেলে হাঁটতে হাঁটতে বলল, "আপনি একটা অদ্ভুত পাগল। এরকম পাগল রাঁচিতে রাখবে না। আরো হাই ভ্যালু কোন জায়গায় রাখবে"।

সমর বলল, "হয়ত আপনাকে আর আমাকে একই সেলে রাখবে"।

অনিকেত বলল, "এখনও হোটেল ঠিক করলাম না। কে জানে রাতে কোথায় থাকবো। কুত্তার মত ভাড়া শালা এক একটা হোটেলে"।

সমর বলল, "ভাড়ার চিন্তা করবেন না। ও আমি দিয়ে দেবো আপনাকে"।

অনিকেত রেগে গেল, "আমি আপনার থেকে নেবো কেন?"

সমর বলল, "জানি না। আমার আছে, আমি দেবো, আপনার নেই, আপনি নেবেন। সিম্পল। আপনার নেই বলেই তো বিদিশা আপনাকে ছেড়ে আমাকে বিয়ে করেছে। আবার আমার যদি কোনদিন কিছু না থাকে, হয়তো আমারও থাকবে না, ডিভোর্স করে দেবে। আবার নাও করতে পারে। কে কখন কী করে, সেটা আগে থেকে বোঝা সম্ভব না"।

ম্যালে এক সেন্টিমিটারও জায়গা ফাঁকা নেই। একটা দামী চায়ের দোকান একবারে ফাঁকা। দু চারটে টেবিল ভর্তি কেবল।

সমর সেটায় ঢুকল। অনিকেত চায়ের দাম দেখে ভিরমি খেল। "বাপরে, এক টি পট চা দেড় হাজার টাকা? এতো টাকা চিবিয়ে খাওয়া?"

সমর বলল, "ফার্স্ট ফ্লাশ চা। খেয়ে দেখুন। ভাল লাগবে"।

অনিকেত বলল, "বিদিশা কেন বেরোল না আপনার সঙ্গে? এসব দামী জিনিস খেতে পারতো?"

সমর বলল, "আপনার ভয়ে। এখন তো দেখা যাচ্ছে ভয়টা ঠিকই আছে। আপনি চলে এসেছেন"।

অনিকেত বিহ্বল চোখে সমরের দিকে তাকাল। বলল, "আমি বুঝতে পারছি আমি যেটা করছি, সেটা কোন সুস্থ লোকে করে না। কিন্তু আমি কিছুতেই বিদিশার ঘোর থেকে বেরোতে পারছি না"।

সমর বলল, "আমার উল্টোটা মনে হয়"।

অনিকেত বলল, "কী মনে হয়?"

সমর বলল, "আমার মনে হয় আপনি বেঁচে গেছেন। আপনার সঙ্গে থাকলে উনি আপনার লাইফ শেষ করে দিতেন"।

অনিকেত বলল, "এখন করে নি? এখন কী মনে হচ্ছে? ওর ফোনটাও আমার দেওয়া জানেন? ঘরে নেই নুন, ছেলে আমার মিঠুন। আমার সেই অবস্থা হয়েছিল। এক মাসের লাভের টাকায় ওকে ওই দামী ফোনটা কিনে দিয়েছিলাম। সেটা ঠিক আছে, ভালবেসেছি, দিয়েছি। কিন্তু বিন্দুমাত্র সহমর্মিতা তো থাকে মানুষের বলুন? নাকি তাও আশা করতে নেই?"

সমর চায়ের অর্ডার দিয়েছিল। চা এল। চায়ে চুমুক দিয়ে বলল, "নাহ, এ চা সত্যিই ভাল"।

অনিকেত অসহিষ্ণু গলায় বলল, "আগে আপনি আমার কথার উত্তর দিন"।

সমর বলল, "আপনি আজকাল সহমর্মিতা আশা করছেন, এটা শুনেই আমি বুঝতে পারছি না কী বলব"।

অনিকেত বিরক্ত মুখে চায়ে চুমুক দিয়ে বলল, "সোনা মেশানো আছে এতে? এত দাম?"

সমর বলল, "এবার কী প্ল্যান আছে আপনার?"

অনিকেত বলল, "জানি না। মাথা ফাথা কাজ করছে না। হাতে যা টাকা ছিল, কিছু না ভেবে সে সব নিয়ে চলে এসেছিলাম। সে সব শেষ হয়ে গেছে। জেনারেল কামরায় মেঝেতে বসে এসেছি, ফিরবো কী করে তাও জানি না। আপনি একটা কেস খাওয়ালেন, আমার তখনই চলে যাওয়া উচিত ছিল। তাও গেলাম না। এখানে কী মরতে এলাম, আপনার সঙ্গে বসে পনেরো হাজার টাকা কেজির চা খাচ্ছি কেন, তাও জানি না"।

সমর দামী কুকিজ অর্ডার করল। অনিকেত বলল, "ওই একটা বিস্কুটের দাম তিনশো টাকা? আপনার কি টাকা কামড়াচ্ছে?"

সমর বলল, "আমারও আপনার মতই অবস্থা। আমাকেও এই বেঁচে থাকাটাই কামড়াচ্ছে"।

অনিকেত বলল, "আপনি আমার থেকেও বড় পাগল"।

সমর বলল, "আপনার সম্পর্ক সেক্স অবধি গড়িয়েছিল?"

অনিকেত চায়ের কাপ রেখে তার দিকে তাকিয়ে বলল, "ও। এই জন্যই আপনি খাওয়াচ্ছেন? হোটেলের টাকা দেবেন বলছেন? এটা জানার জন্য?"

সমর বলল, "নাহ। এটা কোন কারণ না। আমি রাতে যেটা আপনার সঙ্গে করেছি, সেটা ঠিক করি নি। তার অপরাধবোধ থেকেই হয়ত এখন খাওয়াচ্ছি"।

অনিকেত বলল, "ও। তা ভাল। ঠিকই করেছিলেন। আমিই গাধা। আমার তো আজকে কলকাতা চলে যাওয়া উচিত ছিল। কীভাবে দেখেও অস্বীকার করল। আমি বলেই আবার এখানে এলাম"।

সমর বলল, "সেক্স সম্পর্কে যেটা বলছিলাম..."

অনিকেত বলল, "সব জেনে যাবেন? কী লাভ? বউয়ের সম্পর্কে কিছু তো রহস্য থাকুক"।

সমর শ্বাস ছাড়ল, "এই কথাটাও ভুল না"।

সন্ধ্যেবেলা দার্জিলিঙে হোটেল খুঁজতে যে এত সমস্যা হতে পারে, ভাবতেই পারে নি সমর। এক একটা হোটেল গলা কাটা দাম হাঁকছে। একটা সময় বিরক্ত হয়ে সমর বলল, "ধুস, বাজেট হোটেল দেখতে হবে না। যা নিচ্ছে নিক। এখন যা পাচ্ছি থাকুন। যেদিন ফিরে যেতে ইচ্ছে হবে, চলে যাবেন। আপনি আমার একটা কার্ডও রাখুন। খরচা করলে করবেন"।

অনিকেত তার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে বলল, "আপনি এরকম করছেন কেন?"

সমর বলল, "আমি জানি না কেন করছি। তবে আপনার কাছে টাকা নেই এই মুহূর্তে। খালি হাতে এই ডাকাতের জায়গায় থাকতে পারবেন না। পরে না হয় আমাকে শোধ করে দেবেন? না করলেও অসুবিধে নেই"।

অনিকেত বলল, "আমি পারবো না। এটা হবে না। আপনার মাথায় ছিট আছে। আপনি সেটা বুঝুন আগে"।

সমর বলল, "আপনি কি রাস্তায় শোবেন? সেটা তো হয় না। এই শীতে রাস্তায় শোয়াটা সম্ভব না। আর আমি যা বুঝছি, কম বাজেটে কোথাও কোন হোটেল নেই। সবাই মনের সুখে দাম বাড়িয়ে রেখেছে। আপনি এক কাজ করতে পারেন। আজকের রাতটা এই হোটেলে থাকুন। কাল সকালে না হয় অন্য কোথাও ব্যবস্থা করবেন"।

অনিকেত অসহায় চোখে সমরের দিকে তাকিয়ে বলল, "বিদিশা ঠিক করেছে জানেন তো। আমার মত ভিখিরিকে বিয়ে না করে ঠিক করেছে। এই যদি আমার সঙ্গে আসতো, টাকা শেষ হয়ে যেতো। বাজেটের ঠিক থাকতো না। ঝোঁকের মাথায় নিয়ে আসতাম, তারপর কী করতাম? ওকে নিয়ে এরকম সন্ধ্যে বেলা হোটেল খুঁজতে বেরোতাম। সবাই চড়া দাম হাঁকত। মাঝরাস্তায় টাকা পয়সাহীন হয়ে দাঁড়িয়ে রইতাম। কিচ্ছু করার ছিল না। অসহায় হয়ে এর ওর দিকে তাকিয়ে থাকতাম। ওর বুদ্ধি আছে। ঠিক সময়ে আমাকে ছেড়ে দিয়েছে। আমার এখন ওর উপরে সম্মান হচ্ছে। ঠিক সময়ে ঠিক মানুষটাকে সবাই ছাড়তে পারে না। ও পেরেছে। ঠিক করেছে। আমিই শালা বোকা। বিরাট বোকা। কেমন নিজের আউকাদটা দেখতে পাচ্ছি বলুন তো?"

সমর বলল, "কোন আউকাদের কিচ্ছু নেই। আমরা এমন একটা সমাজ ব্যবস্থায় থাকি, কেউ আর কারো জন্য ভাবে না। ভাবে না বলেই হোটেলওয়ালারাও মনের সুখে দাম বাড়াচ্ছে, মানুষও দিয়ে যাচ্ছে। কোথাও

কেউ কিচ্ছু বলবে না। চারপাশের মানুষ পালটে যাচ্ছে। তাদের সঙ্গে বিদিশাও পাল্টেছে। আপনি ঠিকই আছেন। আপনার জায়গায় আমি থাকলেও হয়ত এমনটাই করতাম। অতো ভাবছেন কেন? আপনি থাকুন। পরে দেখা যাবে"।

অনিকেত বলল, "এটা কী করে সম্ভব? আমি বরং একটা কাজ করি, কোন শেয়ারের গাড়ি এন জে পি নামছে নাকি দেখি, আমি চলে যাই। ওখান থেকে আবার জেনারেল কামরায় করে ফিরে যাই। আমি বুঝে গেছি আমার পজিশনটা বুঝলেন? এর থেকে আর কিছু ভাল হবার নেই। আর থাকার দরকার নেই। আমি বরং চলে যাই"।

সমর রাস্তার মানুষদের দেখল। কেউ রিল বানাচ্ছে। কেউ সেলফি তুলছে। কেউ ঝগড়া করছে। কারো হাতে শপিং এর একগাদা ব্যাগ। সবার ভিতরেই কি অনিকেতের মতই বিষণ্ণতা জড়িয়ে আছে? টাকা কী ভীষণ অদ্ভুত এক বস্তু!

শুধু একটা কাগজের বস্তু মানুষের মধ্যে সব কিছু ভাগ করে দিয়ে যাচ্ছে। অনায়াসে।

সে বলল, "আপনি যখন বুঝেছেন বিদিশার সঙ্গে আপনার আর কিছু নেই, তাহলে তো মিটেই গেল। আপনি আজ থেকে অন্য মানুষ হয়ে যান। দার্জিলিং ঘুরুন, একাই ঘুরুন না হয়। যেখানে ইচ্ছে হবে ঘুরুন। পরে কলকাতায় ফিরে আমাকে মিটিয়ে দেবেন। আপনি এটাই করুন। আপনার কোন অসুবিধা হবে না"।

অনিকেত সমরের দিকে তাকিয়ে বলল, "ভুলে যাবো বলছেন? মন্দ হয় না। আমার তো মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে চলে গেছে ঠিকই হয়েছে। ও বাঁচল, আমিও বাঁচলাম"।

সমর বলল, "একদমই তাই। বেঁচে থাকাটাই এখন লাক্সারি। অতো ভেবে খুব একটা সুবিধা করতে পারবেন না। আপনি চেক ইন করে যান। যে বিষয় যত জটিলভাবে ভাববেন, তাতে তত বেশি সমস্যা হবে। আমার অ্যাকাউন্ট নাম্বার আপনাকে দেওয়া থাকবে, আপনি যখন যেমন পারবেন, মিটিয়ে দেবেন। এখন ভাল থাকুন"।

অনিকেত বলল, "পরে আবার কোন ঝামেলা করবেন না তো হোমস্টের মত? আপনার তো মাথায় ছিট আছে। আপনাকে বিশ্বাস হয় না"।

সমর হেসে ফেলল।

১৪

অনিকেতকে চেক ইন করিয়ে হোটেলে ঢুকিয়ে সমর আবার ম্যালে এল। রাত আটটা পনেরো বেজেছে। ম্যালের ভিড় কমতে শুরু করেছে। শীতের জায়গায় এইটুকুই যা স্বস্তি। রাতে পাবলিক হোটেলে যাবে। গিয়ে সেখানে আরেক ধরণের নাটকীয় উৎপাত শুরু করবে। কন্ডাক্টেড ট্যুর কোম্পানির ম্যানেজার গালাগাল খাবে মাংসের পিস সমানভাবে দেওয়া হয় নি বলে, হোটেল মালিক ঝাড় খাবে বিছানার চাদর পাল্টে দেয় নি বলে।

এত এত লোক। এখানে পরিচিত কারো সঙ্গে দেখা না হওয়াটাই তো অদ্ভুত। শহর, গ্রামের সবাই চলে এসেছে।

তার সঙ্গেও দেখা হয়ে গেল অহনার। সেই কবে অহনার সঙ্গে সে কলেজে পড়েছিল। দুদিন কফি হাউজে জঘন্য কফি খেয়ে কিছুক্ষণ আড্ডা মেরেছিল এবং হুট করে অহনাকে প্রপোজ করে দিয়েছিল। অহনার উত্তর কী হতে পারে ভেবে সমর মাথা খারাপ করে ফেলেছিল। এবং তারপর থেকে অহনার সঙ্গে আর কথাই বলে নি। যতবার অহনা কথা বলতে এসেছিল, সমর পালিয়ে বেড়াতো। অহনার উত্তরটা শোনার সাহস আর তার হয় নি।

সমর অবশ্য কিছু করে নি, অহনাই তাকে ডাকল, "এই সমর। কী খবর?"

সমর চমকে অহনার দিকে তাকাল। অহনার সিঁথিতে সিঁদুর জ্বলজ্বল করছে। সে অপ্রস্তুত হল। অহনাকে দেখলে তার পালিয়ে যাওয়া উচিত। আগের প্রবৃত্তি সেটাই বলছে। কিন্তু এখন যেহেতু তাকে অহনাই ডেকেছে, পালিয়ে যাওয়া সম্ভব না। সে দাঁড়িয়ে রইল। কোন মতে বলল, "ভাল আছি। তোর কী খবর?"

অহনা বলল, "এই তো, চলছে। বরনিয়ে ঘুরছি। ও ওদিকটা আছে। আমি তোকে দেখেই এলাম। কতদিন পর দেখা। সেই পালাই পালাই ভাব কি এখনও আছে? বিয়ে থা করেছিস?"

সমর কী বলবে বুঝতে না পেরে বলল, "না। এখনও বিয়ে করি নি"।

এই কথাটা সে কিছু বুঝে বলেছে তা নয়, তার মস্তিষ্কে এখনও বিদিশার বউ হিসেবে এন্ট্রি হয় নি, তাৎক্ষনিক প্রশ্নে, বিশেষ করে অহনার প্রশ্নে আগের উত্তরটাই বেরিয়ে গেছে।

অহনা তার উত্তর শুনে বলল, "তুই কি এখনও মেয়ে দেখলে পালিয়ে যাস? মানে জানিস তো, এখনও তোর কথা মনে পড়লে একবার রাগ হয়, মনে হয় তোর গলাটা টিপে দিলেই ভাল হত, পরে আবার হাসিও পায়। একই রকম আছিস বুঝি?"

সমর লজ্জিত হয়ে বলল, "ওই আর কী"।

অহনা বলল, "একা একা ঘুরতে বেরিয়ে গেছিস?"

সমর মাথা চুলকে বলল, "হ্যাঁ। ওই একা একাই ঘুরছি"।

অহনা বলল, "আমরা আজকে এলাম। কাল আমাদের সঙ্গে চল। সাইট সিইংটা আমাদের সঙ্গে করবি। যাবি?"

সমর বলল, "না মানে কাল তো আমরা চলে যাবো"।

অহনা ভ্রূ কুঁচকাল, "আমরা বলতে? কার সঙ্গে এসেছিস তুই?"

সমর সামলে নিল, "ওই আমাদের পাড়ার একটা কন্ডাক্টেড ট্যুর পার্টির সঙ্গে এসেছি। বাস ছেড়েছিল, চলে এসেছই। কাল ওরা চলে যাবে। আমিও আর থাকবো না। পরে দেখা হবে"।

অহনা বলল, "কী দেখা হবে বল তো? সব সময় পালিয়ে যাস কেন? আচ্ছা, বাবা মা কেমন আছেন তোর?"

সমর বলল, "ভাল"।

অহনা বলল, "বিয়ে করবি? মেয়ে দেখবো?"

সমর সভয়ে বলল, "না না। ওসব কেন?"

অহনা তার দিকে একদৃষ্টিতে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থেকে বলল, "তুই যেভাবে প্রপোজ করেছিলি, সেটা ঠিক আছে, বুঝেছিলাম। কিন্তু একবারও তোর মনে হল না আমি হ্যাঁ বললাম, না না বললাম? ইচ্ছে হয় নি?"

সমর বলল, "ধুস, ওসব কথা এখন কেন? তোর বিয়ে হয়ে গেছে, এসব বলিস না"।

অহনা বলল, "আমি জানতে চাই শুধু। এর বেশি কিছু না। আমার উত্তর হ্যাঁ ছিল, জানিস তো?"

সমর বলল, "আমি যাই বরং। ওরা ওয়েট করছে"। অহনা হেসে ফেলল, "চিন্তা করিস না। তোকে ঘাবড়াবার জন্য এটা বললাম। দাঁড়া, আমার বরের সঙ্গে পরিচয় করে যা"।

সমর ছটফট করে উঠল, "না না। তোর সংসার, তুই সেটা মন দিয়ে কর। আমাকে এসবে জড়াস না"।

অহনা বলল, "আমি শুনেছিলাম, তুই খুব ভাল চাকরি করছিস। ভাল চাকরিতে তো অনেক রকম কাউন্সেলিং করায়। তোকে ওরা পারসোনালিটি ডেভেলপমেন্টের উপর কোন কোর্স করায় না? কিংবা মেয়েদের সঙ্গে কীভাবে কথা বলতে হয়, কীভাবে সব মেয়েকেই নিজের প্রেমিকা হিসেবে কল্পনা করতে নেই, এসব শেখায় নি কোনদিন?"

সমর চারদিকে তাকালো। লোক দ্রুত কমছে। ম্যাল ফাঁকা হচ্ছে। অহনার বর তাকে পেলে কি মারধোর করতে পারে? কী সর্বনাশ!

কী বলতে হবে ভেবে পেলো না সে। অহনা তো তাকে সহজে ছাড়বে বলে মনে হচ্ছে না। সে বলল, "তোর কি ছেলে না মেয়ে?"

অহনা বলল, "কথা ঘোরাচ্ছিস?"

সমর বলল, "আমার বউ অপেক্ষা করে আছে। আমি যাই"।

এক মুহূর্ত না দাঁড়িয়ে সমর হাঁটতে শুরু করল।

অহনা প্রথমে বিস্মিত হল। পরে ম্যালের মধ্যেই চিৎকার করল, "তুই যে বললি বিয়ে করিস নি?"

সমর আর পিছনে ফিরলো না।

বিদিশা ঘুমিয়ে পড়েছিল। কলিং বেল শুনে ঘুম চোখে দরজা খুলল।

সমরকে দেখে বলল, "দেরী হল একটু। ঠাণ্ডায় কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, খেয়াল নেই"।

সমর রুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে খাটে বসল। বিদিশা বলল, "খুব ঘুরলে?"

সমর বলল, "ম্যালেই বসে ছিলাম। কোন কাজ না থাকলে যা হয় আর কী"।

বিদিশা তার পাশে বসে বলল, "অনেক লোক হয়েছে। ব্যালকনি থেকে দেখছিলাম। মনে হচ্ছিল, পুজোর ঠাকুর দেখতে বেরিয়েছে সবাই। আমরা কতদিন এখানে থাকবো?"

সমর বলল, "কাল চলে যাবো। ভাল লাগছে না"।

বিদিশা বলল, "কোথায় যাবো?"

সমর বলল, "জানি না। দেখি। অনেক গ্রাম আছে, হোম স্টে আছে। কোন একটাতে ঢুকে যাবো। এই ভিড়ে আর থাকবো না"।

বিদিশা বলল, "ঠিক আছে। আমারও তাই মনে হয়"।

সমর বলল, "ডিনারে কী খাবে? রুটি চিকেন?"

বিদিশা বলল, "যা খুশি। তুমি ছিলে না, আমি কফি আর পকোড়া আনিয়ে খেয়েছি। আমি একটু পরে ডিনার করব"।

সমর বিদিশার একটা হাত নিয়ে নিজের হাতে রাখল। বলল, "তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি?"

বিদিশা বলল, "আবার বয়ফ্রেন্ড আছে নাকি জিজ্ঞেস করবে?"

সমর বিদিশার দিকে তাকালো। বিদিশাকে কনফিউজড মনে হচ্ছে। সমর ঠিক কী প্রশ্ন করবে, সেটাই ভেবে যাচ্ছে হয়ত। সে বলল, "থাকতেই পারে। আজকাল সবারই একজন না একজন প্রেমিক প্রেমিকা থাকে। এটা বড় কথা না"।

বিদিশা মাথা নিচু করল কয়েক সেকেন্ড। তারপর বলল, "ছিল একজন"।

সমর বলল, "সে কি তোমাদের পাড়াতেই থাকতো?"

বিদিশা বলল, "না। কলেজে। তার নাম নিলয়। কয়েক বছর প্রেম ছিল। তারপর কেটে গেছিল"।

সমর চমকালো এবার। বিদিশা অনিকেতের নাম নিল না? কেন? নাম নিতে চাইছে না কেন? স্বাভাবিক মুখে বলল, "কলেজ প্রেম? সে তো হয়ই কতজনের"।

বিদিশা বলল, "হ্যাঁ। ওই। ক্যাজুয়াল ব্যাপার ছিল। দু চারবার সিনেমা দেখতে গেছি। বাইক ছিল ওর। বাইকে ঘুরতাম। একবার বাবা দেখে ফেলেছিল আমাদের। বাড়ি ঢুকতেই ভীষণ বকা ঝকা করল। তারপর আর সাহস পাই নি। খুশি? হয়েছে তোমার?"

সমর বলল, "ঠিক আছে। তোমার কোন প্রশ্ন আছে?"

বিদিশা বলল, "না। তা ছাড়া তোমার প্রেমিকা থাকলেই বা কী হবে? আমাদের বিয়ে হয়ে গেছে। পাস্ট ঘেঁটে কোন লাভ নেই। পাস্ট ঘাঁটতে যাওয়া মানেই ঝামেলা"।

সমর বলল, "ঠিকই"।

বিদিশা সমরের কাঁধে মাথা রাখল, "তুমি এসব নিয়ে বুঝি খুব ভাবো? ভাবলে কী হবে? আমি এখন তোমার। তোমার কি মনে হচ্ছে আমি তোমাকে ঠকিয়েছি?"

সমর বলল, "না না। সেসব কিছু না। আমার ওরকম কিছুই মনে হচ্ছে না। তুমি ভুল বুঝো না"।

বিদিশা বলল, "তুমি অনেকবার জিজ্ঞেস করেছো। আমার মনে হল বলে ফেলাই ভাল। পরে হলেও বলে দিতাম। আমি পেট পাতলা টাইপের মানুষ। আমার পেটে কথা থাকে না। নিলয় ছেলেটা খারাপ ছিল না, তবে চাইল্ডিশ টাইপ ছিল। আমাকে কত গল্প বলতো। এখানে ঘুরতে নিয়ে যাবে, সেখানে ঘুরতে নিয়ে যাবে। আমার বাবার কথা শুনেই ওর মুখটা শুকিয়ে আমসি হয়ে গেছিল। সে কী ভয়। এত ভয় পেতে আমি কাউকে দেখি নি"।

সমর বলল, "বিয়ের আগে তুমি আমার সঙ্গে কথা বলতে চাইতে না কেন?"

বিদিশা বলল, "লজ্জা লাগত। কী কথা বলব বল তো? তাছাড়া আমার বড় কাকীমা বলেই দিয়েছিল, বিয়ের আগে বেশি কথা বললে কী থেকে কী বলে দেবো, যদি বিয়েটা ভেঙে যায়? আমরা তো মধ্যবিত্ত মানুষ বল, একবার বিয়ে ভেঙে যাওয়া মানে কত ঝামেলা বল তো? আমার বাবার কথাও তো ভাবতে হবে, তাই না?"

সমর মাথা নাড়ল, "ঠিকই। আমিও অবশ্য অতো বুঝি নি। আমার ভাল লাগত তোমাকে ফোন করতে"। বিদিশা সমরকে জড়িয়ে ধরে সমরের ঠোঁটে চুমু খেল। সমরের সোয়েটার খুলে দিল। সমর আত্মসমর্পণ করল। অনেকক্ষণ দুজন দুজনকে আদর করল। আদর শেষ হলে বিদিশা সমরের বুকে মাথা রেখে বলল, "আমি ভেবেছিলাম নিলয়ের কথা শুনলে তুমি রিয়াক্ট করবে। সেটা করলে না বলে থ্যাঙ্ক ইউ। তুমি খুব ম্যাচিওর"।

সমর বিদিশার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। নরম সিল্কের মত চুল। হাত বোলাতে ভাল লাগছে।

হঠাৎ তার মনে অনিকেতের মুখটা ভেসে উঠল। বিদিশা অনিকেতের কথাটাই বলল না? এত সিরিয়াস সম্পর্ক ছিল যে নামটাই মুখে আনল না?

রাত সাড়ে এগারোটা।

বিদিশা ঘুমোচ্ছে।

গোটা দার্জিলিংই ঘুমোচ্ছে হয়ত। সমরের এরকম প্রায়ই হয়। কোন কোন রাতে ঘুম আসে না। সে বিছানা থেকে উঠে ব্যালকনিতে গিয়ে বসল। ভীষণ ঠাণ্ডা পড়েছে। সারাদিনের ব্যস্ত শৈলশহর বিশ্রাম নিচ্ছে। দূর থেকে কোন বাঙালি ফ্যামিলির তুমুল ঝগড়ার শব্দ ভেসে আসছে। সমর কান পাতল।

স্বামী মদ খেয়ে এসেছে। বউ সেটা নিয়ে চিৎকার করছে। সে কী গলা! মাইক ছাড়াই এতদূরে বসেও শোনা যাচ্ছে।

দার্জিলিঙে থাকা যাবে না। অহনা আছে। আবার দেখা হয়ে গেলে প্রশ্নপত্র খুলে বসবে। অহনা আঁচড়ায় নি, কামড়ায় নি। তবু সমরের কেমন একটা ভয় লাগে ওকে। মনে হয় যে কোন সময় তাকে ছিন্ন ভিন্ন করে দিতে পারে। প্রশ্ন করার সময়টা তার পা দুটো যেন কেউ শিকল দিয়ে রাস্তায় জোর করে আটকে রেখে দিয়েছিল। শেষ মুহূর্তে ভাগ্যিস পালিয়ে আসতে পেরেছিল! এটুকুরই দরকার ছিল তার। পালিয়ে যাওয়া। ওখানে থাকলে অহনা তাকে ছাড়তো না। হতে পারে সমর প্রোপোজ করেছিল বলে অহনা খুশি হয়েছিল। হ্যাঁ বলতে চেয়েছিল। তার পরিবর্তে সমর একবারও ফিরে কিছু জিজ্ঞেস করল না। পালাতে শুরু করল। হয়তো এর অর্থ দাঁড়িয়েছিল সে প্রোপোজ করে নিজের সিদ্ধান্তটা নিয়ে ভুল বুঝতে পেরেছিল। সে চায় নি

অহনা হ্যাঁ বলুক। ওই পরিস্থিতিটা অহনার জন্য যথেষ্ট অপমানজনক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। প্রত্যাখ্যান এক রকম হয়, আমন্ত্রিত প্রত্যাখ্যানের মত অপমানজনক আর কিছু হতে পারে না।

অথচ সে বয়সটাই এমন ছিল। কাউকে ভাল লাগলে আর অন্য কিছু মাথায় ঢুকত না। সর্বক্ষণ মনে হত কী করে তাকে মনের কথা বলবে। বয়স পেরোলে মানুষ হিসেব করতে শেখে। এই পরিবর্তিত বয়সটাই খারাপ। প্রথম দিকের আবেগে সত্যতা থাকে। পরের দিকের আবেগে অংক মেশে।

সমর অবশ্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে অঙ্ক কেন, কোন কিছুই বোঝে নি। বিদিশাকে বিয়ের আগে না দেখেছে বিদিশার ভূগোল, না দেখেছে ইতিহাস। বিয়ের কথা হচ্ছিল, রাজি হয়ে গেছে। কী করবে? বাড়ি থেকে এমন জোর দিচ্ছিল, রাজি না হয়ে কিছু করারও ছিল না।

রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কখন যে চোখ বুজে এসেছিল, খেয়াল করে নি সে। শীতবস্ত্র এমন কিছু পরা ছিল না। হালকা একটা চাদর গায়ে ছিল। বসে বসেই শীতে জমে গেল সে। শেষ রাতে ঘুম ভেঙে বুঝল সে ব্যালকনিতেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। গলা কেমন টন টন করছে, প্রবল শীত লাগছে। তড়িঘড়ি ঘরে ঢুকে ইলেট্রিক কেটলে গরম জল বসিয়ে চা বানালো। শেষ রাতে গলায় চা ঢেলেও বুঝল লাভ হবে না। জ্বর এসে যাবে।

কম্বলের ভেতর সেধোল সে।

শীত আর ক্লান্তিতে ঘুম এল। সকাল ন'টা নাগাদ যখন ঘুম ভাঙল, বুঝল জ্বর চলে এসেছে। তার এমনিতেই ঠাণ্ডা লাগার ধাঁচ। ব্যালকনিতে রাতে বসে থাকার শীত তার কম ইমিউন শরীরের নেওয়ার কথা নয়। নিতেও পারে নি। হাঁচি শুরু হল পর পর। বিদিশা উঠে পড়েছিল। বলল, "কী হল? শরীর খারাপ লাগছে? দেখি"!

বিদিশা এগিয়ে এসে সমরের কপাল ছুঁল। বলল, "জ্বর এসেছে। তাহলে আর কোথাও যেতে হবে না আজ। বিশ্রাম কর"।

সমরের অস্বস্তি হচ্ছিল। জ্বর হলে তার এই অস্বস্তিটা হয়। বিদিশা বলল, "তুমি কি প্যারাসিটামল এনেছিলে? ব্যাগে আছে?"

সমর বলল, "না। নেই"।

বিদিশা বলল, "যা বাধিয়েছো, এ ওষুধ ছাড়া যাবে বলে মনে হচ্ছে না। আমি দেখছি কোন খাবার পাওয়া যায় নাকি এখন। তারপর একটা প্যারাসিটামল খাও।"

সমর কোনমতে বলল, "আচ্ছা"।

কিছুক্ষণের মধ্যে বিদিশা ব্রেকফাস্টের ব্যবস্থা করে গেল। ওষুধ নিয়েও চলে এল। বলল, "এখানে ঠাণ্ডা লাগলে যে ওষুধ খায়, সে ওষুধ নিয়ে এলাম। পাউরুটি খেয়ে ওষুধটা খেয়ে নাও"।

ঘোলাটে চোখে সমর বিদিশার দিকে তাকাচ্ছিল। এরই মানে তবে "বউ"?

আচ্ছন্ন অবস্থায় শুয়ে থাকলে মাথা ঠিক করে কাজ করে না। বাইরে কোথাও একটা বক্স বাজানো হচ্ছে। গানটা ঠিক ঠাক শুনতে পাওয়া যাচ্ছে না, তবে গানের সঙ্গে হওয়া ধুপ ধাপ আওয়াজটা হোটেলের রুমের ভেতর আসছে। মাথার মধ্যে জোরে শব্দ হচ্ছে।

বিদিশা সমরের কপালে হাত দিয়ে বলল, "দুদিনের আগে এ জ্বর নামবে না মনে হয়। ভাল জ্বর এসেছে। ওদের বললাম স্টু করে দিতে"।

সমর বলল, "অতো চিন্তা করার কিছু নেই। অ্যান্টিবায়োটিক পড়েছে তো, ঠিক হয়ে যাবে"।

বিদিশা বলল, "হালকা ভাবে নিও না। বিশ্রাম কর। কাল সুস্থ হয়ে বেরিও"।

দিনেও ঘরের ভেতর শীত আছে। হাত, পা, কপাল থেকে উষ্ণতা ছড়িয়ে পড়ছে কম্বলের ভেতরে। মাথা ব্যথাও আছে। সমর জানলার বাইরে দেখার চেষ্টা করল। শুয়ে কিছু দেখতে পারল না। গানের শব্দ ছাড়াও

বিভিন্ন রকমের শব্দ আসছে। ঘিঞ্জি জায়গা।

অনিকেতের কথা মনে পড়ল তার। অনিকেত হয়ত তার অপেক্ষা করবে। না দেখলে অবাক হবে। খুঁজবে কি? কে জানে। অহনাদের আজ বেরোনোর কথা ছিল। হোটেলের রুমে থাকার স্বস্তি একটাই। ওর সঙ্গে দেখা হবে না। সেটাও বাঁচোয়া।

বিদিশা বলল, "গরম জল করে দেবো? গারগল করবে?"

সমর বলল, "পরে করব। এখন ভাল লাগছে না। তুমি চাইলে ঘুরে আসতে পারো ম্যাল থেকে। আমার মানিব্যাগে টাকা আছে। নিয়ে যাও"।

বিদিশা বলল, "নাহ। আমার কোথাও যেতে ইচ্ছে করছে না। ওরকম ভিড়ের মধ্যে কী আর ঘুরবো?"

সমর বলল, "তুমি যা খাবে অর্ডার করে দিও"।

বিদিশা বলল, "আমি তোমার থেকে স্টু নিয়ে নেবো। আলাদা করে আর কিছু অর্ডার করার দরকার নেই"।

সমর বলল, "তোমার স্টু ভাল লাগবে?"

বিদিশা বলল, "হ্যাঁ। খারাপ লাগবে না। ভেবো না"।

সমর চোখ বুজল। কিছুক্ষণ চোখ বুজতেই ঘুম চলে গেল।

অনিকেত এই রুমে এসেছে। সমর ঘুমোচ্ছে, অনিকেত বিদিশাকে জড়িয়ে ধরেছে। বিদিশাও অনিকেতকে জড়িয়ে ধরেছে। চুমু খাচ্ছে। দুজন দুজনকে আদরে আদরে পাগল করে দিচ্ছে।

ঘুম কেটে গেল। কপালে ঘাম জমছে। কী বিচ্ছিরি স্বপ্ন!

সমর দেখল বিদিশা ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। অনিকেতের সঙ্গে বিদিশার শরীর মিশেছিল? সে অনিকেতকে সে হোটেলে থাকার টাকা দিয়ে এল?

কেন দিল?

সমরের অস্বস্তি হচ্ছিল। অনিকেতের উপর রাগ হচ্ছে। বিদিশার ওপরেও হচ্ছে। মাথার ভিতরে রাগ পুঞ্জীভূত হচ্ছে।

জ্বর বাড়ছে। মাথার ভেতর চিন্তা ভাবনারা তালগোল পাকাতে শুরু করেছে। বিদিশা কেন অনিকেতের কথা লুকিয়ে তাকে বিয়ে করেছে? যদি তখন লুকিয়েছে, তাও ঠিক আছে, পরে বলে নি কেন?

সে গলা তুলল, "একবার শুনবে?"

বিদিশা এল।

সমর বলল, "তুমি প্রেম করতে, সম্পর্ক ছিল, আমাকে বল নি কেন?" তার গলা ব্যথা করছে বুঝতে পারছিল সমর। মাথাও ধরেছে। কেমন একটা অস্বস্তি হচ্ছে শরীরে। মাথা কাজ করছে না। কিন্তু কথাগুলো না বললে তো হয় না। বলতেই হবে।

বিদিশা অবাক গলায় তার দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমাকে তো বললাম কাল"।

সমর বলল, "শুয়েছো ছেলেটার সঙ্গে?"

বিদিশা দাঁড়িয়ে আছে। উত্তর দিচ্ছে না। সমর খাটে সোজা হয়ে বসে বলল, "হোমস্টের ভেতর যে ছেলেটা এসেছিল, সেটার সঙ্গে কী কী করেছো বিয়ের আগে?"

বিদিশা বলল, "কী বলছো এসব তুমি?"

সমর বলল,"সামথার থেকে ছেলেটা সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে। অনিকেত নাম। এখানেও এসেছে। কটেজেও গেছিলো। তুমি বললে চেনো না"।

বিদিশা বলল,"চিনি না। সত্যিই চিনি না। অকারণ মিথ্যে কথা বলবো কেন?"

সমর বলল,"তুমি সত্যি বলছো না"।

বিদিশা কয়েক সেকেন্ড সমরের দিকে তাকিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

১৫

কতক্ষণ শুয়ে ছিল, সে জানে না, কলিং বেলের শব্দ জ্ঞান ফিরল। উঠে কোন মতে দরজা খুলে দেখল হোটেলের বয় খাবার নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। সে চারদিকে দেখল। বিদিশা নেই। বয়কে বলল, "ম্যাডাম কোথায়?"

বয় জানালো সে জানে না।

সমর খাবার রেখে যেতে বলল।

বয় খাবার রেখে চলে গেল। সমর বাথরুমে দেখল। বাথরুম ফাঁকা। ব্যালকনিতেও কেউ নেই।

সে খাটে এসে শুয়ে পড়ল।

জ্বরটা এসেছে যেন হড়কা বানের মত। শরীর কাঁপিয়ে। অনেকক্ষণ সে আধো ঘুম, আধো জাগরণে প্রায় অজ্ঞানের মত শুয়ে রইল।

ঘুমিয়েই পড়েছিল। ঘুম ভাঙল ফোনের শব্দে। এক আধবার নয়, বার বার ফোনের রিং বাজছে। সমর বিরক্ত মুখে ফোন ধরল, "হ্যালো"।

"কীরে? তুই কোথায় ছিলিস? কতবার ফোন করছি তোকে?"

মার গলা। সমর বলল, "শুয়ে আছি"।

"শুয়ে আছিস মানে? এই সময় ঘুমোচ্ছিস? বউমা কোথায়?"

সমর উঠে বসল। ঘরের চারদিকে তাকিয়ে দেখল বিদিশা কোথাও নেই। সে বলল, "আছে কোথাও একটা। জানি না"।

মা বলল, "এ কেমন কথা? দেখ কোথায় আছে। কী যে করিস"।

সমর ফোন রেখে খাট থেকে নামল। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। চটি পরে রুম থেকে বেরিয়ে দেখল রিসেপসনের সোফায় বিদিশা থমথমে মুখে বসে আছে। তাকে দেখে অন্যদিকে মুখ ফেরালো। রিসেপশনিস্ট ছেলেটা কৌতূহলী চোখে তাকালো তার দিকে। বিদিশা কতক্ষণ এখানে বসে আছে?

সমর বলল, "রুমে চলো"।

বিদিশা তার দিকে তাকিয়ে উঠে দাঁড়াল।

সমর রুমে ঢুকল। পিছন পিছন বিদিশা। সমর বলল, "খাবার দিয়ে গেছে কখন। খেয়ে নাও"।

বিদিশা বলল, "আমার খিদে নেই"।

জ্বর হলে সমরের চোখ লাল হয়ে যায়। সে খাটে বসে বলল, "রাগ কোর না। ছেলেটার সঙ্গে বার বার দেখা হচ্ছে দেখে আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করে ফেলেছি। আমার অন্য কোন ইন্টেনশন ছিল না"।

বিদিশা বলল, "আমার কাছে যে টাকা পয়সা আছে, তাতে কলকাতা অবধি ফিরতে পারবো নাকি জানা নেই। আমাকে কিছু টাকা ধার দিন, আমি ফিরে গিয়ে আপনাকে পাঠিয়ে দেবো। আপনার সঙ্গে আর আমার পক্ষে থাকা সম্ভব না"।

সমর বিদিশার দিকে তাকাল। এতক্ষণ বসে বিদিশা কি এই সিদ্ধান্ত নিল? চলে যাবে?

সে বলল, "তুমি একা ফিরতে পারবে না। অনেক ঝামেলা আছে। আমি একটা কাজ করছি। এই হোটেলে বলে দিচ্ছি। ম্যালের কাছে একটা হোটেলে তোমার এক পরিচিত আছে। তার সঙ্গে ফিরে যাও। আমি টাকা দিয়ে দেবো"।

বিদিশা বলল, "কে পরিচিত?"

সমর বলল, "অনিকেত"।

বিদিশা বলল, "কে অনিকেত?"

সমর অবাক হয়ে বলল, “মানে? কে অনিকেত মানে কী আবার? তোমার প্রেমিক। আমাকে বিয়ে করার আগে যার সঙ্গে প্রেম করেছো। যাকে নিয়ে চিৎকার করলাম”।

বিদিশা বলল, “আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না তোমার কোন কথা। অনিকেত না কে, এর সঙ্গে আমার কোন কালে কোন রিলেশন ছিল না”।

কাশি এল হঠাৎ করে। কাশতে শুরু করল অনিকেত। বিদিশা বলল, “ওষুধটা খেয়ে নাও”।

সমর বলল, “কোন ওষুধ? আমি তো কিছুই জানি না”।

বিদিশা এগিয়ে এসে তাকে ওষুধ দিল। সমর ওষুধ খেয়ে আবার কাশতে শুরু করল। কাশতে কাশতেই বলল, “তুমি অনিকেতকে চেনো না”?

বিদিশা বলল, “বলছি তো চিনি না। কে অনিকেত”?

সমর বলল, “সামথারে যে কটেজে চলে এসেছিল”!

বিদিশা বলল, “সেটা তো পাগল! চিনবো কী করে? কে না কে এসে দরজা ধাক্কালো, বলল আমি নাকি তার জন্যই ওয়েট করছি”!

সমর হাসার চেষ্টা করল, “তুমি আমাকে পাগল বানানোর চেষ্টা করছো আসলে। ঠিক আছে, আমায় বল, তোমার ফোনটা তোমায় কে কিনে দিয়েছে?”

বিদিশা বলল, “আমি কিনেছি। আমার টিউশন পড়ানোর টাকা দিয়ে কিনেছি। কেন?”

সমর বিদিশার দিকে তাকালো।বিদিশা মিথ্যে কথা বলছে বলে মনে হচ্ছে না। সে বলল, “অনিকেত বলে কারো সঙ্গে তোমার কোন রকম সম্পর্ক ছিল না? বিয়ের আগে ব্রেক আপ কর নি তুমি ওর সঙ্গে? ওর থেকে মোবাইল নাও নি?”

বিদিশা দিশেহারা হয়ে বলল, “আরে না বলছি তো”।

সমর বলল, “তাহলে লোলেগাওতে ওকে দেখে বললে কেন হোমস্টেতে ফিরবো?”

বিদিশা বলল, “কাউকে দেখে কেন বলতে যাবো? আমার শরীর খারাপ লাগছিল বলে ফিরতে চেয়েছিলাম”।

সমর বলল, “ও যে আমাদের ফলো করছে! বলছে তোমাদের অনেক দিনের সম্পর্ক!”

বিদিশা বলল, “তুমি কি গালাগাল দিয়েছো বলে এসব উলটো পাল্টা কথা বানিয়ে বলছো?”

সমরের প্রবল বেগে বমি পেল। সে বাথরুমে ছুটল।

বাথরুম থেকে এসে বলল, “হোটেল ব্লু মাউন্টেন। রুম নাম্বার ওয়ান টু সেভেন। খোঁজ নাও। অনিকেত আছে। ওর সঙ্গে কথা বল”।

বিদিশা বলল, “তুমি রেস্ট কর। আমি রিসেপশনে ফোন করছি”।

বিদিশা রিসেপশনে ফোন করল। ব্লু মাউন্টেনে যোগাযোগ করে জানা গেল ওয়ান টু সেভেনের বোর্ডার চেক আউট করে গেছে।

১৬

জ্বরের ঘোর বাড়ছে।

বিদিশা খাটে বসে নি আর। সোফায় বসে আছে।

জ্বর এলেই সমরের ছোট বেলার কথা মনে পড়ে যায়। এক বছর শীতে পাড়ার মাঠে সার্কাস এল। সে কী উত্তেজনা তাদের। পারলে বিছানা বালিশ নিয়ে তারা মাঠেই থেকে যায়। বোঁটকা গন্ধ আসছে কোত্থেকে? বাঘের গন্ধ এটা? আর হাতিটা নিয়ে এলাকা ঘুরতে বেরোয় সার্কাসের মাহুত। সে হাতি এর ওর বাড়ি থেকে পাতা খেয়ে রাস্তায় পায়খানা করে এলাকা ঘুরে বেড়ায়।

বিদিশা নিঃশব্দে কাঁদছিল। সমর বিদিশার দিকে তাকিয়ে বলল, "সার্কাস দেখেছো কোনদিন?"

বিদিশা মাথা নাড়ল।

সমর বলল, "ঠিক করেছিলাম কোনদিন বিয়ে করব না। করার পরেই বিয়েটা কেমন সার্কাস হয়ে গেল। কাকে বিশ্বাস করবো আমি? তোমাকে, না অনিকেতকে?"

বিদিশা বলল, "তুমি সুস্থ থাকলে আমি আজকেই চলে যেতাম। বিশ্বাস অবিশ্বাসের ব্যাপার পরে যাচাই করে দেখতে। একটা কে না কে এসে তোমাকে আমার নামে যা ইচ্ছে বলবে, আর তুমি সেটা বিশ্বাস করে নেবে, সেটা আমার জন্যও ঠিক না। সারাজীবন আমি এরকম একজন অবিশ্বাসীর সঙ্গে থাকবো কী করে?"

সমর বলল, "এই কথাটা আমিও বলতে পারি। পারি না? সারাজীবন আমি কী করে এমন একজনের সঙ্গে থাকবো যে আমাকে সত্যিটা বলছে না"?

বিদিশা আর্তনাদ করে উঠল, "কী সত্যি? ওই অনিকেত না কার কথা বলছো, লোকটাকে আমি চিনিই না। চিনলে কেন বলবো না তোমাকে? না বলার কী আছে?"

সমর বলল, "ভয় পাচ্ছো। যদি আমি তোমাকে এখানে ফেলে রেখে চলে যাই, বিয়ের সঙ্গে সঙ্গেই ডিভোর্স হয়ে যায়, তার ভয় পাচ্ছো"।

সমরের কাশি এল। প্রবল কাশতে কাশতে সে জল খেল। জলটা হিমশীতল। গলায় আরো ব্যথা বাড়বে।

বিদিশা বসে রইল। সমরকে সাহায্য করতে এল না। বলল, "ডিভোর্সের ভয়ে আমি বলি নি? ডিভোর্সটা এমনিতেই হবে। তোমার সঙ্গে আমি থাকবো না। আগে জানলে এরকম একজন সাইকোর সঙ্গে বিয়ের কথাও ভাবতাম না। আমার বাবার কত ক্ষতি হয়ে গেল। কতগুলো টাকা। লোকটা সবে রিটায়ার করেছে। বিয়ের জন্য কত কত টাকা খরচা করল। এতগুলো টাকার গয়না কিনেছে। সব গেল! খাটটাও সেগুন কাঠের। ছি ছি। আগে জানলে কিছুতেই এই বিয়েটা করতাম না। তুমি তো আমার সঙ্গে শুয়েও নিলে। তোমার আর কী?"

বিদিশা বলে যাচ্ছিল। সমর বলল, "অনিকেত বলেছে তোমাদের খুব ইন্টিমেট সম্পর্ক ছিল। সেক্স হয়েছে নাকি সেটা বলে নি অবশ্য। আমি নিশ্চিত হয়েছে"।

বিদিশা দু হাতে মুখ ঢেকে বলল, "ভগবান! আমি এটা কাকে বিয়ে করলাম? তোমাকে দেখে তো একবারও মনে হয় নি তুমি এরকম? তুমি কবে থেকে এসব ভাবতে শুরু করলে?"

বাইরে কোথাও একটা ডিজে চলতে শুরু করেছে। প্রবল শব্দ হচ্ছে। মাথা ধরা বাড়ছে। সমর বলল, "আমার মনে হয়েছে তুমি মিথ্যে বলেছো। সত্যিটা বলে দাও। তুমি অনিকেতকে চিনতে না?"

বিদিশা বলল, "কী করে চিনবো? এক কথা বার বার বলে যাচ্ছো! কেমন একটা অসহ্য লাগছে আমার। আমার নিজেরই অসুস্থ লাগছে এবার"।

সমর সিলিং দেখল। এখানে ফ্যান লাগে না। সিলিং ফ্যান নেই। তবে ফলস সিলিং লাগিয়েছে। সব হোটেলেই কি ফলস সিলিং লাগানো হয়? মাথার পেছনটা কেমন ব্যথা করছে তার। সে যা বলছে, কোন কিছুই ভেবে বলছে না। বিদিশা কাঁদছে, অস্থির হয়ে পায়চারি শুরু করেছে রুমের ভেতর। ওকে দেখে মনে হচ্ছে ওকে যেন কোন জেলখানায় নিয়ে এসে আটকে রাখা হয়েছে।

বিদিশা বলল, "ওই অনিকেত না কার কথা বলছো, ও ইচ্ছে করে মিথ্যে কথা বলছে। আমার বাবার কোন শত্রু হতে পারে। তোমার শত্রু হতে পারে যে ইচ্ছে করে আমাকে বেকায়দায় ফেলতে চাইছে। তোমাকে বিষিয়ে দিতে চাইছে। এইগুলো নিয়ে তুমি ভেবেছো?"

সমর বিদিশার দিকে তাকিয়ে রইল। জ্বরটা কি আরো বাড়বে?

সে বলল, "আমি তোমাকে আর অনিকেতকে মুখোমুখি দেখতে চেয়েছিলাম"।

বিদিশা বলল, “তার জন্য লোকটাকে আমার ঘরে পাঠিয়ে দিলে হোম স্টে তে? যদি ওর অন্য কোন মতলব থাকতো? আমার কিছু হলে তার দায় তুমি নিতে?”

বিদিশা প্রবল আক্রমণ শুরু করল। সমর এবার অসহায় হয়ে বলল, “আমার কাছে ওর নাম্বার নেই। নিয়ে থাকলেও হারিয়েছি। লোকটাকে আমার চাই। যে করেই হোক”।

বিদিশা বলল, “তুমি বিয়ে করার যোগ্যই নও। তুমি একটা এক্সেন্ট্রিক। চূড়ান্ত মাত্রার পাগল। ওই লোকটার মতোই পাগল তুই”।

সমর কাশতে শুরু করল।

“বিদিশা”।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছে খেয়াল করে নি সে। চোখ খুলে দেখল বাইরে থেকে আসা গান বন্ধ হয়েছে। লোকজনের সাড়াশব্দ কমেছে।

এর মানে কী দাঁড়াল? রাত হয়েছে? রাত হলেই তো শব্দ কমে আসে। বিদিশাকে আরেকবার ডাকল সে। বিদিশা সোফায় শুয়েছিল।

তার ডাকে উঠে বসল।

সমর বলল, “কাল কলকাতায় ফিরে যাবো। এই অবস্থাতেই যাবো”।

বিদিশা ঘুম লাগা গলায় মাথা নাড়ল, “ঠিক আছে”।

সমর বলল, “আমার জ্বর আছে নাকি দেখবে?”

বিদিশা উঠে এসে তার কপালে হাত দিয়ে বলল, “আছে”।

সমর বলল, “জ্ঞান একটু একটু ফিরেছে মনে হয়। এতক্ষণ তো অজ্ঞান ছিলাম। কী কী বলেছি তোমায়?”

বিদিশা অবাক হয়ে সমরের দিকে তাকালো।

সমর বলল, “কী হল? এরকম করে দেখছো কেন? কী কী বলেছি? আজেবাজে কিছু বলেছি?”

বিদিশা বলল, “তুমি সত্যিই জানো না তুমি কী বলেছো সকাল থেকে?”

সমর বলল, “ না। আমি জানি না। আমি অসুস্থ হলে আজেবাজে বলি বরাবরই। অনেক পুরনো অভ্যাস এটা আমার। কী বলেছি? বল না?”

বিদিশা স্থির চোখে কয়েক সেকেন্ড সমরের দিকে তাকিয়ে বলল, “কাল ফিরে যাবো। এখন ঘুমিয়ে পড়”।

সমর বলল, “ক’টা বাজে?”

বিদিশা বলল, “রাত দেড়টা”।

সমর শুয়ে পড়ল। বিদিশা কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করে বলল, “কী সমস্যা হয় তোমার? সত্যি সমস্যা হয় না বানিয়ে বলছো?”

সমর বিদিশার দিকে ফিরে বলল, “জ্বরের ঘোরে আমি বাজে বাজে কথা বলি। অনেক বার হয়েছে এরকম”। বিদিশা বলল, “তুমি নিজেও জানো না তুমি কী কী করেছো। আমাকে যা নয় তাই বলে গালাগাল করেছো। কোন একটা লোকের নাম ধরে আমাকে গালাগালি করেছো, আমাকে নোংরা কাল্পনিক সম্পর্কে জড়িয়েছো তার সঙ্গে”।

বলতে বলতে বিদিশা কেঁদে ফেলল। ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করল।

সমর লজ্জিত গলায় বলল, “বিশ্বাস কর, আমার চিরকাল এরকম হয়। জ্বরের ঘোরে আমি একবারে অজ্ঞান হয়ে যাই”।

বিদিশা বলল, “আর যখন অন্য কারো থেকে আমার সম্পর্কে আজেবাজে কিছু শোন, তখন সেগুলো বিশ্বাস করে মনে গেঁথে রেখে দাও?”

সমর থমকে গেল। আরো লজ্জিত গলায় বলল, "লোকটার কথা বলার ধরণ এমন ছিল, আমি অবিশ্বাস করতে পারি নি। খুব খারাপ করেছি। ঠিক করি নি"।

বিদিশা বলল, "একটা প্যারাসিটামল খেয়ে নাও। জ্বরটা ধীরে ধীরে সারার দিকে যাচ্ছে হয়তো"।

সমর বলল, "দেবে?"

বিদিশা উঠে সে সমরকে প্যারাসিটামল খাইয়ে দিল।

সমর গুটিশুটি মেরে শুয়ে পড়ল।

বিদিশা খানিকটা দূরে চুপ করে বসে রইল। দুর্বিষহ একটা দিন গেল। সমরকে সে সত্যি চিনতে পারছিল না।

এরকমও হয় মানুষের?

রাত তিনটের দিকে ঘুম এল বিদিশার।

সোফাতেই ঘুমিয়ে পড়েছিল সে। ঘুমের ঘোরেই একটা সময় সে বুঝল কেমন একটা অস্বস্তি হচ্ছে। চোখ খুলে দেখল সমর খাটে বসে তার দিকে বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে আছে।

সে ধড়মড় করে উঠে বসল। ঘড়ি দেখাচ্ছে ভোর পাঁচটা বাজে।

বিদিশা বলল, "কী দেখছো?"

সমর বলল, "তোমাকে পড়ার চেষ্টা করছিলাম"।

বিদিশা বলল, "তুমি তো রাতে বললে তুমি একটা ঘোরের মধ্যে থেকে পাগলামি করছিলে। এখন কী হল আবার?"

সমর বলল, "কে মিথ্যে বলছে বলতো? তুমি না অনিকেত"?

বিদিশা বলল, "তুমি এক কাজ কর না, ওই অনিকেতকে জোগাড় করে নিয়ে এসো। তারপর নিজেই দেখো, কে মিথ্যে বলছে"!

সমর বলল,"আমার কপালে হাত দাও। দেখো তো জ্বর আছে নাকি!"

বিদিশা বলল,"পারবো না। নিজে দেখো। আমি বাড়ি যাবো। আমার যখনই মনে হচ্ছে তুমি লোকটাকে আমার ঘরে পাঠিয়ে দিয়েছিলে, আমার মাথা গরম হয়ে যাচ্ছে"।

সমর বলল,"আমি দূর থেকে দেখছিলাম। ক্ষতি করতে দিতাম না"।

বিদিশা বলল,"ক্ষতি করা কাকে বলে বোঝো? লোকটা দরজা বন্ধ করে দিলেও ক্ষতি হত। মানসিক ক্ষতি। সারাজীবন ওই ক্ষতি বুকে বয়ে বেড়াতে হত। একটা লোককে আমি চিনি না, জানি না, তাকে জড়িয়ে আমাকে সন্দেহ করে যাচ্ছো তুমি"!

সমর বলল,"ছেলেটা তোমাকে ভালোবাসে"।

বিদিশা বলল, "তো? আমি কি ভালোবাসি? আমি কি ওকে বিয়ে করেছি?"

সমর ইতস্তত করে বলল, "ছেলেটা বলল ও গরীব বলে তুমি ওকে বিয়ে কর নি"।

বিদিশা বলল, "সেটা সত্যি হলেও তুমি জিজ্ঞেস করলে অবশ্যই বলতাম। অকারণ চেপে রাখবো কেন?"

সমর মাথা নিচু করল। মাথায় চিন্তাভাবনাগুলো কেমন জড়িয়ে যাচ্ছে। জ্বরের ঘোরে বিদিশাকে আজেবাজে কথা বলে দিয়েছে সে? বিদিশার দিকটাও তার দেখা উচিত ছিল। দুপক্ষের কথা না শুনে শুধু মাত্র এক পক্ষ কী বলল, তার উপর ভিত্তি করে প্রতিক্রিয়া দেয় বোকারা। সে আদতে বোকা। ভুল কাজ করে ফেলেছে। করাটা উচিত হয় নি একবারেই।

মাথা তুলে বলল,"আই অ্যাম সরি"।

বিদিশা বলল, "হতে পারে, কিন্তু আমি থাকবো না। আমার বাড়ি ফেরার ব্যবস্থা করতে হবে"।

সমর বিদিশার হাত ধরল,“প্লিজ বোঝো। একটা সমস্যা হয়ে গেছে। আমি সামথারে কটেজ থেকে বেরোলে ছেলেটা আমার কাছে এসে বলে ও তোমার পিছু নিয়ে এতদূর চলে এসেছে। আমি বুঝি নি”।

বিদিশা সমরের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলল,“তোমার তাহলে তখনই আমাকে জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল। হতে পারে ছেলেটা আমাদের কোন ক্ষতি করতে চায়। হতে পারে আমার দীর্ঘদিনের ষ্টকার। যদিও আমি জানি না আমাকে ষ্টক করার কী আছে, কিন্তু এটুকু তো জানো, সাইকো থাকে। যারা কিছুতেই কাউকে ভাল থাকতে দেবে না। ক্রমাগত পিছু নিয়ে যাবে। হতে পারতো তো? পারতো না?”

সমর বলল,“পারতো। খুব বড় একটা ভুল করে ফেলেছি। আমি কোনদিন কোন সম্পর্কে ছিলাম না। তুমিই আমার প্রথম সম্পর্ক। হতে পারে ছেলেটার কথা শুনে বেশি রিয়্যাক্ট করে ফেলেছি। তুমি যেতে চাইলে যেতে পারো, কিন্তু এরকম একটা মিথ্যের জন্য আমাদের সম্পর্কটা খারাপ হয়ে গেলে সেটা কি ভাল হবে? তুমি একটা চান্স দাও আমায়। এরকম ভুল আর কোন দিন করবো না। আমি কথা দিচ্ছি”।

বিদিশা কয়েক সেকেন্ড চুপ করে বসে থেকে বলল,“ঠিক আছে। লাস্ট চান্স। ভবিষ্যতে আমি এই বিষয়ে কোন কথা বলতে চাই না”।

সমর বলল, “তুমি হঠাৎ করে আমার টাকা পয়সার ব্যাপারে জানতে চাইলে। হয়তো সেটা মনের মধ্যে রিয়্যাক্ট করে গেছিলো”।

বিদিশা বলল, “এত সহজে এসব রিয়্যাকশন হয়? আমি তো চাকরি করি না। পরীক্ষা দেবো হয়তো। এখন মনে হচ্ছে চাকরি করা অবশ্যই দরকার। আমার মাথার মধ্যে এসব ঘোরে কারণ আমার পিসেমশাই মারা যাবার পরে পিসি একবারে পথে বসে গেছে। পিসেমশাইয়ের যাবতীয় ব্যাঙ্কের তথ্য পিসে ছাড়া আর কেউ জানতো না। আমার অবচেতনে এগুলো ঢুকে গেছে”।

সমর বলল, “আমি কারো সঙ্গে কোনদিন এসব আলোচনা করি নি। দোষটা আমারই। আমি একজন অপরিচিতের কথায় বেশি বিশ্বাস করেছি। তাকে দার্জিলিঙের হোটেল বুক করার টাকা দিয়েছি”।

বিদিশা অবাক চোখে সমরের দিকে তাকালো, “মানে?”

সমর বলল,“ওর টাকা শেষ হয়ে গেছিল। আমি ওকে হোটেলে চেক ইন করে দিয়ে এসেছিলাম”।

বিদিশা বলল,“তুমি কি পাগল?”

সমর হতাশ মুখে বলল, “অনিকেতও তাই বলছিল”।

১৭

বিদিশাকে হাতে পায়ে ধরে আটকানো গেলো। জ্বরটাও কমে এসেছে। দুপুরের দিকে দুজনে ম্যালে বেরোল। বিদিশা মাঝে মাঝেই হাসছে আর বলছে,“আমি কোনদিন তোমার মত পাগল দেখি নি, বিশ্বাস কর”।

সমর বলল,“আমি ডিপার্টমেন্টে জানাবো। এই অনিকেতের ঠিকুজি কুষ্ঠী বের করতে আমার বেশিক্ষণ লাগবে না। তারপর ওর সাইকোগিরি বের করবো, তুমি দেখে নিও”।

বিদিশা বলল, “কর। করলে যদি তোমার শান্তি লাগে, তাহলে কর”।

আকাশে মেঘ নেই। ঝকঝকে রোদ। নীল আকাশ এক চমৎকার পরিবেশ তৈরি করেছে। বিদিশাকে সোয়েটার কিনে দিতে চাইলো সমর। বিদিশা নিল না। বলল ব্যাগ বড় করে লাভ নেই। অনেকগুলো দোকান ঘোরা গেলো। বিদিশা অনেকগুলো ছোটখাটো স্মারক কিনল। ছাতা কিনল।

অক্সফোর্ড স্টোরের সমর সামনে অহনার মুখোমুখি হয়ে গেলো আবার। বিদিশার হাত ধরে সমর,“ওই দিকটা চল দেখি”, বলে হন হন করে অন্যদিকে হাঁটতে শুরু করল। বিদিশা অবাক হয়ে বলল,“কী হল”?

সমর বলল, “কিছু না”।

বিদিশা পিছন ফিরে দেখছিল সমর কেন তাকে হঠাৎ টানতে শুরু করল। সে চেঁচিয়ে উঠল,"ওই তো, ওই লোকটাই তো, দেখো তো"।

অহনাকে দেখামাত্র সমরের হৃদস্পন্দন বেড়ে গেছিল। বিদিশার কথায় উত্তেজিত হয়ে বলল,"কোন লোক? কোথায়"?

বিদিশা বলল,"ওই তো"।

সমর পিছন ফিরতে দেখতে পেলো অহনার সঙ্গে অনিকেত কথা বলছে। সে ছুটে গিয়ে অনিকেতের কলার চেপে ধরল,"এই জানোয়ার, কে তুই? অহনার সঙ্গে কী করছিস?"

ম্যালের সবাই তাদের দিকে তাকাচ্ছে।

অহনা সমরের হাত শক্ত করে ধরে বলল,"ছাড় ওকে। ও আমার বর"।

সমর বিস্ফারিত চোখে অহনার দিকে তাকালো,"মানে?"

অনিকেত মিটিমিটি হাসছিল।

বিদিশা হতভম্ব মুখে দাঁড়িয়ে ছিল। সমর বলল, "আমি কিছু বুঝতে পারছি না"।

অহনা বলল,"বুঝছিস না? আমাকে প্রপোজ করে পালিয়ে গেছিলি যখন, তখন বুঝেছিলি আমার মধ্যে দিয়ে কী স্ট্রেস গেছিলো? কতদিন ধরে আমি ঘুমোতে পারি নি। চমকে উঠতাম। অনেক কষ্টে সে সময় থেকে রিকভার করেছি। তোর বিয়ের খবরটা আগেই পেয়েছিলাম। ঠিক করেছিলাম তোকে এতো শান্তিতে বিয়ে করতে দেবো না। ছোটখাটো কিছু সেটিং, বাকিটা তো বুঝতেই পারছিস। আমাকে দেওয়া মানসিক অশান্তি ইজিকালটু আমার তোকে দেওয়া মানসিক অশান্তি। শোধ বোধ"।

সমর জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছিল। বলল, "তা বলে এভাবে?"

অহনা বলল,"ডোজটা সামান্য বেশি হয়ে গেছে বল? তা তোকে তো ভালোই বাসতাম। ভালবাসার মানুষকে এসব জ্বালাতন করাই যায়"। অহনা বিদিশার দিকে তাকিয়ে বলল,"জানো তো কী করেছিল?"

সমর রাগতে গিয়ে হেসে ফেলল,"এসব কী! মানে সিরিয়াসলি?"

অনিকেত মিটিমিটি চোখে সমরের দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বলল, "আজ কিন্তু ওই দামী চা-টা আমি আপনাদের খাওয়াবো। খাবেন তো?"

সমর আর কী বলবে? এর পরে কি আর রাগ করে থাকা যায়? দুটো পরিবার মিলে চায়ের দোকানের উদ্দেশ্যে রওনা হল।

১৮

ম্যালে গিজগিজে ভিড় হয়ে গেছে। লোকজন ভর্তি। ঠাণ্ডা হাওয়াটুকু বাদ দিয়ে চারদিকে পুজোর সময় গড়িয়াহাটের মত অবস্থা হয়ে গেছে। মস্ত বড় স্ক্রিনে কোন একটা সিনেমার গান চলছে। সমরের অস্বস্তি হচ্ছিল। এই সেই অহনা? রাতে ঘুমোতে পারতো না সে। ভাবতো কী করে অহনার সঙ্গে কথা বলার ছুঁতো পাওয়া যায়। সেই স্বপ্নের মেয়েটা তাদের দাম্পত্য কলহের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বিদিশা তো চলেই যাচ্ছিল। খামোখা মেয়েটাকে এত কষ্ট দিয়েছে সে। নিজের ওপরেই রাগ হচ্ছিল। নিজেই ঠিক করল বিদিশাকে আর কোনদিন কষ্ট দেবে না সে।

দোকানে বসার পরে অনিকেত অর্ডার দিল। অহনা বিদিশার দিকে তাকালো, "কথা বলছে ও? নাকি কথা বলে না ভালো করে?"

বিদিশা হাসার চেষ্টা করল,"বলছে"।

অহনা বলল, "আমি তো একসময় ভেবেছিলাম বিয়েই করবো না। অনিকেত হঠাৎ করে জীবনে না চলে এলে করা হতও না বোধ হয়। থ্যাঙ্কস টু সমর। এত বড় অফিসার, এত ভাল ভাল কাজ করছে যে লোকটা,

সে এরকম কেন হবে?”

অনিকেত বলল,“সমরের অ্যারেঞ্জড ম্যারেজ। এই বিয়েতে অবিশ্বাস হওয়াটা স্বাভাবিক। আমাদের অ্যাটাক লঝঝরে হয়ে যেতো যদি সমরের লাভ ম্যারেজ হত। একমাস পরে হলেও অবশ্য অ্যারেঞ্জের ব্যাপারটা সরে যেতো। আমরা ঠিক সময়ে অ্যাটাক করেছিলাম বলে খানিকটা ঝামেলা হল। অশান্তি হল”।

সমর বলল,“আর বিদিশা যদি রাতেই কলকাতা চলে যেতো”?

অহনা বলল, “বিদিশা চলে গেলে আমি নিজে গিয়ে ক্ষমা চেয়ে ওকে নিয়ে আসতাম। ঠিক করে নিয়েছিলাম”।

অনিকেত বলল,“হানিমুনটা বারোটা বাজতো। একটা সময় ভেবেছিলাম বেশি হয়ে যাচ্ছে। অহনা রেগে যেতো, বলল না। এখনই সমরকে ছাড়লে চলবে না। আরও জ্বালাতে হবে। আমার হোটেল যখন সমর ঠিক করে দিলেন, তখন সত্যিকারের খারাপ লাগলো। তখন মনে হল এবার ব্যাপারটা সত্যি বেশি বেশি হয়ে যাচ্ছে”।

সমর বলল,“লোলেগাওতে বিদিশার শরীর খারাপ ছিল। আর আমি ভেবেছিলাম ও মিথ্যে বলছে, ছি ছি”। মাথা নাড়াল সমর।

অনিকেত সমরের হাত ধরল,“আই অ্যাম এক্সট্রিমলি সরি। ক্ষতিপূরণ দেবো। যেটা চাইবেন। তবে আপনি পাগল। এ কথা স্বীকার করতে দ্বিধা নেই”।

অহনা বলল,“পাগল না? পুরো ছিট। নইলে বউ একা আছে, এমন অবস্থায় একটা লোককে ওর ঘরে পাঠিয়ে দেয়?”

বিদিশার মুখটা ছাইবর্ণ হয়ে গেলো। সমর সেটা দেখে বলল, “আমার তখন খানিকটা রাগ হয়েছিল। আমি সত্যিই ধরে নিয়েছিলাম অনিকেত ওর এক্স। অতোটা গভীরে কিছু ভাবি নি”।

অহনা বিদিশাকে বলল, “তুমি রাগ কোর না। দোষ আমাদেরই ছিল। তোমাদের কেমিস্ট্রিটা তো তখন ভালো করে জমে নি। ফলে সমর যেটা করেছে, সেটাকেও দোষ দেওয়া যাবে না। সমরের জায়গায় অন্য কেউ থাকলেও হয়তো তাই করতো”।

বিদিশা বলল,“এসবের মধ্যে কোন দোষ না করেও তো আমিই ভিক্টিম হলাম, তাই না? শাস্তিটা আপনারা ওকে দিতে চেয়েছিলেন। তার মধ্যে আমার ক্যারেক্টার নিয়ে কাটাছেঁড়া হবে কেন? এটা কি ঠিক হয়েছে? আপনারা কী বলেন? আমিও ওর একটা অন্য রূপ দেখলাম। ও কীভাবে মনের ভিতরে রাগ চেপে রাখতে রাখতে ফেটে যেতে পারে সেটা দেখলাম”।

সবাই চুপ করে গেলো। সমরের অস্বস্তি হচ্ছিল। চা এলো। অনিকেত বলল,“এটা আমারও মনে হয়েছিল। একজনকে দোষ দিতে গিয়ে আমরা আরেকজনকে শাস্তি দিয়ে দিয়েছি”।

বিদিশা চা না খেয়ে উঠে দাঁড়ালো,“আমার মাথা ধরেছে। আমি বরং যাই...”

বিদিশা দাঁড়ালো না। হাঁটতে শুরু করল।

অনিকেত বলল,“ব্যাপারটা খারাপ হয়ে গেলো বোধ হয়। আমাদের উচিত ছিল ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা না করা”।

সমর চা খেতে শুরু করল। অনিকেত বলল,“আপনি না গেলে বোধ হয় ঝামেলাটা মিটবে না”।

অহনা অনিকেতকে বলল,“তুমি যাও না। তোমার জন্যই তো হয়েছে। যাও। গিয়ে বোঝাও”।

অনিকেত উঠে দাঁড়ালো,“হ্যাঁ, দেখি”।

বিদিশার পেছন পেছন দৌড় লাগালো অনিকেত। সমর সেদিকে তাকিয়ে অহনার দিকে তাকালো, “তুই প্রতিশোধ নিতে কাজটা করিস নি। তুই এখনও আমায় নিয়ে অবসেসড। এতটা অবসেসড হবি, বুঝি নি। অনিকেতকে তুই কোনদিন ভালবাসতে পারবি না। অনিকেতের অভিনয় ভাল। কনভিন্সিং পাওয়ারটাও ভাল

ছিল। প্রায় কনভিন্স হয়েই গেছিলাম। তুই তাপস দাসের নাম শুনেছিস? খোঁড়া তাপস? অনিকেতের দার্জিলিঙের হোটেলের রুম নাম্বার দিয়ে দিয়েছিলাম ওকে। ওর কপাল ভাল অনিকেত তার আগে চেক আউট করে গেছিল। এটুকু খেলার খুব বড় দাম দিতে হতো। তাই না?"

অহনা চমকে উঠে সমরের দিকে তাকালো,"তুই খুন করতিস?"

সমর চুপ করে চা শেষ করল। বলল, "আমাদের আর কোন দিন যেন দেখা না হয়। ভাল থাকিস"। চায়ের কাপ রেখে হোটেলের দিকে হাঁটতে শুরু করল সমর।

অনিকেত তার দিকে হাসতে হাসতে এগোচ্ছে,"যান মশাই। আপনার বউকে বুঝিয়েছি অনেক কষ্ট করে। সামলান এবার"।

সমর প্রত্যুত্তরে হাসল,"শিওর। দেখছি"।

বিদিশা দাঁড়িয়ে আছে মাথা নিচু করে।

সমর একবার মাথা ঘুরিয়ে দেখল। অহনা হতভম্ব হয়ে বসে আছে। বিদিশার দিকে হাঁটা শুরু করে সমরের ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটে উঠল।

খোঁড়া তাপসের ঢপটা অহনা খেয়ে গেছে। যা চাপ খেয়েছে, সারাজীবন তার সঙ্গে আর কোন ইয়ার্কি মারার সাহস দেখাবে না...

মিনাং মনাস্টেরির অস্তর

বেজায় গরম লাগছে। পাহাড় থেকে নামার পর যেরকম গরম লাগে। ঘাম হচ্ছে দরদর করে। রাতে ট্রেন। এন জে পি স্টেশনে দুপুরে এসে মনে হচ্ছে পাগল হয়ে যাবো। আমি আর অমল পাহাড়ে গেছিলাম। নন এসি রিটায়ারিং রুমে কোন মতে জায়গা পাওয়া গেছে। সেখানেই বসে আছি।

অমল কেমন উশখুশ করছে।

আমি বললাম, "কী রে, কী হল তোর? গরম লাগছে?"

অমল বলল, "কেন? তোর কি ঠাণ্ডা লাগছে?"

আমি অবাক হলাম, অমলের কী হল আবার? অমল তো কখনো এভাবে কথা বলে না!

জিজ্ঞেস করতে বলল,"কিছু না"।

আমি আর কী বলি। চুপ করে গেলাম। এমনিতেই পাহাড় থেকে নেমে আসার পর মন খারাপ, নতুন করে আর অমলের সঙ্গে ঝগড়া করার উৎসাহ বা ইচ্ছে, কোনটাই ছিল না।

আমরা সিকিমে গেছিলাম। গ্যাংটকে একদিন থাকার পর গুরু ছেত্রী বলে একজন ড্রাইভারের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। আমরা মনাস্টারির ছবি তুলতে ভালবাসি। রুমটেক ভাল লেগেছিল। গুরুকে সে কথা বলায় গুরু বলেছিল পশ্চিম সিকিমে মিনাং মনাস্টারির নাম অনেকেই জানে না। লোকজন যায়ও না। সে মনাস্টারি নাকি দেখার মত। রাবাংলা থেকে যেতে হয়। পাহাড়ের কোলে অদ্ভুত সে জায়গা। রাজি হয়ে গেলাম দুজনেই। বিরাট কোন প্ল্যান করে তো আসি নি। অফিসের ছুটি পেয়েছিলাম। যতটুকু ঘুরে নেওয়া যায় এর মধ্যে, সেই মত বেরিয়েছি। ভেবে রাখা ছিল গ্যাংটকে পৌঁছে কোথায় যাওয়া যাবে ঠিক করব। গুরুর কথা শুনে উৎসাহিত হয়ে সকাল সকাল গ্যাংটক থেকে বেরিয়ে রাবাংলায় হোটেলে চেক ইন না করে আগে মিনাং চলে গেলাম।

গুরু ঠিকই বলেছিল। পাহাড়ের কোলে অপূর্ব এক জায়গা। কাজ চলছে। ভিড় নেই। চারদিকে জঙ্গল। মনাস্টারিতে ঢুকতেএকজন ক্ষুদে সন্ন্যাসীকে দেখা গেলো। আমি হিন্দিতে জিজ্ঞেস করলাম,"কেউ নেই এখানে?"

কী স্নিগ্ধ হাসি মুখ বাচ্চাটার! জবাব দিল, এখানে কাজ চলছে। কোন "বুজুর্গ" এখানে থাকেন না। সবাই নতুন মনাস্টেরিতে গেছেন।

জিজ্ঞেস করতে জানা গেল ছোটবেলায় ওকে কেউ একজন মনাস্টারিতে দিয়ে চলে গেছিল। ও জানে না ওর বাবা মা কোথায় থাকেন। ছেলেটির জন্য মন খারাপ হয়ে গেল আমার। সন্ন্যাসী হওয়াটা ও হয়তো মন থেকে চায় নি। পরিস্থিতি ওকে সন্ন্যাসী করে তুলেছে।

কোন পাহারাদার ছিল না মনাস্টারিতে। ক্ষুদে সন্ন্যাসী প্রথমে উপাসনা কক্ষে নিয়ে গেলো। কেউ নেই দেখে অবাক লাগছিল। উপাসনা কক্ষ দেখে বেরিয়ে যাচ্ছিলাম, এমন সময় আমাদের ডেকে বলল এখানেই শেষ নয়। দোতলাতেও আরেক উপাসনা গৃহ আছে। অমল বলল,"ছাড় না"। আমি বললাম,"কেন ছাড়বো? ছেলেটা এতো যত্ন করে দেখাচ্ছে। চল চল"।

অমল যেন খানিকটা বাধ্য হয়েই আমার সঙ্গে দোতলায় গেল। দোতলার উপাসনাগৃহ অন্যরকম। চারদিকে অদ্ভুত সব মূর্তি। ছোট বড় কত রকমের সব মূর্তি। তারপাশে ছোট বড় অনেক রকমের অস্ত্র। ভারি যত্ন করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। ক্ষুদে বলল এই মনাস্টারি হচ্ছে সিকিমের অন্যতম প্রাচীন একটি মনাস্টারি। অনেক রকমের অনুষ্ঠান পালন করে এখানকার সন্ন্যাসীরা। এখানেই বজ্রায়ন বৌদ্ধ মতাবলম্বীদের খুব বড় একটা

অনুষ্ঠান হয়। ডাকিনীর হাতের অস্ত্র দেখালো ক্ষুদে। নাম কারতিকা। ছুরির মত দেখতে। ডাকিনীর ডান হাতে রাখা হয় এই অস্ত্রটি। ক্ষুদে এও জানালো, অনেক যমন্তক মূর্তির হাতেও এই ছোট্ট অস্ত্রটি রাখা হয়। মিনাং এর সব থেকে পুরনো কারতিকা দেখিয়ে ক্ষুদে বলল অনেকে বিশ্বাস করেন এই কারতিকাটির বয়স এক হাজার বছরেরও বেশি। আমি অবাক হয়ে বললাম,"তুমি এত জানো কী করে?"

ক্ষুদে হেসে জানালো সবই নাকি এখানের শিক্ষকেরা ওদের শিখিয়েছেন। এই অদ্ভুত সুন্দর পরিবেশে ক্ষুদে সন্ন্যাসীর কথায় মন ভরে গেল। আমার ভীষণ খুবই ভাল লেগেছিল। ফেরার সময় ক্ষুদে সন্ন্যাসীকে জড়িয়ে ধরলাম। ভাগ্যিস দোতলায় নিয়ে গেছিলো!

মনাস্টেরি থেকে বেরনোর সময় ক্ষুদে আমায় বলল,"ফির মিলেঙ্গে"।

আমি খুশি হলাম। ক্ষুদে সন্ন্যাসীর মধ্যে যেমন শৈশব আছে, একই সঙ্গে অদ্ভুত ধরনের একটা প্রাজ্ঞ ব্যাপারও যেন যুক্ত হয়েছে। এই সময়টুকুর মধ্যেই আমার মন জয় করে নিয়েছে এই ক্ষুদে।

কিন্তু সমস্যাটা হল অমলের সঙ্গে।

সেদিন বিকেল থেকেই দেখলাম অমল কেমন তিতকুটে মেরে গেছে। আমাদের ঘোরাটা ভাল হল না। অমল শুধু বলে গেলো কলকাতা ফিরবে। অনেক কাজ পড়ে আছে নাকি।

অবশেষে এন জে পি পৌঁছলাম। তারপরেও এরকম খিটখিট করে যাচ্ছে। আমারই বা কতক্ষণ আর ধৈর্য থাকে? বিরক্ত হয়ে ঠিক করলাম আমিও আর বেশি কথা বলবো না। চুপ করে থাকবো।

দুপুর চারটে নাগাদ দুজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ঢুকলেন রিটায়ারিং রুমে। তাদের দেখা মাত্র অমল আবার উশখুশ শুরু করে দিল। আমি অবাক হয়ে বললাম,"কী হয়েছে?"

অমল উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আমার মনে পড়ে গেল এখানে এক আত্মীয়ের বাড়ি আছে। আমি এখন চলে যাচ্ছি। একবারে ট্রেনে দেখা হবে। বাই"।

আমায় কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে অমল তড়িঘড়ি ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে গেল। আমি বিস্মিত হয়ে ওর চলে যাওয়া দেখলাম। কীই বা করব? অবাক লাগছিল খানিকটা। অমল বেশ মজার মজার কথা বলে, ঘুরতে ভালবাসে। ওকে এরকম পাল্টে যেতে দেখলে অবাক লাগারই কথা। রাত সাড়ে আটটায় ট্রেনে উঠে দেখলাম অমল আগে থেকেই বসে আছে। আমাকে দেখে বলল, "ঠিক আছে তো সব?"

আমি অবাক হলাম,"কী ঠিক থাকবে? তুই কখন এলি?"

অমল বলল, "ওই উঠেছি। পরে বলবো। কলকাতা পৌঁছই আগে"।

আমি আর কিছু বললাম না। আগেই ঠিক করেছি ওকে বেশি ঘাঁটাবো না।

সারারাত অমল জেগে বসে রইল। আমার যখনই ঘুম ভেঙেছে, দেখেছি অমল মোবাইল ঘেঁটে যাচ্ছে। কামরায় সবাই ঘুমোলেও অমল ঘুমোয় নি।

কৌতূহল হলেও ডাকি নি। যা পারে করুক।

শেয়ালদা নেমে অমল উত্তেজিত এবং চাপা গলায় বলল, "আমার ফ্ল্যাটে চল। একটা জিনিস দেখাবো"।

আমি অবাক হলাম। এতক্ষণ যে একরকম ব্যবহার করছিল, এখন আবার অন্য রকম ব্যবহার করছে কেন? ঠিক করলাম দেখেই আসি।

অমল ওর ফ্ল্যাটে একাই থাকে। ট্যাক্সিতে গুনগুন করে গান গাইছিল। ফ্ল্যাটে পৌঁছে তালা খুলে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে বলল,"উফ! আমি কী করেছি জানিস?"

আমি ভ্যাচ্যাকা খেয়ে বললাম, "কী করেছিস?"

আমাকে প্রবলভাবে চমকে দিয়ে অমল ওর ব্যাগ হাতড়ে একটা একটা কারতিকা বের করল।

আমি চোখ কপালে তুলে বললাম, "তুই চুরি করেছিস?"

অমল বলল, "হ্যাঁ। কী করতাম? মিনাং এ কেউ ছিল না চারদিকে। এসব জিনিস অবলীলায় রেখে দিয়েছে, কোন সিকিউরিটি নেই। সিসিটিভি নেই। ওই বাচ্চাটা কিছু বোঝে নাকি? তুলে নিয়েছি। খ্যাঁক খ্যাঁক। ভাব শালা, হাজার বছরের পুরনো, কিউরিও ভ্যালু কত হবে বুঝতে পারছিস?"

বিচ্ছিরিভাবে হাসতে শুরু করল অমল।

আমি বললাম,"আর এই জন্যই তুই আমার সঙ্গে খিটখিট করছিলি?"

অমল বলল,"হ্যাঁ ভাই, আরে টেনশন হচ্ছিল। শুনেছি ওখানে আইন কানুন খুব কড়া। রিটায়ারিং রুমে ওদের দেখে তখন ভাবছিলাম আবার আমাকেই ধরতে চলে এলো নাকি! এবার আমি টেনশন ফ্রি। আর চাপ নেই। উফ। মিশন সাকসেসফুল! এটার খদ্দের দেখতে হবে এখন। কত ঝামেলা যে দূর হবে, তোকে যে কী করে বোঝাবো আমি"!

অমলের চোখ মুখ চকচক করতে শুরু লাগল।

আমি এই অমলকে ঠিক চিনতে পারছিলাম না। কেমন লোভ বেড়ে গেছে ওর। চোখ মুখে অদ্ভুত হিংস্রতা। আমি বললাম,"বেশ। তুই একটা ভাল কাজ করেছিস। আমাকে বলিস নি। ভাল করেছিস। আমি আসি তাহলে। ভাল থাক"।

অমল বিশ্রীভাবে হাসল, "কেন রে? তোর কী হয়েছে? আমার গিল্ট ফিলিংটাকে বাড়িয়ে তুলতে চাইছিস, তাই না? আমি বুঝতে পারছি। এটাই তোর মত মিডল ক্লাস বাঙালির সমস্যা। সব কিছুতে মূল্যবোধ খুঁজে বেড়াস। যারা সত্যিকারের বড়লোক হতে চায়, তারা এসব নিয়ে ভাবে না। যেটা দরকার, সেটা ছিনিয়ে নেয়। ব্রিটিশদের দেখ না। সবই তো লুটের মাল। তাতে কী হয়েছে? ওরা দুনিয়ার এক নম্বর দেশ"।

আমি বুঝলাম এখন ওকে এসব বুঝিয়ে লাভ নেই। আমি বললাম,"ঠিক ঠিক। একদম ঠিক বলেছিস। আমি এবার যাই বরং। বাড়িতে গিয়ে একটু ঘুমিয়ে নি"।

অমল আমাকে বিশেষ পাত্তা না দিয়ে বলল,"হ্যাঁ। সেটাই ভাল। যা। দরজা বন্ধ করে দিয়ে যাস"।

অত্যন্ত অপমানজনকভাবেই আমাকে ফ্ল্যাট থেকে বের করে দিল যেন। আমি কিছু বললাম না। এরকম হতেই পারে। আমরা ভেবে নিই যে মানুষটাকে আমরা হয়তো চিনি, আদতে দেখা যায় আমরা কিছুই চিনি না। সে মানুষটা আসলে অন্য কিছু ছিল। আমরাই চিনতে ভুল করেছিলাম।

রাস্তায় নেমে খানিকটা মন খারাপ করেই বাড়ি ফিরলাম। কিন্তু বাড়িতে বাবা মা আমাকে দেখে এতটাই খুশি হল যে অমলের কথা ভুলতেও আমার বেশিক্ষণ লাগল না। আমার তিনবছরের ভাইঝি তিন্নি আমাকে দেখা মাত্র ঝাঁপিয়ে কোলে উঠে পড়ল। সবার সঙ্গে কথা বলতে বলতে অমলের কথা আর মনে রইল না।

পরদিন অফিসে গিয়ে জানা গেল অমল আসে নি। বস আমাকে ডেকে পাঠালেন। বিমল সেন। আমার সঙ্গে বেশ ভাল সম্পর্ক। বেড়াতে যাওয়ার ক্ষেত্রে অন্য লোকজন ঝামেলা করলেও বিমলদা কখনই বাধা দেন নি চিরকাল উৎসাহ দেন। বলেন সারাবছর মুখ বুজে অফিস করলে কাজ ভাল হবে না। অফিসের তাতে বড় ক্ষতি হয়ে যাবে। ঘরে বসে থাকা কাজের কথা না। প্রোডাক্টিভিটি বাড়ানোর জন্যই কর্মীদের ছুটি দেওয়া উচিত।

বিমলদার ঘরে যেতেই বললেন, "কী ব্যাপার? তোমার পার্টনার কোথায়? অসুস্থ হয়ে পড়েছে নাকি কলকাতার গরমে এসে?"

আমি বললাম,"আমাকে তো কিছু বলে নি। আমি জানিও না কী হয়েছে"।

বিমলদা আমার গম্ভীর মুখ দেখে বললেন, "কী হল আবার? তোমাদের মধ্যে কোন ঝামেলা হয়েছে নাকি?"

আমি মাথা নাড়লাম,"না না"।

বিমলদা বললেন,"তবে?"

আমি বললাম, "কালকে ওকে ওর ফ্ল্যাটে পৌঁছে দিয়েই বাড়ি গেছি। সেরকম তো কিছু ছিল না"।

বিমলদা বললেন, "আরে আমি ফোন করলাম। ফোন ধরছে না। রিং হয়ে গেলো। কোন ইনফরমেশনও দেয় নি। কলকাতায় একা থাকে। সব ঠিক আছে নাকি, সেটা অন্তত দেখো"।

আমার ইচ্ছে ছিল না, তবু যেহেতু একসঙ্গে সিকিমে গেছিলাম, তাই নিতান্ত অনিচ্ছা সহকারেই বললাম,"ঠিক আছে আমি অফিস থেকে ফেরার সময় দেখে নেবো। এর মধ্যে যদি ফোনে পাওয়া যায়, তাহলে তো মিটেই গেলো"।

বিমলদা বললেন,"হ্যাঁ, সেটা দেখে নাও"।

আমি বিমলদার চেম্বার থেকে বেরিয়ে এসে অমলকে ফোন করলাম। বিমলদা ঠিকই বলেছিলেন। ফোনটা পুরো রিং হয়ে কেটে গেলো। ঠিক করলাম অফিস থেকে ফেরার সময় ওর ফ্ল্যাটে একটা ঢু মেরে আসবো।

২।

এসিতে থাকলে বোঝা যায় না, বাইরে বেরলে গরম ভালোই মালুম হয়। অফিস থেকে বেরনোর পর অসহ্য গরম লাগছিল। কিছু করার নেই। অমলের ফ্ল্যাট ঘুরেই ফিরতে হবে, বিমলদাকে কথা দিয়েছি যখন।

তারপরেও বেশ কয়েকবার আমি ছাড়া অন্য কলিগরাও ফোন করেছিল। অমলকে ফোনে পাওয়া যায় নি।

শহরে নাকি তাপপ্রবাহ চলছে। আবহাওয়া দফতর বলেছে। বৃষ্টির লেশমাত্র নেই। চড় চড় করে রোদ উঠছে সকালে, সারাদিন রোদের তাপ ভয়াবহভাবে বেড়ে যাচ্ছে। সন্ধ্যেয় কোনভাবেই মনে হচ্ছে না যে গরম কম হচ্ছে।

ঘামতে ঘামতে অমলের ফ্ল্যাটের দরজার সামনে গিয়ে বেল বাজালাম। কেউ দরজা খুলল না। মিনিট পাঁচেক বেল বাজানোর পরেও যখন দরজা খুলল না তখন অধৈর্য হয়ে দরজা ঠেললাম। দরজা খুলে গেল। ড্রইং রুমে ঢুকে দেখি ঘরের মধ্যে কেউ যেন তাণ্ডব করে গেছে। ঘর ময় জামা কাপড় পড়ে আছে, টিভিটা উল্টে মেঝে পড়ে আছে। আমি ডাকলাম,"অমল, কী রে? এ কী অবস্থা"!

অমলের কোন সাড়া পেলাম না। বেডরুমের ভেতরে ঢুকে দেখি সেখানের অবস্থাও তথৈবচ। খাটের তোষক মেঝেতে পড়ে আছে। নিচু হয়ে দেখি অমল খাটের নিচে শুয়ে আছে। আমি ওকে ডাকলাম,"কীরে?"

অমল চোখ খুলল। দু চোখ লাল হয়ে আছে ওর। আমি বললাম, "কী হল তোর?"

অমল খাটের তলা থেকে বেরিয়ে স্বাভাবিক গলায় বলল,"কিছু হয় নি তো"।

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম,"কিছু হয় নি যখন, তখন ঘরের অবস্থা এরকম হয়ে আছে কেন?"

অমল আমার দিকে না তাকিয়ে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, "ও কিছু না। ঘরের মধ্যে এত নোংরা হয়ে আছে, আমি ক্লিন করছিলাম"।

আমি বললাম,"বিমলদার ফোন ধরলি না, আমার ফোন ধরলি না, অফিস গেলি না, অফিসে জানাতে হবে না?"

অমল হাই তুলল, "কাল যাবো। ভাবিস না"।

আমি বললাম,"অ্যাটলিস্ট বিমলদাকে বলে দে তুই কাল যাবি"।

অমল বলল, "ও বলে দেবো। তুই যা এখন। আমাকে ঘর পরিষ্কার করতে হবে"।

আমি আবার অপমানিত হলাম। কালকের কথা মনে পড়ে গেল। কথা না বাড়িয়ে চারপাশের অবস্থা দেখে ওর ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে এলাম। আমি বেরোতেই অমল দরজা বন্ধ করে দিল।

অমলের ফ্ল্যাটের পাশের ফ্ল্যাটে এক বয়স্ক লোক থাকেন। আগে দেখা হয়েছিল, কিন্তু নাম জানি না। দরজার আওয়াজ শুনেই হয়তো ভদ্রলোক তড়িঘড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে আমাকে দেখে হতাশ গলায় বললেন,"ওহ, আপনি? আমি ভাবলাম অমল"। আমি বললাম,"কেন? কিছু হয়েছে?"

ভদ্রলোক বললেন,“আর বলবেন না। কাল রাতে অমলের ফ্ল্যাট থেকে মাঝে মাঝে এমন শব্দ আসা শুরু হল, আমার ঘুম ভেঙে গেল। আমি কতবার বেল বাজালাম, দরজাই খুলল না। আমি একবার ভাবলাম ফ্ল্যাট কমিটিকে জানাই, পরে মনে হল ছেলেটা ভাল, এতদিন কোন ঝামেলা হয় নি ওর সঙ্গে। খামোখা এসবে যাবো কেন? তাই আর কিছু বললাম না”।

আমি বললাম,“সকালে কোন শব্দ পেয়েছেন?” ভদ্রলোক বললেন,“না। সকালে ঠিক আছে। তবে আমি ওকে ডাকতে গেছি। কোন সাড়া পাই নি”।

আমি অমলের ফ্ল্যাটের দরজাটা আবার খুললাম। এবারও খুলে গেলো। দেখলাম অমল ফ্ল্যাটের মধ্যে পায়চারি করতে করতে কিছু একটা বিড় বিড় করছে। আমাকে দেখে রেগে গিয়ে বলল, “কী হল? তুই আবার এসেছিস কেন?”

আমি বললাম,“তোর পাশের ফ্ল্যাটের ভদ্রলোক কী বলবেন দেখ”।

অমল বলল, “কিছু বলবেন না। তুই যা”।

ভদ্রলোক উঁকি মারলেন,“বাবা অমল, তুমি ঠিক আছো তো?”

অমল এগিয়ে এসে আমাদের প্রায় ঠেলে ঘর থেকে বের করে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল।

ভদ্রলোক পড়ে যাচ্ছিলেন। আমি ধরলাম। ভদ্রলোক আতঙ্কিত হয়ে বলল, “কী হয়েছে ওর? এরকম করছে কেন? কোন সমস্যা হয়েছে নাকি?”

আমি বললাম, “বুঝতে পারছি না। আমাকেও তো বের করে দিল”। ভদ্রলোক চিন্তিত হয়ে বললেন,“তাই তো দেখলাম। আপনি আমার ফ্ল্যাটে এসে একবার বসুন। শত হোক, আমার প্রতিবেশী, ওর কোন সমস্যা হয়ে থাকলে আমাদের সাহায্য করা উচিত”।

আমি অন্য সময় হলে চলে যেতাম। অমলকে দেখে এতটাই অবাক লাগছিল যে ভদ্রলোকের সঙ্গে ওর ফ্ল্যাটে প্রবেশ করলাম।

পরিচয় হল। ভদ্রলোকের নাম সনাতন হাজরা। বিষণ্ণ গলায় বললেন, “আমার এমনিতেই রাতে ঘুম হয় না। বয়স হয়েছে তো। সহজে ঘুম আসতে চায় না। রাত এগারোটার দিকে হঠাৎ দেখি ধুপ ধুপ শব্দ। আমি প্রথমে ভাবলাম বাইরে একটা কন্সট্রাকশন সাইট আছে, সেখান থেকে কোন আওয়াজ আসছে। রাত বাড়তে থাকলো। শব্দও আসতে থাকলো। পরে বুঝলাম এটা অমলের ফ্ল্যাট থেকেই আসছে। আমি একা থাকি। আর অমলের ফ্ল্যাট থেকে এরকম শব্দ কোন দিন আসে নি আগে। আমি রাতেই ওর ফ্ল্যাটের বেল বাজালাম। খুলল না। বড় বাজে একটা রাত কেটেছে কালকে”।

সনাতনবাবু মাথা নাড়লেন।

আমি মনে করে দেখলাম রাবাংলাতেও অমল রাতে ঘুমোতো না। উঠে বসে থাকতো। ঘুম ভেঙে উঠে দেখেছি অমল বসে আছে। জিজ্ঞেস করলে বলতো ঘুম আসছে না। সনাতনবাবুকে আমার ফোন নাম্বার দিয়ে বলে রাখলাম অমলের ঘর থেকে যদি আর কোন শব্দ হয় বা রাতে কোন অস্বাভাবিক আচরণ চোখে পড়ে, তাহলে যেন আমায় ফোন করে দেন। বসকে জানিয়ে দিলাম অমল কাল অফিস আসবে। আমি আরও ঘন্টাখানেক সনাতনবাবুর সঙ্গে কথা বলে বেরোলাম।

বাসে এই গরমেও ভীষণ ভিড়। ঘামতে ঘামতে আর ঝগড়া করতে করতে বাড়ি পৌঁছনো গেল। মনে একটা সন্দেহ উঁকি দিচ্ছিল। সেটাকে চেপে রাখতেও পারছিলাম না। মিনাং মনেস্টারি থেকে যে কারতিকা-টা অমল চুরি করেছে, তারই ফলস্বরূপ কিছু হচ্ছে না তো? এসব তো গল্পে পড়ি, রেডিওতে এমন ধরনের গল্প শুনি যে কোন মূর্তির প্রভাবে বা কোন পুঁথির প্রভাবে অদ্ভুত সব কাণ্ডকারখানা হচ্ছে। এটা আবার ডাকিনীর অস্ত্র!

কিন্তু সেসব তো গল্প। বাস্তবে আবার এরকম কিছু হতে পারে নাকি? অদ্ভুত তো!

খানিকটা অন্যমনস্কই হয়ে পড়েছিলাম অমলের ব্যাপারে ভাবতে ভাবতে। বাবা মার সঙ্গে ঠিক করে কথা বলাও হয় নি। রাতে কোনমতে খেয়ে শুতে যাচ্ছি, এমন সময় আমার ফোন বেজে উঠল। ধরতেই সনাতনবাবুর গলা ভেসে এল, ইতস্তত গলায় বললেন,“আপনাকে এত রাতে বিরক্ত করার জন্য ধন্যবাদ, কিন্তু একটা ঘটনা ঘটেছে। আপনাকে না বলা অবধি শান্তি হচ্ছে না আর কী”।

আমি বললাম, “কী হয়েছে আবার? অমল ঠিক আছে তো?”

সনাতন বললেন, “সেটা তো বলতে পারছি না”।

আমি বললাম,“মানে?”

সনাতন বললেন, “পাশের ঘর থেকে আবার সেই শব্দ আসছে। একবার বোধ হয় আমার দরজাও নক করল। আমি ভয়ে দরজা খুলি নি। কী করা যায় বলুন তো?”

আমি বললাম,“আপনি রাতে আর দরজা খুলবেন না। সেরকম বুঝলে পুলিশ ডাকুন। আর কী বলি”?

সনাতন বললেন,“পুলিশ ডাকাটা কি ঠিক হবে?”

আমি বললাম, “এছাড়া আর কোন উপায় আমি দেখতে পারছি না। আমি দেখি ওকে ফোনে পাওয়া যায় নাকি। আপনি সাবধানে থাকুন”।

ফোন রেখে অমলকে ফোন করলাম। ফোন রিং হতেই রিসিভ হল, পুরুষ কণ্ঠ বলল, “বলুন?”

আমি বললাম, “কে আপনি??”

ও প্রান্ত হেসে উঠল, “আপনার সেসব জানার দরকার নেই। কেন ফোন করেছেন?”

আমি বললাম, “অমল কোথায়?”

“অমল? আছে। কোথায় আর যাবে। কাছে পিঠে আছে”।

আমি বললাম,“আপনি কে বলবেন?”

ফোনটা কেটে গেল।

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে ফোনটা রেখে চিন্তিত হয়ে ড্রইং রুমে বসলাম। অমলের বাড়িতে কে এল আবার?

অমলের যে কী হল! এমন সব কাণ্ড করছে বুঝতেই পারছি না কেন করছে। বাবা এসে বসল। বলল, "কী হয়েছে বলবি? বাড়ি আসার পর থেকে আমাদের সঙ্গে ঠিক করে কথা বললি না। একা একাই বিড় বিড় করে যাচ্ছিস। কী হয়েছে বল তো।"

আমি আর চেপে রাখতে পারলাম না। অমলের ব্যাপারটা বলেই ফেললাম।

বাবা বলল, "অ। হতে পারে। তুই ঠিকই ধরেছিস। চুরির ফলে এসব হতেই পারে। যদিও এসব সুপারন্যাচারাল ব্যাপারে আমার বিশ্বাস নেই, তাও হলে হতেই পারে'।

আমি বললাম, "সমস্যাটা মিটবে কী করে সেটা বল। চাইলে অমলের বাড়ি নাও যেতে পারি। ওকে ইগনোর করতেই পারি। কিন্তু বন্ধু বলে ডাকি। একসঙ্গে বেড়াতে গেছি। এখন ওকে বাঁচাতে না পারলে বাজে হবে"।বাবা মাথা নেড়ে বলল, "ঠিক আছে। তুই গগনপুরে প্রতাপ মাঝির সঙ্গে কথা বল। দেখ যদি কিছু হয়"।

আমি বললাম, "কে উনি? ওঝা?"

বাবা হাসল, "না। তবে উনি গ্রামে গঞ্জে এসব সুপার ন্যাচরাল জিনিস নিয়ে কাজ করেন। দেখ গিয়ে"।

#

বাবার কথা মত অফিস থেকে ছুটি নিয়ে গগনপুরে পৌঁছে প্রতাপ মাঝির বাড়ি পৌঁছে গেলাম। শেয়ালদা থেকে ট্রেনে করে অনেকটা পথ যেতে হয়। রিক্সা করে প্রতাপ মাঝির বাড়ি যখন পৌঁছলাম, তখন দুপুর হয়ে গেছে।

একজন লুঙ্গি পরিহিত ভদ্রলোক আমাকে বাড়ির বাইরের বাগানে বেঞ্চিতে বসিয়ে দূর থেকে আমাকে দেখছিলেন।

মিনিট দুয়েক পর কাছে এসে বললেন,

"কাঁঠালের গন্ধ পাচ্ছেন?"

লোকটার কথা শুনে বললাম, "হ্যাঁ, পাচ্ছি তো। বেশ পাকা কাঁঠালের গন্ধ। কিন্তু এখানে কাঁঠাল গাছ নেই তো চারদিকে"।

লোকটা চশমা ঠিক করতে করতে বললেন, "তাহলে বুঝতে হবে কাছেপিঠে চন্দ্রবোড়া সাপ আছে। জানেন তো কী জিনিস? রাসেলস ভাইপার। ডায়ালিসিস করেও বিষ বের করা যায় না"।

আমি আঁতকে উঠতে উঠতে শেষ মুহূর্তে থমকে গিয়ে দেখলাম একটু দূরে একটা কাঁঠাল গাছ আছে। লোকটাকে সেটা দেখাতে লোকটা বলল, "যাক। তাহলে বেঁচে গেলেন। গন্ধ খুব ডেঞ্জার জিনিস জানেন তো"।আমি বললাম, "হ্যাঁ। খুব সন্দেহজনক। আপনি কি আমাকে ভয় দেখাতে চাইছেন?"

লোকটা বলল, "একবারেই না। বলুন তো গোবিন্দ ভোগ চালের গন্ধ কোন প্রাণীর দেহে থাকে?"

আমি বললাম, "জানি না"।

লোকটা বলল, "খোঁজ নিন। জানতে পারবেন"।

আমি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বসে রইলাম।লোকটা বলল, "কী ব্যাপার বলুন। আপনি আমার খোঁজেই এসেছেন আমি জানি। বলে ফেলুন"।

বললাম, "ইয়ে মানে, আমার এক বন্ধু। মনাস্টারি থেকে একটা অস্ত্র চুরি করে এনেছিল। তারপর থেকে কেমন করছে"।

লোকটা বিকট মুখ করে বলল, "আবার তন্ত্র মন্ত্র? পোষায় আপনাদের? চারদিকে এসব মনের রোগ সারাতেই আমার দিন কেটে গেল সত্যি!"

আমি ব্যাজার মুখে বললাম, "কী করবো? এছাড়া আর কিছু মাথায় ঢুকছেও না তো। আপনিই কি প্রতাপবাবু?"

ভদ্রলোক বললেন,"হ্যাঁ। আমিই প্রতাপ মাঝি। বলুন কী করতে হবে"।

আমি অমলের ব্যাপারটা খুলে বললাম।

প্রতাপবাবু বললেন, "অস্ত্রটার ছবি আছে?"

আমি বললাম,"না"।

প্রতাপবাবু মাথা নিচু করে কীসব হিসেব করে বললেন,"ঠিক আছে। যাতায়াতের খরচ দেবেন। দুপুরে খাবো ভাল কোন জায়গায়। কলকাতার খাবার ভাল। তারপর আপনি আমাকে ট্রেনে তুলে দেবেন। ঠিক আছে?"

আমি বললাম,"দেবো"।

প্রতাপবাবু বললেন, "কাল যাবো। ঠিকানা রেখে যান"।

আমি বললাম, "আজ চলুন না। আমাদের বাড়িতে থাকবেন। কাল ফিরে আসবেন। রাতে আবার কী করে না করে..."

প্রতাপবাবু বললেন, "কী খাওয়াবেন? খাসী খাওয়াবেন?"

আমি বললাম,"এই গরমে?"

প্রতাপবাবু বললেন,"গরমেই তো খাসী খায় মশাই। গরমে গরম কাটে। বসুন, আমি রেডি হয়ে আসি। আরেকটা কথা, আপনি কিছু চুরি করেন নি?"

আমি বললাম,"না। ওসব প্রবৃত্তি আমার কোন কালে হয় নি"।

প্রতাপবাবু আমার মুখের দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে বললেন, "আপনি সত্যি কথাই বলছেন মনে হয়। ঠিক আছে। আমি আসছি"।

আমি শ্বাস ছাড়লাম। জানি না অমল এর মধ্যে আর কিছু করে ফেলেছে নাকি। সনাতনবাবুকে ফোন করার সাহসও হচ্ছে না।

ভদ্রলোক বেশ ভয় পেয়ে গেছেন সেটা বোঝাই যাচ্ছিল। এখন এত দূর থেকে ফোন করলে সমস্যা বাড়বে। কিছুই কমবে না।

কিছুক্ষণের মধ্যে দুজনে স্টেশনে পৌঁছে গেলাম। প্রতাপবাবু ঘড়ি দেখে বললেন, "সন্ধ্যের মধ্যে পৌঁছে যাবো। একটা জিনিস খারাপ লাগলো বুঝলেন। বাঙালির মধ্যে এইসব চৌর্য প্রবৃত্তি কোন কালে ছিল না। বাঙালি ছিল বীরের জাত। নেতাজি, সূর্য সেনের জাত। আর এখন এসব দেখে..."

আমি বললাম,"নেত্র সেন, যিনি মাস্টারদাকে ধরিয়ে দিয়েছিলেন। তিনিও তো বাঙালিই ছিলেন। খারাপ ভাল সব খানেই থাকে"।

প্রতাপবাবু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন,"অ। আপনি তো আবার কলকাতার লোক। কলকাতা দিয়ে রাজ্য বিচার করেন। আপনাকে অত কথা বলে লাভ নেই"।

আমি এ কথার মানে না বুঝেও চুপ করে গেলাম। লোকটাকে খেপিয়ে লাভ নেই। যদি অমলের কোন উপকার হয়, তাহলে হোক। মাঝখান দিয়ে এসব তর্ক করে লোকটাকে খ্যাপালে আমাদেরই ক্ষতি।

রাস্তায় প্রতাপবাবু দুবার বাদাম কিনে খেলেন। কেনার সময় প্রতিবারই বললেন, "প্রোটিন। খাবেন নিয়ম করে"।

আমি না চাইতেও খাওয়ালেন এবং দাম নিলেন না। আমি বললাম,"আপনার যাতায়াতের খরচ, টিফিন খরচটা তো দিতে দিন"।

প্রতাপবাবু বললেন, "বাদামের আবার খরচ কী মশাই? রাখুন রাখুন"।

আমি আর কিছু বললাম না। শেয়ালদা এসে ট্যাক্সি নিতে যেতে প্রতাপবাবু বললেন,"বাস চলে না?"

আমি বললাম,"দেরী হয়ে যাবে পৌঁছতে। তাছাড়া এখন অফিস টাইম। ভীষণ ভিড় হবে"।

প্রতাপ বললেন, "তাও ঠিক। চলুন ট্যাক্সিতেই যাওয়া যাক"।

অমলের ফ্ল্যাটে পৌঁছলাম আধ ঘণ্টার মধ্যে। ট্যাক্সি থেকে নেমে প্রতাপ অমলের বিল্ডিঙটার দিকে আঙুল তুলে বললেন,"এটাই?"

আমি বললাম,"হ্যাঁ"।

প্রতাপ বললেন চলুন। আমি প্রতাপবাবুকে অমলের ফ্ল্যাটের দরজার কাছে নিয়ে গেলাম।বললাম,"দরজা মনে হয় খোলা আছে। দেখি"।

প্রতাপ নিজেই দরজা খুলে অমলের ফ্ল্যাটের ভেতর প্রবেশ করলেন। ঘরের অবস্থা কালকের থেকেও বাজে। মেঝেতে গোটা ঘরের জিনিস পড়ে আছে। ঘরের মধ্যে কেমন একটা বিচ্ছিরি গন্ধ।

আমি ডাকলাম,"অমল, কীরে কোথায় আছিস?"

কোন উত্তর পাওয়া গেলো না।

প্রতাপ বললেন,"ঘরের ভেতরে খাটের তলায় থাকে বললেন তো, চলুন দেখি"।

আমি বললাম,"আসুন"।

দুজনে বেডরুমে ঢুকলাম। অমলকে খাটের তলাতেই পাওয়া গেল। ঘুমোচ্ছে। প্রতাপ অমলকে ঠেললেন। অমল চোখ খুলে বলল, "কে আপনি? কী চাই?"

প্রতাপ বললেন,"বেরিয়ে আসুন"।

অমল খাটের তলা থেকে বেরিয়ে এলো।

প্রতাপ বললেন, “অস্তরটা কোথায়” ?

অমল আমার দিকে তাকিয়ে রাগী গলায় বলল,“তুই পুলিশকে খবর দিয়েছিস?”

প্রতাপ অমলের গালে সজোরে একটা চড় কষালেন। অমল পড়ে যাচ্ছিল আরেকটু হলে। খাট ধরে সামলালো।

প্রতাপ আবার বললেন,“অস্তরটা কোথায়?”

অমল সভয়ে খাটের পাশের আলমারি খুলে কারতিকা-টা বের করে প্রতাপকে দিলো।

প্রতাপ আমার দিকে জিনিসটা এগিয়ে দিয়ে বললেন, “ওই মনাস্টারিতে পার্সেল করে পাঠিয়ে দেবেন। আর আপনি”, প্রতাপ অমলের দিকে তাকিয়ে বললেন, “ঘর পরিষ্কার করে ঘুমিয়ে পড়ুন। খাটেই ঘুমবেন। সকালে অফিস যাবেন। কিচ্ছু হয় নি আপনার। বুঝেছেন?”

অমল বাধ্য ছেলের মত মাথা নাড়ল।

প্রতাপ আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, “চলুন, বেরনো যাক”।

অমল মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। আমার অদ্ভুত লাগছিল। এতটা অ্যান্টি ক্লাইম্যাক্স আশা করি নি। অমলের ফ্ল্যাট থেকে কারতিকাটা ব্যাগে নিয়ে বেরিয়ে ট্যাক্সিতে উঠে প্রতাপবাবুকে জিজ্ঞেস করলাম, “এত সহজ ব্যাপারটা?”

প্রতাপ পকেট থেকে বাদামের প্যাকেট বের করে বললেন, “না হবার কী আছে? এইসব ডাকিনিদের অস্ত্রে নাকি অনেক ক্ষমতা থাকে। মানুষের ক্ষতি করে, বলে তো বিশ্বাসীরা”।

আমি হতভম্ব হয়ে বললাম,“সে জিনিস আমি বয়ে নিয়ে এলাম? আমি ঝামেলায় পড়বো না?”

প্রতাপ বাদাম চিবোতে চিবোতে বললেন,“না না। ঝামেলায় পড়ার কিছু নেই। আপনার বন্ধু ঠিক হয়ে যাবেন। ও অস্ত্র আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবে না”।

আমি বললাম,“কেন পারবে না?”

প্রতাপ বললেন, “কারণ এটাই আমি গ্রামে গঞ্জে মানুষকে শিখিয়ে বেড়াই। এটাই যুক্তিবাদ। ঝামেলাটা ওই অস্ত্রটা করে নি। আপনার বন্ধু কোথাও কোন অপকর্ম করেছে। অস্ত্র চুরির গিল্ট ফিলিং ওঁর মানসিক স্থিতি নষ্ট করে দিয়েছে বলে এসব করছে”।

আমি বললাম, “আপনি শিওর?”

প্রতাপ বললেন,“একদম। আমি মনের ডাক্তার। এসব ব্যাপার কোন কালে বিশ্বাস করে কোন কাজ করি নি। বলছি, খাসী খাওয়াবেন তো?”

আমি বললাম, “খাওয়াবো। অস্ত্রটা তবে বাড়ি যাবার আগে ক্যুরিয়র করে দি। কী বলেন?”

প্রতাপ বললেন, “না। বাড়িতে এক রাত থাক। আমি থাকবো তো। দেখি না কী হয়। আপনিও দেখুন ওই টুকু অস্ত্র আপনার কী ক্ষতি করতে পারে”।

আমি গাইগুই করলেও প্রতাপ কানে নিলেন না।

রাতে খাসীর মাংস রাঁধল মা। প্রতাপবাবুর সঙ্গে বাবার আগে দেখা হয়েছিল। ওরা কথা বলছিলেন। প্রতাপবাবু মানুষের মনের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে কাজ করেন। অনেকের অনেক সমস্যা মিটিয়েছেন। কথা বলতে বলতে দুজনেই মশগুল হয়ে গেলো। আমি আর ওদের ঘাঁটালাম না।

বাড়িতে কার্ত্তিকা নিয়ে কোন রকম কথা বলতে বারণ করেছিলেন প্রতাপ। আমি আর কিছু বলি নি তাই।

অমলকে ফোন করলাম। ফোন রিং হল না। সনাতনবাবুকে ফোন করে জানা গেল অমলকে ফ্ল্যাট থেকে বেরোতে দেখেছেন।

আমি শ্বাস ছাড়লাম। স্বাভাবিক হয়েছে হয়তো। বুঝলাম, এই অস্ত্রটাই ওর মানসিক সমস্যা তৈরি করছিল। প্রতাপবাবু ভুল কিছু বলেন নি।

ঘুমোতে যাবার আগে প্রতাপবাবু আমার ঘরে এসে বললেন, “ভয় পাচ্ছেন কি”?

আমি বললাম,“না। মানে ওই অস্ত্রটিতে যদি সত্যিই কিছু থেকে থাকে, ওটাই ভাবছিলাম আর কী”।

প্রতাপবাবু আমার কাঁধ চাপড়ে বললেন,“ভয়ের কিছু নেই। সমস্তটাই মানসিক। সবার আগে মণ্ডন থেকে ভয়টা বের করে দিতে হবে। আচ্ছা, আপনি আমাকে জিনিসটা দিয়ে দিন। আমিই পোস্ট করে দেবো না হয়”।

আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। এর থেকে ভালো কথা আর কী হতে পারে? কারতিকা প্রতাপবাবুকে দিয়ে দিলাম। প্রতাপবাবু সেটা নিয়ে বললেন, “মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে অনেক বছর ধরে কাজ করছি মশাই। ওসব নিয়ে ভাববেন না। পুরোটাই মানসিক, বুঝলেন?”

আমি ঘাড় নাড়লাম।

প্রতাপবাবু কারতিকা নিয়ে আমাদের গেস্ট রুমে শুতে চললেন।

আমি শুয়ে এপাশ ওপাশ করছিলাম। ঘুম সবে আসবো আসবো করছে, এমন সময় আমার ঘরের দরজায় নক হল। আমি দরজা খুলে দেখি প্রতাপবাবু দাঁড়িয়ে আছেন। আমি বললাম “আসুন”। প্রতাপবাবু আমার ঘরে এসে বসলেন। বললেন,“বিয়ে থা করি নি, চিরকাল মানুষের মধ্যে থেকেই কাজ করে গেলাম, বুঝলেন। এক ভাগ্নে আছে। গগনপুরেই থাকে। ওর নামটা মনে রাখবেন। পিয়াল। আমার ব্যাগে একটা ডায়েরিতে প্রথম পাতাতেই ওর নাম আর ফোন নাম্বার লেখা থাকে। আচ্ছা, উঠি এখন”।

প্রতাপবাবু কথা বাড়ালেন না। এটুকু বলেই উঠে চলে গেলেন। আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। ভদ্রলোক হঠাৎ ওর ভাগ্নের নাম বলে গেলেন কেন?

তখন বুঝি নি। পরে বোঝা গেলো।

সে রাতে সত্যিই কোন সমস্যা হল না। ঘুমোতে পারছিলাম না প্রথম দিকে। শেষ রাতের দিকে ঘুম এসেছিল। অদ্ভুত একটা স্বপ্ন দেখলাম। আমি একটা জায়গায় বসে আছি। আর আমাকে ঘিরে একজন দেবী অদ্ভুত ভঙ্গীতে নৃত্য করে চলেছেন। এরকম স্বপ্ন আমি কোনদিন দেখি নি।

ঘুম ভাঙল বাবার ডাকাডাকিতে,“শিগগিরি ওঠ”।

আমি চোখ খুলে বিরক্ত গলায় বললাম, “কী হয়েছে?”

বাবা বলল,“সর্বনাশ হয়েছে। প্রতাপ মারা গেছেন”।

আমি লাফিয়ে উঠে বললাম,“কী বলছ?”

বাবা হতবুদ্ধি গলায় বলল, “আমি কী করবো বল এবার”।

আমি দৌড়ে গেস্ট রুমে গিয়ে দেখলাম প্রতাপবাবু বিস্ফারিত চোখে খাটের উপর পড়ে আছেন। খাটের পাশে অস্ত্রটা রাখা।

বাবা ভীত গলায় বলল, “পুলিশকে খবর দিয়েছি। পুলিশ এসে যা করার করুক। ভদ্রলোককে বাড়িতে ডেকে এ কী কাণ্ড হল বল তো। এবার কী হবে? কোথায় কে আছে আমি কী করে জানবো?”

আমি বিড়বিড় করে বললাম,“গগনপুরেই ওর ভাগ্নে আছে। ওঁর ব্যাগে ওর ডায়েরী আছে। ওখানেই ভাগ্নের নাম ফোন নাম্বার আছে”।

বাবা অবাক হয়ে বলল,“তুই কী করে জানলি?”

আমি বললাম, “উনিই বলে গেছেন”।

বাবা অবাক হয়ে আমার দিকে তাকালো।

আমি অমলকে ফোন করলাম। অমল ঘুম জড়ানো গলায় ফোন ধরল, “বল”।

আমি বললাম, “তুই ঠিক আছিস?”

অমল সুস্থ গলায় বলল,“হ্যাঁ। ঘরের যা অবস্থা করে রেখেছিলাম। অনেক রাত অবধি বসে বসে ঠিক করেছি। ওই ভদ্রলোক ম্যাজিশিয়ান বুঝলি। ঠিকই ধরেছিলেন। তোকে বলি নি, শেয়ার বাজারে আমি অনেক টাকা হারিয়ে বসে আছি। অস্ত্রটা ভেবেছিলাম সৌভাগ্য আনবে। কিন্তু বাড়ি এসে গুগল করে বুঝেছিলাম এই সব জিনিস চুরি করলে আরও ভয়াবহ অভিশাপ নেমে আসে। এখন ও জিনিস গেছে। আমিও ঠিক”।

আমি বললাম,“কিছুই ঠিক নেই”।

অমল অবাক গলায় বলল,“মানে?”

আমি বললাম,“প্রতাপবাবু মারা গেছেন”।

অমল বলল, “সে কী! হার্টে কোন প্রবলেম ছিল নাকি?”

আমি বললাম,“জানি না কী ছিল। অস্ত্রটার কাজও তো হতে পারে”।

অমল বলল, “অস্ত্র কী করে খুন করবে? কী যে বলিস”!

আমি বললাম, “আমি কিছুই বলছি না। আমার মনে হল। হতে পারে এমনিই হার্ট অ্যাটাক হয়েছে”।

অমল বলল,“তাই হবে। ভাবিস না। তবে লোকটা ভাল ছিল। ওটা ক্যুরিয়র করলি?”

আমি বললাম,“আজকেই করব”।

অমল বলল, “করে ঝামেলা মেটা ভাই। ওসব নিয়ে ভাবিস না। আমি এখন টাকার চিন্তায় অস্থির”।

আমি বললাম,“ঠিক আছে”।

দু তিন ঘণ্টা পরে পুলিশ এলো। ডাক্তার এলেন। ডাক্তারবাবু বললেন হার্ট অ্যাটাক হয়েছে হয়তো। এরকম হতেই পারে।সন্দেহ করার মত কিছুই পেলেন না তিনি। প্রতাপের ভাগ্নে এলেন আরও খানিকক্ষণ পরে। বললেন, রাতে মামা ফোন করে অদ্ভুত কিছু বলেছিলেন। তখন ঘুমের ঘোরে বুঝতে পারেন নি। ভদ্রলোক কাঁদছিলেন। বিশ্রী একটা সিচুয়েশন হল। আমাদের থানার ওসি সাহেব ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলে সিদ্ধান্ত নিলেন পোস্ট মরটেম করার দরকার নেই। গাড়ির ব্যবস্থার তোড় জোড় শুরু হল। আমি অস্ত্রটা আগেই সরিয়ে দিয়েছিলাম। ওটা নিয়ে ক্যুরিয়র করতে বেরোলাম। মাথার মধ্যে বার বার ঘুরতে শুরু করল প্রতাপবাবু রাতে হঠাৎ করে আমার ঘরে এসে ভাগ্নের কথা বললেন কেন? তবে কি উনি কিছু বুঝতে পেরেছিলেন?

রাস্তায় বেরিয়ে আমার অবস্থা খারাপ হয়ে গেলো! এরকম পরিস্থিতিতে পড়তে হবে ভাবি নি। কোন ক্যুরিয়রের দোকান খোলা নেই। পোস্ট অফিসে লম্বা লাইন দেখে সাহস হল না।

অস্ত্রটা নিয়ে গোটা শহর ঘুরে বাড়ি এসে দেখলাম গাড়ি এসে গেছে। প্রতাপ বাবুর ভাগনে বডি নিয়ে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। খারাপ লাগছিল সত্যি। যে লোকটাকে নিয়ে এলাম, সে লোকটার মরদেহ বাড়ি থেকে বেরোবে, ভাবতে পারি নি। সন্ধ্যের মধ্যে বাড়ি ফাঁকা হয়ে গেলো। আমি অস্ত্রটা আমার ঘরে নিয়ে এসে টেবিলের উপরে রাখলাম। মনে পড়ল, অমলকে যখন ফোন করেছিলাম, অন্য কেউ ফোন ধরেছিল। ঘরে কে ছিল অমলের? প্রতাপবাবুকেই বা কে এসে কী বলে গেল? বুকটা কেমন ধক করে উঠল। অস্ত্রটার দিকে ভাল করে তাকালাম।

কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকার পর হঠাৎ ঝুপ করে লোডশেডিং হয়ে গেলো। বাবা চিৎকার করছে,“ইনভারটার চালা”।

বউদি বলল,“হ্যাঁ বাবা”।

আমি শুনতে পারছি সবই। কিন্তু উঠতে পারছি না। মনে হচ্ছে আমার পা দুটো কেউ জোর করে মেঝেতে আটকে রেখে দিয়েছে। প্রথমে প্রবল ঠাণ্ডা লাগল, পরক্ষণেই যেন আমার গায়ের উপর দিয়ে একটা আগুনের হলকা বয়ে গেলো। অদ্ভুত একটা অস্বস্তি হতে শুরু করল।

পাশে কেউ এসে বসেছে। আমি চিৎকার করলাম না। বসে রইলাম।

আমার পাশে বসে থাকা অস্তিত্বটা আমার সঙ্গে বসে রইল। আমি ভয় পেলাম না। ভয় পাবার মত কিছু করেছি বলে আমার কখনই মনে হয় নি। কিন্তু এই অস্তিত্বহীনের অদ্ভুত অস্বস্তিটা আমাকে এই সময়টুকুতেই যেন অনেক দূর তাড়িয়ে নিয়ে গেলো। হঠাৎ তীব্র ব্যথা হল হাতে। কেউ যেন আমার হাতটা কেটে দিয়ে গেলো। আমি যন্ত্রণায় চিৎকার পর্যন্ত করতে পারছি না। কেউ যেন আমার মুখ চেপে ধরে আছে। আমার দম বন্ধ হয়ে এল। মনে হচ্ছিল, যে কোন মুহূর্তে আমি বুঝি মরেই যাবো।

একটা সময় ইনভারটার চলল। ঘরে আলো জ্বলে উঠল। শিউরে ওঠার মত দৃশ্য দেখলাম। কারতিকায় রক্ত লেগে আছে। অথচ এই ঘরে তো কেউ ছিল না!

আমি মনস্থির করে নিয়েছিলাম আগেই। উঠে বাবার কাছে গিয়ে বললাম, "আমাকে সিকিম বেরোতে হবে। একটা ভুল হয়ে গেছে"।

বাবা অবাক হয়ে বলল, "কী হয়েছে?"

আমি বললাম,"কিছু না"।

বাবা বলল, "ছুটি পাবি?"

আমি বললাম,"না পেলেও যেতে হবে। পরে দেখছি কী করা যায়"।

বাবা শ্বাস ছেড়ে বলল,"দেখ, কী করবি"।

আমি অপেক্ষা করলাম না। তৈরি হয়ে ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে গেলাম। হাতে ব্যথা করছিল বটে, কিন্তু সেটা দেখলাম না।

শেয়ালদা স্টেশনে গিয়ে এক্সপ্রেস ট্রেনের জেনারেল বগিতে উঠে পড়লাম। সারারাত কোন সমস্যা হল না। সকালে এন জে পি পৌঁছে রাবাংলার গাড়ি বুক করে সরাসরি মিনাং মনাস্টেরিতে পৌঁছলাম। আকাশে রোদ ঝল মল করছে। নীল ঝকঝকে আকাশের নিচে নির্জন মনাস্টারিটা চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।

মনাস্টারির গেটে ক্ষুদে সন্ন্যাসী আগের দিনের মতই একা একা বসে ছিল। আমায় দেখে হাসল। যেন আমার জন্যই ও অপেক্ষা করছিল। আমি তড়িঘড়ি ব্যাগ থেকে অস্ত্রটা বের করে ক্ষুদে সন্ন্যাসীর হাতে দিলাম।

ছেলেটা যেন জানতো এটাই হবার ছিল। পকেট থেকে একটা এক টাকার চকলেট বের করে আমার হাতে দিয়ে আমার হাতের কাটা জায়গাটায় পরম যত্নে হাত বুলিয়ে দিল। তারপর হাসিমুখে কারতিকা নিয়ে মনাস্টেরির ভিতরে চলে গেলো।

আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে শ্বাস ছাড়লাম।

এত অস্বস্তির মধ্যেও এই পরিবেশ, এই নৈসর্গিক স্থান ছেড়ে আবার কলকাতায় ফিরে যাবার কথা মনে আসায় মন খারাপ হয়ে গেলো।

ক্ষুদে সন্ন্যাসী আর এলো না।

হাতের ক্ষত কখন যেন মিলিয়ে গেছে। আমি আর অবাক হলাম না। এরকমই তো হবার ছিল!

খানিকটা চমকে দিয়ে ফোনটা বেজে উঠল। বিমলদা। ধরতেই ওপাশ থেকে উত্তেজিত গলার স্বর ভেসে এল,"হ্যাঁরে, খবর পেয়েছিস?"

আমি বললাম, "কী খবর?"

বিমলদা বললেন, "অমলকে আজ সকালে ওর ঘরে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। কে নাকি গলা কেটে দিয়ে গেছে"।

আমি চমকে উঠলাম। ভাবলাম একবার মনাস্টারির ভেতরে ঢুকি।

কে যেন আমাকে জোর করে আটকে রেখে দিল। কিছুতেই গেটের ভেতরে ঢুকতে দিল না। কেউ যেন চায় না আমি আর এই মনাস্টারিতে প্রবেশ করি।

বাইরে বেশ খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আমি ফেরার পথ ধরলাম।
একরাশ রহস্য নিয়ে আকাশের নিচে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল মিনাং মনাস্টারি...

